আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রভাব

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশ ১২ জুন ২০২২

প্রকাশনায়:

১। জনাব ড. মোঃ গোলাম ফারুক, অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

২। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন তরফদার, যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায়:

১। জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর, সিস্টেম এনালিস্ট, বিদ্যুৎ বিভাগ

সূচিপত্র

১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড--১

২। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড--২৫

৩। ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ---৩১

৪। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ--৪৪

৫। ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ---৫৯

৬। নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ---৬২

৭। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ--৭০

৮। ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ--৭৯

৯। নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ---৮৩
১০। রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড--৯২
১১। বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ--১০৩
১২। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড---১০৭
১৩। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ--১১২
১৪। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর --১২০
১৫। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ--১২৩

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

১.   সংস্থার পরিচিতি ও অর্জন

১.১ সংস্থার ইতিহাস ও পরিচিতি :

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করে ১৯৪৮ সালে সরকারি খাতে ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট গঠনের মাধ্যমে । পরবর্তীতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৯৫৯ সালে ইপিওয়াপদা গঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-59) এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপদাকে বিভক্ত করে ‘বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড’ এবং ‘বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করা হয়। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর উপর।

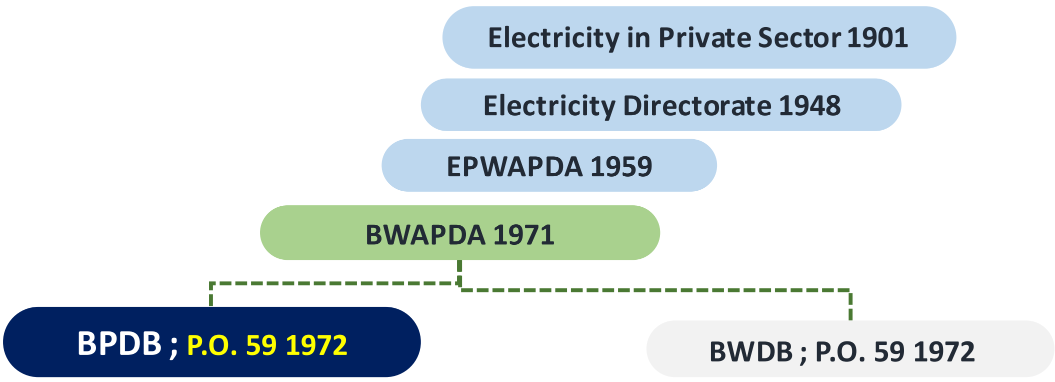

এছাড়াও কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে পল্লী এলাকায় এর ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য Ordinance No. LI of 1977 এর মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত রাজধানী ঢাকা এবং এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯৯১ সালে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (DESA) গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে ডেসা’র একাংশ নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (DESCO) গঠন করা হয়। এছাড়া ২০০৮ সালে ডেসা’র সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (DPDC) যাত্রা শুরু করে।

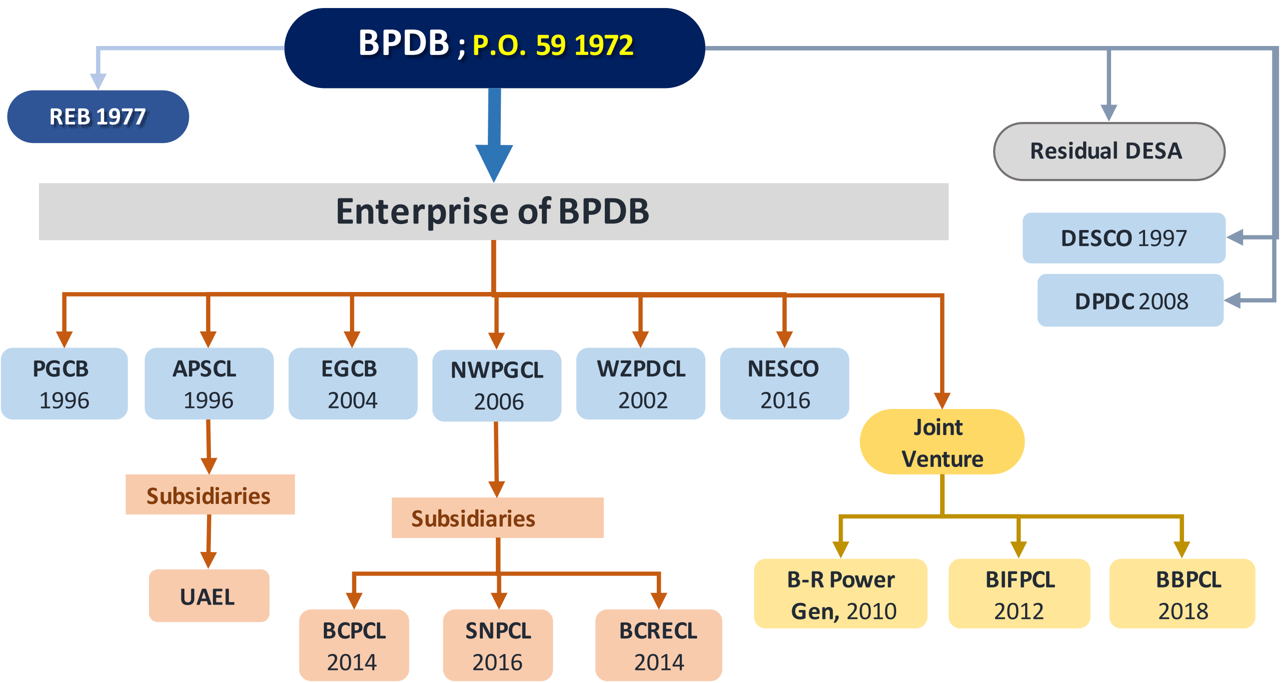

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম এর ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় যেমন ১৯৯৬ সালে কোম্পানী আইনের অধীনে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (PGCB) গঠিত হয় এবং সঞ্চালন সিস্টেমের পূর্ণ দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৬ সালে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী (APSCL), ২০০২ সালে বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগ নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (WZPDCL), ২০০৪ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব

বাংলাদেশ (EGCB), ২০০৬ সালে নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (NWPGCL) এবং ২০১৬ সালে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (NESCO) কোম্পানী গঠন করা হয়। বিউবো হতে সৃষ্ট নবগঠিত এ সমস্ত কোম্পানী বিউবো'র সাবসিডিয়ারী কোম্পানী হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

১.১.১. বিউবো'র গঠন কাঠামো :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (বিজ্বাখস) মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য নিয়ে এ সংস্থার বোর্ড গঠিত।

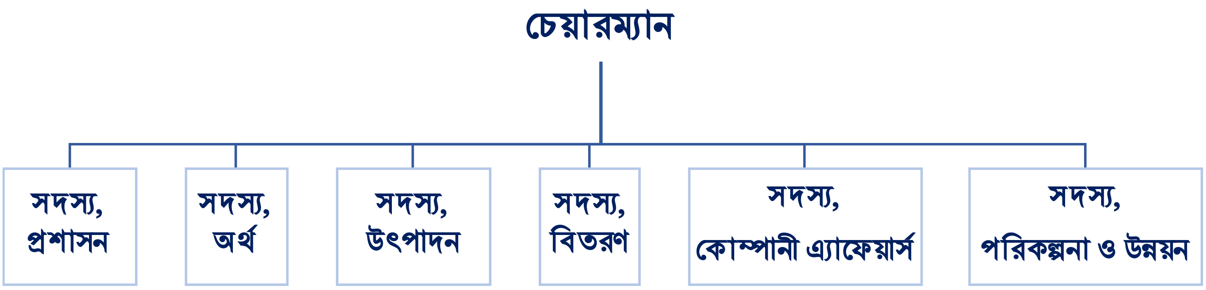

১.১.২. প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি সেবামূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এ **প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের কাংখিত আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।**

তাছাড়া বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির বিকল্প বা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা বিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। বিউবো রাজধানী ঢাকা ও পল্লী বিদ্যুতের এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য শহর এলাকাসহ কিছু কিছু পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে বিউবো নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি Single Buyer হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং বিউবো'র নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সেসাথে Single Seller হিসেবে ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

১.১.৩. মিশন, ভিশন ও কর্মপরিকল্পনা :

- **ভিশন :**

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

- **মিশন :**

টেকসই উন্নয়ন ও গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।

- **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা :**

○ বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকা;
○ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও বিকল্প জ্বালানির র্সবোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
○ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় করা;
○ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
○ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় র্কমপরিবেশ, দলগত র্কম উদ্দীপনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করা;
○ কর্মচারীদের চিন্তাশক্তি, মেধা এবং মূল্যবোধের বিকাশকে উৎসাহিত করা।

১.১.৪. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর জনবল :

বর্তমানে (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত) বিউবো'র সেট-আপ অনুযায়ী ১8,393 জনবলের স্থলে কর্মরত জনবল ছিল ১২,578 জন। এর মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে ২,668 জন এবং কর্মচারী পর্যায়ে ৯,9১০ জন। নীচের সারণী-১ এ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

সারণী- ১ : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	পদের নাম	জনবল
১	চেয়ারম্যান	১
২	সদস্য	৬
৩	প্রকৌশলী কর্মকর্তা (১ম শ্রেনী)	1,210
৪	অকারিগরী কর্মকর্তা (১ম শ্রেনী)	400
৫	প্রকৌশলী কর্মকর্তা (২য় শ্রেনী)	957
৬	অকারিগরী কর্মকর্তা (২য় শ্রেনী)	94
৭	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৯,910
	মোট	**১২,578**

২. শতভাগ বিদ্যুতায়নে সংস্থার ভূমিকা ও গৃহীত কার্যক্রম

2.1. বিদ্যুৎ খাতে বিউবো'র অর্জন :

২.১.১. পরিকল্পনা প্রণয়ন :

বিদ্যুৎ খাতের সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম Power System Master Plan (PSMP) প্রণীত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। তারপর ১৯৯৫, ২০০৬ সালে সময় সময় হালনাগাদ PSMP প্রণীত হয়। বিরাজমান গ্যাস সংকট এর প্রেক্ষাপটে সরকার ২০০৯ সালে fuel diversify করে ২০৩০ সাল পর্যন্ত PSMP-2010 প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করে। ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে PSMP-2010 সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাতে আগামী ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

PSMP-2010 অনুযায়ী জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ :

- নিজস্ব ও আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ১৯,৬৫০ মেগাওয়াট
- নিউক্লিয়ার ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৪,০০০ মেগাওয়াট
- গ্যাস ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৮,৮৫০ মেগাওয়াট
- আঞ্চলিক গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ আমদানি - ৩,৫০০ মেগাওয়াট
- তরল জ্বালানি, হাইড্রো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন - ২,৭০০ মেগাওয়াট

প্রতি ৫ বছর অন্তর PSMP হালনাগাদ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে PSMP-2010 হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং PSMP-2016 প্রণয়ন করা হয় যা নিম্নের *সারণী-* এ দেখানো হলো।

সারণী- ২ : **PSMP-2016 অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা**

জ্বালানি (মেগাওয়াট)	2015	2016	2020	2021	2025	2030	2035	2041
গ্যাস/এলএনজি	6,781	7,847	9,928	9,562	8,515	8,731	14,746	19,477
কয়লা	182	182	5,873	5,873	6,977	9,377	11,777	20,195
তরল জ্বালানি	3,202	3,355	3,900	3,705	4,005	4,250	2,373	700
হাইড্রো	230	230	230	230	230	330	330	330
নিউক্লিয়ার	0	-	-	-	2,232	3,432	4,632	7,032
বিদ্যুৎ আমদানি	500	600	1,200	2,000	2,500	5,000	7,000	9,000
মোট	**10,895**	**12,214**	**21,131**	**21,370**	**24,459**	**31,120**	**40,858**	**56,734**

জ্বালানি (%)	2015	2016	2020	2021	2025	2030	2035	2041
গ্যাস/এলএনজি	62%	64%	47%	45%	35%	28%	36%	35%
কয়লা	2%	1%	28%	27%	29%	30%	29%	35%
তরল জ্বালানি	29%	27%	18%	17%	16%	14%	6%	1%
হাইড্রো	2 %	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
নিউক্লিয়ার	0	0%	0%	0%	9%	11%	11%	12%
বিদ্যুৎ আমদানি	5 %	5%	6%	9%	10%	16%	17%	16%
মোট	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

পরবর্তীতে PSMP-2016 হালনাগাদ করে Revisiting PSMP-2016 প্রণয়ন করা হয়। উক্ত Revisiting PSMP-2016 প্রণয়নে বিউবো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। Revisiting PSMP-2016 প্রণয়ন করা হয় যা নিম্নের *সারণী-* এ দেখানো হলোঃ

সারণী- ৩: **Revisiting PSMP-2016 অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা**

জ্বালানি (মেগাওয়াট)	2016	2020	2021	2025	2030	2035	2041
কয়লা	184	1,650	2,864	9,913	17,969	23,940	25,596
গ্যাস/এলএনজি	7,576	11,462	13,846	18,960	23,744	28,292	34,165
তরল জ্বালানি	3,692	8,319	7,864	6,778	5,591	1,636	1,840
বিদ্যুৎ আমদানি	600	1,500	1,500	2,996	3,496	7,496	11,996
নিউক্লিয়ার	0	0	0	1,116	2,232	3,348	5,580
হাইড্রো	230	230	230	230	230	330	330
মোট	12,282	23,161	26,304	39,993	53,262	65,042	79,507

জ্বালানি (%)	2016	2020	2021	2025	2030	2035	2041
কয়লা	1.5%	7.1%	10.9%	24.8%	33.7%	37.0%	32.2%
গ্যাস/এলএনজি	61.7%	49.5%	52.6%	47.4%	44.6%	43.5%	43%
তরল জ্বালানি	30.0%	35.9%	29.9%	16.9%	10.5%	2.5%	2.3%
বিদ্যুৎ আমদানি	4.9%	6.5%	5.7%	7.5%	6.6%	11.5%	15.1%
নিউক্লিয়ার	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	4.2%	5.0%	7%
হাইড্রো	1.9%	1.0%	0.9%	0.6%	0.4%	0.5%	0.4%
মোট	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ খাতের প্রাথমিক জ্বালানি, বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ, দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা সহ কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা করতঃ power generation optimization সংক্রান্ত কার্যাদিতে বিউবো'র বিদ্যুৎ পরিকল্পনা পরিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বর্তমানে PSMP-2016 হালনাগাদ করে Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিউবো ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়া, সরকার কর্তৃক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণীত হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিউবো প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে বিউবো'র নিজস্ব পরিকল্কনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়নেও বিউবো প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে যার লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিম্নের *সারণী-* এ দেখানো হয়েছে।

সারণী- ৪: 7th FYP-এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

বিবরণ	বেজলাইন (২০১৫)	২০১৯		২০২০	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	13,540	20,649	22,051	23,000	23,548
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াটঘন্টা)	371	483	510	514	512

Sustainable Development Goals (SDG)-তে বিউবো'র সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বাস্তবায়নে বিউবো কাজ করে যাচ্ছে। SDG, Goal 7: "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ পরিকল্পনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়নে বিউবো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

2.2. গৃহীত কার্যক্রম :

২.২.১. বিদ্যুৎ খাতের সমৃদ্ধিতে বিউবো'র ভূমিকা :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, Single Buyer হিসেবে বেসরকারি ও সরকারি কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ ক্রয়, নিজস্ব স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও নিজস্ব এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, নবায়ন, সংরক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রেখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা নিশ্চিত ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাগত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিউবো কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বিউবো নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি Single Buyer হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। একইসাথে বিউবো Single Seller হিসেবে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, আরইবি এবং নেসকো বিতরণ সংস্থাসহ বিউবো'র নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলের চাহিদার আলোকে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বাল্ক ট্যারিফে বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

বিদ্যুৎ খাতে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিকল্প তথা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করা বিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিউবো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে ধারাবাহিক অর্জনের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নের *সারণী-* এ উপস্থাপন করা হলো:

***সারণী- ৫:* বিদ্যুৎ খাতে ধারাবাহিক অর্জনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

ক্রমিক	বিষয়	২০০৯ সালের শুরুতে	এপ্রিল ২০২২	অগ্রগতি
১	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১৫২	(+)১২৫
২	গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (বিদ্যুৎ আমদানি ও অন-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)(মেঃওঃ)	৪,৯৪২	২২,৩৪৮* (৩০ এপ্রিল ২০২২)	(+)১৭,৪০৬
৩	এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	৪,১৩০ (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭)	১৪,৭৮২ (১৬ এপ্রিল ২০২২)	(+)১০,৬৫২
৪	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)	৮,০০০	১৩,৫১৮	(+)৫,৫১৮
৫	গ্রিড উপ-কেন্দ্র ক্ষমতা (এমভিএ)	১৫,৮৭০	৫৫,৭৮৭	(+)৩৯,৯১৭
৬	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)	২ লক্ষ ৬০ হাজার	৬ লক্ষ ২৬ হাজার	(+)৩ লক্ষ ৬৬ হাজার
৭	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ০৮ লক্ষ	৪ কোটি ২৭ লক্ষ	(+)৩ কোটি ১৯ লক্ষ
৮	সেচ সংযোগ সংখ্যা	২ লক্ষ ৩৪ হাজার	৪ লক্ষ ৪৬ হাজার	(+)২ লক্ষ ১২ হাজার
৯	বিতরণ সিস্টেম লস	১৪.৩৩% (২০০৮-০৯)	৮.৪৮% (২০২০-২১)	(-)৫.৮৫%
১০	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)	৪৭%	১০০%	(+)৫৩%
১১	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘন্টা) (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)	২২০	৫৬০ (২০২০-২১)	(+)৩৪০

* ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২২,৩৪৮+২,৮০০+৪১৮)= ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াট

উল্লেখ্য, বিউবো'র যথাযথ ব্যবস্থাপনায় সম্পাদনের মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের শুরুতে ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ) ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে মোট জনসংখ্যার **১০০ শতাংশ** বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘন্টা দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুতের এ উৎপাদন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম হলেও বাংলাদেশের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার নেপাল, আফগানিস্তান, মায়ানমান ও কম্বোডিয়ার মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে বেশী।

২.২.২. নতুন বিদ্যুৎ ক্ষমতা সংযোজনে বিউবো'র অর্জন :

বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত জানুয়ারি ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত নতুন ১৪৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১৮,৪৬৬ মেগাওয়াট এবং আমদানিকৃত বিদ্যুতের মাধ্যমে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিউবো'র অর্জন হিসেবে নিজস্ব সরকারি খাতে ৩,৯২৮ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৬১৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত। মোট ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রায় ৭৫% বিউবো'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। নিম্নের সারণী- -এ নতুন ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখানো হলো:

সারণী- ৬: সংস্থা / জ্বালানিভিত্তিক নতুন ক্ষমতা বৃদ্ধি

সংস্থা/জ্বালানি	গ্যাস	এইচএফও	ডিজেল	সৌর	কয়লা	মোট
বিউবো'র সরকারি খাত	২,৯০৫	৭৪২		০৭	২৭৪	৩,৯২৮
বিউবো'র বেসরকারি খাত	২,৫২৩	৫,৩১১	১,৫৬৫	২১৬		৯,৬১৫
সরকারি খাতের কোম্পানীসমূহ:						
এপিএসসিএল	990					990
এনডব্লিউপিজিসিএল	1,068	105	222	৬		১,৪০১
বিসিপিসিএল					১২৪৪	১,২৪৪
ইজিসিবি	957					957
আরপিসিএল		182				182
বি-আর পাওয়ারজেন		149				149
উপ-মোট	৮,৪৪৩	৬,৪৮৯	১,৭৮৭	২২৯	১,৫১৮	১৮,৪৬৬
বিদ্যুৎ আমদানি						১,১৬০
মোট						**১৯,৬২৬**

২.২.৩. মোট উৎপাদন ক্ষমতায় বিউবো'র অর্জন

নতুন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ আমদানিসহ বিগত জানুয়ারি ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৯,৬২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়ে মোট গ্রিডভিত্তিক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২,৩৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। উল্লেখ্য, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের এ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে যা আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমানে **(এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত) গ্রিডভিত্তিক স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২২,৩৪৮ মেগাওয়াট।** এর মধ্যে বিউবো'র নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা ৬,০১৩ মেগাওয়াট, বেসরকারিখাতে ৯,৯৪৮ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট। মোট ক্ষমতার প্রায় ৭৬% বিউবো'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নের সারণী- এ সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দেখানো হলো।

সারণী- ৭ : বর্তমানে (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত) সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি খাত		
বিপিডিবি	৩৮	৬,০১৩
এপিএসসিএল	৫	১,২৯৪
ইজিসিবি	৩	৯৫৭
নওপাজেকো	৭	১,৪০১
আরপিসিএল	৩	১৮২
বি-আর পাওয়ার জেন	১	১৪৯
উপ-মোট (সরকারি খাত)	**৫৭**	**৯,৯৯৬ (৪৫%)**
যৌথ উদ্যোগ		
বিসিপিসিএল	১	১,২৪৪
উপ-মোট (যৌথ উদ্যোগ)	**১**	**১,২৪৪ (৬%)**

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
বেসরকারি খাত		
আইপিপি	৬৩	৮,৪৫৭
এসআইপিপি (বিপিডিবি)	৪	৯৯
এসআইপিপি (আরইবি)	৯	২৫১
ভাড়া ভিত্তিক (১৫ বছর)	৪	১৬৯
ভাড়া ভিত্তিক (৩/৫ বছর)	৫	৩৫৫
ভাড়া ভিত্তিক (নো ইলেক্ট্রিসিটি নো পেমেন্ট)	৯	৬১৭
উপ-মোট (বেসরকারি খাত)	**৯৪**	**৯,৯৪৮ (৪৪%)**
বিদ্যুৎ আমদানি		
ভেড়ামারা এইচভিডিসি	-	১,০০০
ত্রিপুরা	-	১৬০
উপ-মোট (বিদ্যুৎ আমদানি)	**-**	**১,১৬০ (৫%)**
মোট	**১৫২**	**২২,৩৪৮**

* ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২২,৩৪৮+২,৮০০+৪১৮)= ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াট

২.২.৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতে বিউবো'র অবদান :

ক্রমহ্রাসমান সরকারি অর্থ সংস্থান এবং বহুপাক্ষিক / দ্বিপক্ষীয় দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি ক্রমশ: সংকুচিত হওয়ায় সরকার বিদ্যুৎখাতে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সনে Private Sector Power Generaton Policy of Bangladesh জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। উক্ত পলিসি তে private sector investor গণকে বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন fiscal incentives প্রদান করা হয় এবং এ বিষয়ে Statutory Regulatory Order (SRO) জারী করা হয়। উক্ত পলিসির আওতায় বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং স্থাপিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি দূর হয়েছে। উক্ত পলিসি জারীর পরবর্তীতে সময়ে সময়ে we`y¨r Lv•Z ‡emiকারি AskMÖnY e‡w×i bxwZgvjv 2008, evsjv•`•ki bevqb•hvM¨ Rivjvনি bxwZgvjv 2008 এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন (বিশেষ বিধান) ২০১০ (সংশোধিত ২০১৮) প্রণীত হয়েছে। ফলে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং তাদের নিকট থেকে অনেক solicited/unsolicited proposal পাওয়া যাচ্ছে। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিউবো'র Bankable Project Documents এবং চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে বিউবো'র Contract Compliance এবং Payment Record উদ্যোক্তা/প্রকল্পে অর্থায়নকারীদের প্রকল্পে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জন করেছে।

অন্যদিকে, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে ইনভয়েস পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিউবো'র কোনো default নেই। বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৫০ ভাগই বেসরকারি খাত থেকে উৎপাদিত হচ্ছে।

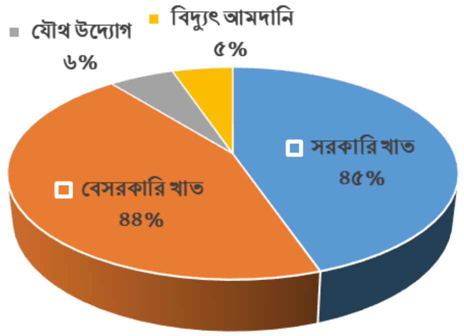

মোট গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২,৩৪৮ মেগাওয়াট

2.3. আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি :

বিদ্যুৎ খাতে মহাপরিকল্পনা PSMP-2016 অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ১৬% Cross Border Power Import এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ২০১০ সালে দুই দেশের বিদ্যুৎ সচিব পর্যায়ে এবং বিউবো ও এনটিপিসি, ভারত এর মধ্যে দুটি পৃথক MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও ২০১১ সালে দুদেশের সরকার প্রধান স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Cooperation এর আওতায় Sub-Regional Cooperation In Power Sector অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সচিব পর্যায়ে স্বাক্ষরিত উক্ত MoU এর আওতায় বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য দুই দেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Joint Working Group (JWG) এবং Joint Steering Committee (JSC) গঠিত হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে G-to-G trade হিসেবে বিউবো এনটিপিসি, ভারত থেকে ২০১৩ সাল থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ Power Purchase Agreement এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে যা, ভেড়ামারা-বহরমপুর ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য দরপত্র আহবান এবং negotiation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়েছে/হচ্ছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বিদ্যুৎ কোম্পানির নাম	ক্ষমতা	মন্তব্য
NVVN, India	২৫০	চলমান
NVVN, India (From	১০০	চলমান
NVVN, India (From	৬০	চলমান
Sembcorp Energy India	২৫০	চলমান
NVVN, India	৩০০	চলমান
PTC India Limited	২০০	চলমান

বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার বিষয়ে গত ১০-০৮-২০১৮ইং তারিখে নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। MoU-এর আলোকে গঠিত JWG এবং JSC-এর দুটি সভার সিদ্ধান্তক্রমে নেপালে সম্ভাব্য জলবিদ্যুত প্রকল্প স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারণ/চিহ্নিতকরণ বিষয়ক আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, গত ২৭-১১-২০১৪ইং তারিখে স্বাক্ষরিত SAARC Framework Agreement for Cooperation in Energy (Electricity) এবং ভারত কর্তৃক জারীকৃত Guidelines for Import/Export (Cross Border) of Electricity 2018 এবং Cross Border Trade of Electricity Regulations-2019 অনুসারে GMR, ভারত কর্তৃক নেপালে পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনকরত: ভারতীয় ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়ে বিউবো, GMR-ভারত এবং NVVN-ভারত এর মধ্যে negotiation সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য বিউবো, GMR-ভারত এবং NVVN-ভারত এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে:

বিদ্যুৎ কোম্পানির নাম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মেয়াদ (বছর)	ধরণ
GMR Upper Karnali Hydro Power Limited	নেপাল	৫০০	২৫	হাইড্রো-পাওয়ার

এছাড়াও ভুটানের সাথে বিদ্যুৎ খাতে পারস্পারিক সহযোগিতার জন্য MoU স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ অঞ্চলের geo-political integration বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রকারান্তে বন্ধুত্বের বন্ধনকে more cohesive ও দৃঢ় করবে। এ কার্যক্রমে বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

২.৩.১. বিউবো নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং :

বিউবো **ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং** -এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA)-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে, যা বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও G-to-G, Public Private Partnership (PPP)-এর মাধ্যমেও প্রকল্পের অর্থায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি এর চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে,

ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে,

খ) নিজস্ব অর্থায়নে সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং

গ) বিনিয়োগ বহুমুখীতা (ECA, G-to-G , PPP-ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইনান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে।

উল্লেখ্য, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশিলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইনান্সিয়াল ইনিস্টিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

২.৩.২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন :

অধিক মাত্রায় গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের দরুন জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং এর টেকসই সমাধান প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় প্রতিটি দেশ প্রচলিত জ্বালানি উৎস হতে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্বব্যাপি সবাই এ ঐকমত্যে পৌছেছে যে, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প নেই।

বর্তমান বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার পটভূমিতে, বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এবং বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো’র পাশাপাশি পরিবেশগত ঝুঁকি প্রশমনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বিকাশের উপর জোর দিচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস এগ্রিমেন্ট-এ দীর্ঘ মেয়াদি তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রাক শিল্প স্তরের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় । জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব এবং ঝুঁকি প্রশমনের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

কুতুবদিয়া বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক জ্বালানির সম্ভাব্য সমস্ত উৎস ইতোমধ্যে আহরণ করা হয়েছে। বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৫০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে, যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুতের অবদান প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াট। জ্বালানি বৈচিত্র্যের নিরিখে সরকার সর্বাপেক্ষা কৌশলগত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহের প্রাপ্যতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের অপ্রতুলতা ইত্যাদি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রসারণে কিছু কাঠামোগত, প্রযুক্তিগত এবং অ-কারিগরি বাধা রয়েছে ।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিকাশের লক্ষ্যে বিবিধ নিয়মতান্ত্রিক পন্থা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে সচেতনতা বিকাশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, আইন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো’র উন্নয়নসহ অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। **সরকারের পরিকল্পনা মোট উৎপাদন ক্ষমতার ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর হবে।** এ ক্ষমতা অর্জনে বিউবো কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র নিম্নের সারণী-৮ এ দেখানো হলো।

সারণী- ৮: নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান চিত্র

টেকনোলজি	অফ-গ্রিড (মেঃওঃ)	অন-গ্রিড (মেঃওঃ)	সর্বমোট
সৌর হতে বিদ্যুৎ	৪১৮	২২৯	৬৪৭
বায়ু হতে বিদ্যুৎ	২	০.৯	২.৯
বায়োগ্যাস হতে বিদ্যুৎ	০.৬৯	০	০.৬৯
বায়োমাস হতে বিদ্যুৎ	০.৪	০	০.৪
সর্বমোট	৪২১.০৯	২২৯.৯০	৬৫০.৯৯

উপরের ছকে প্রদর্শিত তথ্যসমূহের মধ্যে ২০০৯ সালের পূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম সীমিত পরিসরে চলমান ছিল। ইনফাস্ট্রাকচার ডেভালপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) হতে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক- ২০০৯ সালের শুরুতে স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম এর সংখ্যা ছিল ০.৫ মিলিয়ন যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ মিলিয়নে। ২০০৯ সালের পূর্বে বিউবো কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম মূলত ছিল স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন রুফ-টপ সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত। বিউবো কর্তৃক ২০০৯ সালের পূর্বে বাস্তবায়িত কিছু প্রকল্প নিম্নরুপ-

- কুতুবদিয়া এবং ফেনীতে স্থাপিত মোট ১.৯ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- পার্বত্য এলাকা বিদ্যুতায়নের অধীনে জুরাইছড়ি, বরকল, থানচি তে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন (মোট ক্ষমতা ১৪৪ কিলোওয়াট)।
- দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১,০৬০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।

বর্তমানে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর উৎস বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সর্বমোট প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিউবো কর্তৃক ২০০৯ সালের পর হতে বর্তমান পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- সুনামগঞ্জের সাল্লাহ উপজেলার দুর্গম হাওর এলাকায় এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যথাক্রমে ৬৫০ কিলোওয়াট পিক এবং ৭.৪ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতার সৌর মিনিগ্রিড এবং গ্রিড-টাইড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- এছাড়া, মংলা, সুতিয়াখালী, মানিকগঞ্জ, টেকনাফ, পঞ্চগড় এবং জামালপুরের সরিষাবাড়িতে আইপিপি ভিত্তিতে যথাক্রমে ১০০ মেগাওয়াট, ৫০ মেগাওয়াট, ৩৫ মেগাওয়াট, ২০ মেগাওয়াট, ৮ মেগাওয়াট ও ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি গ্রিড-টাইড সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৩টি বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ২.৯ মেগাওয়াট। এছাড়া, সিরাজগঞ্জে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু রয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইপিপি ভিত্তিতে গ্রিড-টাইড নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক মোট ৫০৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণাধীন, ৬৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন, ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প দরপত্র প্রক্রিয়াধীন এবং ১৪৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

২.৩.৩. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন :

দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও প্রধান প্রধান পৌরসভাকে আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও বসবাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিউবো আইপিপি খাতে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন/প্রধান প্রধান পৌরসভাকে **Waste-To-Energy (WTE)** প্রকল্প গ্রহণ/বাস্তবায়ন কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪২.৫০ মেগাওয়াট (নেট) ক্ষমতার WTE প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৪২.৫০ মেগাওয়াট (নেট) ক্ষমতার ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ৬.০ মেগাওয়াট ক্ষমতার WTE প্রকল্পের LoI স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বর্জ্যের open dumping-এর ফলে বায়ুমন্ডলে যে মিথেন গ্যাস নিঃসরিত হয় তা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। ফলে উল্লিখিত WTE প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে পৌর এলাকার বাতাসে মিথেন গ্যাসের মাত্রা কমে আসবে এবং পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

২.৩.৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিউবো'র ভূমিকা :

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা। সরকারের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানিসমূহের মধ্যে রয়েছে গ্যাস/এলএনজি, কয়লা, তরল জ্বালানি, নিউক্লিয়ার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ আমদানি। প্রাথমিক জ্বালানি যেমনঃ গ্যাস/এলএনজি, কয়লা, তরল জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে CO_2 নিঃসরণ তথা কার্বন নিঃসরণ ঘটে। এ নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার্বন নিঃসরণ অন্যান্য জ্বালানি যেমনঃ কয়লা ও তরল জ্বালানির তুলনায় কম। বাংলাদেশ সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সে সাথে কার্বন নিঃসরণ যথাসম্ভব কম রাখতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্যাস/এলএনজিভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।এসব উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম গ্যাসব্যবহার করে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং সে সাথে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণও কমে যাবে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ গ্যাস/এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় কিছুটা বেশি হয়। তবে high efficient টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে এদেশে বেশ কিছু Super Critical (SC) এবং Ultra Super Critical (USC) টেকনোলজিসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ অনেকাংশে কম হবে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব অতটা পড়বে না।

বাংলাদেশে স্থাপিত তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো শীঘ্রই পর্যায়ক্রমে অবসরে চলে যাবে এবং অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ হবে।

নিউক্লিয়ারভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্বন নিঃসরণ কম হয়। বাংলাদেশে নিউক্লিয়ারভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে যা শীঘ্রই জাতীয় গ্রিডে সংযোজিত হয়ে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করবে। এর ফলে কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব হবে।

২.৩.৫. Energy Efficiency and Conservation (EEC) measures:

সরকার Energy Efficiency and Conservation Master Plan (EECMP) প্রণয়ন করেছে। এ প্ল্যান অনুযায়ী বিউবো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা কমানো এবং বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ (pre-paid/ digital metering system/ SCADA/ AMR) খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করা ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা কমবে, ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কমবে এবং সেসাথে কার্বন নিঃসরণও হ্রাস পাবে।

২.৩.৬. ভবিষ্যৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (2022-2030) :

বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২২ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় মোট প্রায় ৩১,৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে যা নিম্নের সারণী-৯ এ দেখানো হলো:

সারণী- ৯: ২০২২ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

সাল	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	মোট
বিউবো	**336**	**726**	**0**	**736**	**525**	**590**	**1,400**	**0**	**0**	**4,313**
বিআইএফপিসিএল	1,234	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234
বাবিউবো যৌথ উদ্যোগ	0	0	0	0	0	1,164	1,164	0	0	2,328
এপিএসসিএল	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400

সাল	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	মোট
ইজিসিবি	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
আরপিসিএল	0	0	420	0	0	660	0	0	0	1,080
বি-আর পাওয়ারজেন	163	163	0	0	400	0	0	0	0	726
আরএনপিএল	0	0	1,244	0	0	0	0	0	0	1,244
এনডব্লিউপিজিসিএল	0	440	440	0	0	0	0	0	0	880
বিসিপিসিএল	0	0	1,244	0	0	0	0	0	0	1,244
এনডব্লিউপিজিসিএল যৌথ উদ্যোগ	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	2,400
সিপিজিসিবিএল	0	0	1,128	0	0	0	0	0	1,122	2,250
সিপিজিসিবিএল যৌথ উদ্যোগ	0	0	0	0	0	0	587	0	0	587
বিবিপিসিএল	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
এনপিসিবিএল	0	0	2,060	0	0	0	0	0	0	2,060
বেসরকারি	2,350	1,401	0	2	2,335	665	0	0	0	6,753
বিদ্যুৎ আমদানি	1,496	0	0	0	0	0	0	500	0	1,996
মোট	**5,979**	**2,730**	**6,536**	**1,938**	**3,260**	**4,279**	**3,751**	**500**	**2,322**	**31,295**

উল্লেখ্য, ২০২২-২০৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে সংযোজিতব্য প্রায় ৩১,২৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের মধ্যে বিউবো'র প্রায় ৪,৩১৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

উৎপাদন খাতে বিউবো'র মোট ৪টি **চলমান** প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: ৯৫%
- ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: ৯৭%
- খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: ৭০%
- সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: ৪২%

উৎপাদন খাতে বিউবো'র **পরিকল্পনাধীন** প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
- সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
- হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
- ঘোড়াশাল ২৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
- ভেড়ামারা ৬০০ ±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে।

- সোনাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: Feasibility Study চলছে, PDPP নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- গঙ্গাছড়া, রংপুর ৬৮.৬০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক নির্মাণ প্রকল্প, অগ্রগতি: Feasibility Study চলছে, PDPP নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

২.৩.৭. PSMP 2016 মোতাবেক ২০৪১ সালের পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণ

বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা PSMP 2016-তে উল্লেখিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০৪১ সালে জাতীয় গ্রীড সংযুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৫৭ গিগাওয়াটে এবং দেশের বৃহৎ অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০% হারে উন্নীত হবে। বর্তমানের প্রায় ৫৬০ কিলোওয়াট ঘন্টা মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ১৫০০ কিলোওয়াটঘন্টা মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নীত হবে বলে পরিকল্পিত রয়েছে।

২.৩.৮. বিদ্যুৎ বিতরণে বিউবো'র ভূমিকা :

বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের চারটি শহরাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) বিদ্যুৎ বিতরণের সাথেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। বিউবো তার আওতাধীন অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে; এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে বিউবো'র উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো :

2.3.8.1. বিউবো'র বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা :

1)	**বাবিউবো'র বিতরণ অঞ্চল**	:	৪ টি (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা)
2)	**গ্রাহক সংখ্যা**	:	প্রায় ৩৬ লক্ষ
3)	**সর্বোচ্চ চাহিদা**	:	১,৯০০ - ২,১০০ মেগাওয়াট
4)	**৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা**	:	১৬৭ টি (রেগুলার- ১৩১ টি, রুরাল- ৩৬ টি)
5)	**৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা**	:	৫,১৮২ এমভিএ
6)	**মোট লাইনের পরিমাণ**	:	৪৫,৪৮৩ কি.মি. (৩৩ কেভি লাইন- ৩,৮১০ কি.মি. 11 কেভি লাইন- 14,457 কি.মি.) 0.4 কেভি লাইন- 27,216 কি.মি.)
7)	**বিতরণ ট্রান্সফরমারের সংখ্যা**	:	২৫,০৪০ টি
8)	**প্রি-পেইড গ্রাহক সংখ্যা**	:	প্রায় ১৫ লক্ষ

2.3.8.2. বাবিউবো'র বাণিজ্যিক তথ্যাবলি:

ক্রম	বাণিজ্যিক তথ্য		জুলাই'২০১৯ হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত	জুলাই'২০২০ হতে জুন'২০২১ পর্যন্ত	জুলাই'২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি'২০২২ পর্যন্ত
1)	বাবিউবো'র ৪টি জোনে মোট আমদানি (মি.কি.ও.ঘ.)	:	৯,০০১.৯১৪	৯,৬৪৫.০৪১	৬,৩৪৮.৯৮৮
2)	বাবিউবো'র ৪টি জোনে মোট বিক্রয় (মি.কি.ও.ঘ.)	:	৮,১৯০.৬৬৪	৮,৮২৪.৯৭৫	৫,৮৭৬.৭৩৬
3)	মোট বিলকৃত টাকা (মি.টা.)	:	৫৫,৫৫৮.১৬৯	৬১,৪০৬.১৮২	৪০,৭৩২.০৬৫
4)	মোট কালেকশান (মি.টা.)	:	৫৩,৪৭৫.৬১৮	৬৩,১৮৬.০১৭	৪১,৯৪১.৬৮৭
5)	সিস্টেম লস (%)	:	৯.০১	৮.৫০	৭.৪৪
6)	বকেয়ার পরিমাণ (সমমাস)	:	২.৭৪	২.২৩	১.৮৫

2.3.8.3. উপকেন্দ্র ও লাইনের তথ্যাবলি:

ক্রম	উপকেন্দ্র ও লাইনের তথ্য		জুলাই'২০১৯ হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত	জুলাই'২০২০ হতে জুন'২০২১ পর্যন্ত	জুলাই'২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি'২০২২ পর্যন্ত
1)	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (টি)	:	১৫৭	১৬১	১৬৭
	মোট	:	**১৫৭**	**১৬১**	**১৬৭**
2)	৩৩ কেভি লাইন (কি.মি.)	:	৩,৪৫০	৩,৫৩০	৩,৮১০
3)	11 কেভি লাইন (কি.মি.)	:	১১,৫০০	১২,৮২০	১৪,৪৫৭
4)	0.4 কেভি লাইন (কি.মি.)	:	২৩,৪০০	২৪,১৭৮	২৭,২১৬
	মোট	:	**৩৮,৩৫০**	**৪০,৫২৮**	**৪৫,৪৮৩**

বিউবো'র বিতরণ অঞ্চলসমূহে (চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ) মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিউবো বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বিউবো হতে রাজশাহী ও রংপুর পৃথক হয়ে NESCO গঠিত হলেও ঐ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে "বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন" ও "পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন" প্রকল্প দুটি বিউবো বাস্তবায়ন করছে।

২.৩.১. বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাসকরণ :

জাতীয়ভাবে বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯ সালের শুরুতে ১৪.৩৩% হতে হ্রাস করে অর্থবছর ২০২০-২১ শেষে ৮.৪৮% এ আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব, দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ খাতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বোর্ড এর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আজ এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বিউবো বিদ্যুতের বিতরণ লস কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। এর ফলে গত ১০ বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিউবো'র নিজস্ব বিতরণ লস ৮.৫০% যা ২০০১ অর্থবছরে ছিল ২৬.১১%। বছর ভিত্তিক বিতরণ লস নিম্নের সারণী-১০ এ দেয়া হলো:

সারণী- ১০ : বিউবো'র বিতরণ লস

অর্থ বছর	বিতরণ লস	অর্থ বছর	বিতরণ লস
২০০৮-২০০৯	**১৩.৫৭**	২০১৫-২০১৬	**১০.৬৬**
২০০৯-২০১০	১৩.১০	২০১৬-২০১৭	**১০.৯২**
২০১০-২০১১	১৩.০৬	২০১৭-২০১৮	**৯.৮৯**
২০১১-২০১২	১২.১৫	২০১৮-২০১৯	**৯.১২**
২০১২-২০১৩	১১.৯৫	২০১৯-২০২০	৮.৯৯
২০১৩-২০১৪	১১.৮৯	**২০২০-২০২১**	**৮.৫০**
২০১৪-২০১৫	**১১.১৭**		

২.৩.২. চলমান বিদ্যুৎ বিতরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিউবো'র **বিতরণ** খাতে <u>**চলমান**</u> ৯টি প্রকল্প নিম্নরূপ:

- প্রিপেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ, অগ্রগতিঃ 30.৭6%
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন, অগ্রগতিঃ ৯9%
- পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন, অগ্রগতিঃ ৯২%
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ, অগ্রগতিঃ 8৯%
- তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, অগ্রগতিঃ ৯৭.২8%
- বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন, অগ্রগতিঃ ৭0.৭৪%
- বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, অগ্রগতিঃ ৬৭.50%
- বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়), অগ্রগতিঃ ২৪.50%
- হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, অগ্রগতিঃ ৩৫.৩০%
- Smart Pre-Payment Metering Project in Distribution Zones of BPDB, কার্যক্রম চলছে

২.৩.৩. প্রি-পেইড মিটার :

বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ এবং গ্রাহকদের মাঝে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল প্রি-পেইড মিটার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে সব বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনার লক্ষ্যে সবগুলো বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। বর্তমানে বিউবো'র গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ। বিউবো ইতিমধ্যে যোগ করেছে বহুমুখী গ্রাহকসেবা। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন হলো প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম। এ লক্ষ্যে বিউবো তার বিতরণ অঞ্চলসমূহে ১০০% প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বিউবো ২০০৫ সালে ৫০,০০০ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে যাত্রা শুরু করে। বিউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়ের Guidelines মোতাবেক বিউবোর গ্রাহকের ব্যবহারের নিমিত্তে অনুমোদিত মিটার কোম্পানির প্রি-পেমেন্ট মিটার খোলা বাজারে বিক্রির কার্যক্রম চালু আছে। বিউবো ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বিউবো'র মোট গ্রাহকের ৪২% গ্রাহক প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার করছে। পর্যায়ক্রমে ২০২৫ সালের মধ্যে বিউবো'র সকল পোস্টপেইড গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। বিউবো'র প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী- ১১ : বিউবো'র প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম	মিটারের সংখ্যা	মন্তব্য
এডিবি'র অর্থায়ন	১০,৫০,০০০	DPP অনুমোদিত, প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান
বিউবো'র নিজস্ব অর্থায়ন Unified System এ স্থাপন	৩,৪৫,০০০	বাস্তবায়নাধীন
বিউবো'র নিজস্ব অর্থায়ন AMI System স্থাপন সাপেক্ষে	২,০০,০০০	প্রক্রিয়াধীন
	৬,০০,০০০	পরিকল্পনাধীন
KfW প্রকল্প (KfW+GOB+BPDB অর্থায়ন)	২,২৩,০৩৫	বাস্তবায়নাধীন

উল্লেখ্য, প্রি-পেইড মিটার হলো বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রনিক এনার্জি মিটার, যেখানে ব্যবহারকারীদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করার আগে বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়। যার ব্যবহার অনেকটাই আমাদের প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহারের মতো। একজন বিদ্যুৎ গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যুৎ বিলের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করে নির্দিষ্ট ভেন্ডিং স্টেশন থেকে একটি টোকেন গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে গ্রাহক তার প্রি-পেইড মিটার এ উক্ত টোকেনটি প্রবেশ করালে গ্রাহকের মিটারে রিচার্জকৃত টাকার সমপরিমাণ ব্যালান্স যোগ হবে। গ্রাহক তার সংযোগের প্রকার অনুযায়ী ট্যারিফ অনুসারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে। গ্রাহকের ব্যালান্স শেষ হবার আগে প্রি-পেইড মিটার এলার্ম এর মাধ্যমে গ্রাহককে পরবর্তী রিচার্জ এর জন্য সংকেত প্রদান করে।

প্রি-পেইড মিটার

প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা :

- যতটুকু ব্যবহার ততটুকু বিল, কোন মিনিমাম চার্জ নেই।
- বিদ্যুতের মুল্যে গ্রাহকগণ ১% ছাড় (রিবেট) পাবেন।
- মোবাইলের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা রিচার্জ সুবিধা।
- বিউবোর ভেন্ডিং স্টেশন ও নির্ধারিত ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে মিটার রিচার্জ করা যায়।
- মোবাইল অ্যাপ বা এসএমএস এর মাধ্যমে যে কোন সময় যেকোন স্থান থেকে মিটার রিচার্জ করা যায়।
- প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন হয়, ফলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয় হয়।

প্রি-পেইড মিটারে বিউবো'র সুবিধা :

- সিস্টেম লস হ্রাস।
- অগ্রিম রাজস্ব আদায়।
- বকেয়ার ঝুঁকি নেই।

- লোড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ট্রান্সফর্মার ওভারলোডিং বন্ধ।
- উন্নত লোড ব্যবস্থাপনা।
- মিটার পাঠক বা বিল বিতরণকারীর প্রয়োজন নেই। মিটার রিডিং ও দৈনিক ব্যাংক আদায়ের ডাটা এন্ট্রী করে বিল প্রিন্ট করার প্রয়োজন নেই বলে বিলিং সিস্টেম সংক্রান্ত ব্যয় সংকোচন হয়।
- মিটার টেম্পার সনাক্তকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করা যায়।

২.৩.১. হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অগ্রগতি :

প্রকল্পের আওতায় স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল মালামাল হাতিয়া, কুতুবদিয়া ও নিঝুম দ্বীপে সরবরাহ করা হয়েছে। হাতিয়া দ্বীপে ১৩,৮৩৬ টি পোলের মধ্যে প্রায় ১২,৩০০ টি পোল, নিঝুম দ্বীপে ১২০০ টি পোলের মধ্যে সমস্ত পোল ও কুতুবদিয়া দ্বীপে ৪,৩৯৬ টি পোলের মধ্যে ৩,৮৩৫ টি পোল ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় ৫৫% পোল ফিটিংস স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। হাতিয়া দ্বীপে ১ টি রেগুলার ও ২ টি রুরাল টাইপ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ কে ৩৩ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল দ্বারা গ্রীড সংযুক্ত করার লক্ষে টার্নকী কাজ চলমান রয়েছে। নিঝুম দ্বীপ কে হাতিয়া দ্বীপের সাথে সংযোগের নিমিত্ত উভয় পার্শ্বে ল্যান্ডিং স্টেশন এর কাজ সম্পন্ন করতঃ ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে।

নিঝুম দ্বীপে নবনির্মিত ১১ কেভি লাইন

হাতিয়া দ্বীপে নবনির্মিত ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি লাইন

ল্যান্ডিং স্টেশন, নিঝুম দ্বীপ

ল্যান্ডিং স্টেশন, মোক্তারিয়া ঘাট, হাতিয়া দ্বীপ

২.৩.২. বিউবোর আইসিটি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

- অনলাইনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিমাসে প্রায় ১৬ হাজার গ্রাহক অনলাইনের মাধ্যমে সয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ পায়।

- বিউবোর প্রায় ৩৬ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিল, লেজার, সার্টিফিকেট অনলাইনের মাধ্যমে দেখা যায় এবং বিল প্রিন্ট করে পেমেন্টের ব্যবস্থা করা যায়।
- ১৩টি EHT ও DPDC, DESCO, NESCO, WZPDCL সহ ৯০টি utility-এর বিল প্রস্তুত করা হয়।
- বিউবো'র বিভিন্ন কম্পিউটার কেন্দ্রের পোস্ট পেইড বিলিং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং।
- টেন্ডার নোটিস ও ডকুমেন্ট বিউবো'র ওয়েবসাইটসহ অলটেন্ডার পোর্টালে নিয়মিত আপলোড করা হয়।
- পাওয়ার জেনারেশন-এর তথ্য, নোটিস, সার্কুলার, দপ্তরাদেশ ও এনওসি বিপিডিবি-এর ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড।
- বিপিডিবি-এর ডোমেইনের ওয়েব মেইল সার্ভিস প্রদান।
- ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, পিসি, প্রিন্টার, ইউপিএস, নেটওয়ার্ক ইক্যুইপমেন্ট ও মোবাইল সিম বরাদ্দ প্রদান।
- বিউবোর অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর সাপোর্ট প্রদান।
- বিলিং সিস্টেমে কোন পরিবর্তন ও কোন সমস্যা হলে সাপোর্ট প্রদান এবং বিইআরসি সার্কুলার অনুযায়ী বিলিং সফটওয়্যার আপডেট রাখা।
- জিপি, রবি, বিকাশ ও অনলাইন ই-পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল কালেকশন ব্যবস্থাপনা।
- বিউবো'র সেন্ট্রাল ডিআর ডাটাবেজ আপডেট ও মনিটরিং।
- বিউবো'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- এ্যাডমিন হিসাবে বিউবোর ফেসবুক পেজ পরিচালনা করা।
- স্ন্যাপশট প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত মিটার রিডিং ডাটা বিলিং ডাটাবেজে আপলোড কার্যক্রম মনিটরিং করা।

2.4. পেপারলেস অফিস রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনা :

বিউবো'র অফিসসমূহ পেপারলেস করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ e-filing, online new connection, ERP বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

2.4.1.1. Enterprise Resource Planning (ERP)-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিউবো'র ERP Implementation দ্বারা Micosoft NAV সফটওয়্যার এর মাধ্যমে স্বচ্ছ, পেপারলেস, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকণ ও আর্কাইভ বেজ দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদন করা হচ্ছে। সে লক্ষ্য বিউবোতে ৪টি মডিউল (1. Human Resource Module, 2. Fixed Asset Module, 3. Finance Module, 4. Procurement Module)-এর কার্যক্রম চলমান আছে। বিউবো'র ৪ টি Module-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান আছে:

ক্রম	মডিউল এর নাম	মডিউল এর দ্বারা চলমানকার্য্যপরিধি
১.	**Human Resource Module**	• On line work for HR Module are carried out through ERP Live Software server for 13000 nos. of Employees • Employee Online Recruitment, Employee Attendance Recording Process, Employee Leave Management Process, Employee Salary Distribution Process, Employee Performance Review Process, Employee Retirement Process, Employee Termination Process, Employee Skill Development Process, Promotion & Posting Management, Investigation & Discipline Management are carried out through ERP Software and all record are archived in Database. • Online Automatic Salary Generation (Pay Roll) through ERP Live Software server for all offices of BPDB. • BPDB proposed to purchase 97 number of ERP user license.
২.	**Fixed Asset Module**	• BPDB All Assets are available in ERP Live software server • All Assets, estate and others accounts are available in ERP Live software Live server.

ক্রম	মডিউল এর নাম	মডিউল এর দ্বারা চলমানকার্য্যপরিধি
		• Chart of Account for BPDBs are available in ERP software for codification of assets and budgetary control ।
৩.	**Finance Module**	• Automation of BPDBs Finance work is in progress in ERP live server • 15 Numbers of RAO'S are upadting day to day financial activities. • Online Pension management system work is in progress. • External Finance and Loan Management are working in ERP live server. • Separate Dash Board are prepared for BPDB Higher Management through ESS.
৪.	**Procurement Module**	• Online procurement and all procurement information and documents work is in progress in ERP live • APP of BPDB upladed in ERP software.

2.5. GIS প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন চারটি বিতরণ অঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট) ১৩২/৩৩ কেভি সাব স্টেশন, ৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন, ১১/০.৪ কেভি সাব স্টেশন, ৩৩কেভি লাইন, ১১ কেভি লাইন,৩৩কেভি ফিডার, ১১ কেভি ফিডার, ১১ কেভি সুইচিং স্টেশান, আর এম ইউ এর ভৌগলিক অবস্থানসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরী, বিউবোর ভৌগলিক সীমানা Confrim Area Demarcation এবং উক্ত ডাটাবেজ ব্যবহার করে ডিস্ট্রিবিউশন এনালাইসিস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ণয়ের লক্ষ্যে এ কাজটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিউবো বর্তমানে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেটসহ মোট চারটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এই কাজটির মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলসমূহের ১৩২/৩৩ কেভি সাব স্টেশন, ৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন, ১১/০.৪ কেভি সাব স্টেশন, ৩৩কেভি ফিডার, ১১ কেভি ফিডার, ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন, ৩৩কেভি লাইন, ১১ কেভি লাইনের প্রতিটি পোলসহ প্রায় ১,৭৫,০০০ টি পোলের অবস্থানের সার্ভে ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া এই কাজটির আওতায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিউবোর বিবিবি, কক্সবাজার ও বিবিবি, মৌলভিবাজার-এ ৩৩ কেভি, ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভিতে লাইনসহ সকল গ্রাহক ডাটা সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিউবো'র GIS ডাটা সেন্টার তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। বিউবো'র "Consultancy Services for Feasibility study and Preparation of detailed design & Detailed Project Report (DPR) for Underground Cabling works (LT, 11kV & 33kV) in four major cities (Chittagong, Comilla, Sylhet & Mymensingh) under BPDB" হতে প্রাপ্ত চারটি সিটি কর্পোরেশনের সার্ভে ডাটাও GIS সফটওয়্যারে Integrate করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাপ্ত ডাটা ব্যবহার করে ডিস্ট্রিবিউশন এনালাইসিস সফটওয়্যারের মাধ্যমে শর্ট টার্ম, মিড টার্ম, লংটার্ম ভিত্তিতে বিউবো'র বর্তমান এবং ভবিষ্যত বিদ্যুৎ চাহিদা নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। কাজটিতে সিস্টেমে বর্তমানে প্রাপ্ত ডাটা ইনপুট দেওয়ার পর প্রতিদিন পোল, ট্রান্সফর্মার, গ্রাহক ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি জানা যাবে। প্রাপ্ত তথ্যাদি এনালাইসিসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এবং সে অনুযায়ী মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫ বছরের একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Draft Report submit করা হয়েছে।

ফিডার ভিত্তিক Line Route Sketch and Single Line Diagram (SLD) তৈরী করা হবে। ডিস্ট্রিবিউশন এনালাইসিস সফটওয়্যারের মাধ্যমে voltage drop study, system loss study, fault level analysis & sectionalizing study for network planning & design, loadmanagement and asset inventory management etc.সম্ভব হবে।

স্ক্যাডা সিস্টেমের সাথে উক্ত জিআইএস সফটওয়ারের ইন্টিগ্রেশনের সুযোগ থাকবে এবং পরবর্তীতে বিউবো জি আই এস ম্যাপ থেকেই Network Element সমূহ কন্ট্রোল করতে পারবে।

২.৫.১. SCADA প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিউবোর ৪টি বিতরণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উপকেন্দ্রসমূহে SCADA System বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বিউবোর ৪টি বিতরণ অঞ্চলে Unified SCADA System স্থাপন করার জন্য উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। বিউবো'র ৪টি বিতরণ অঞ্চলে Unified SCADA System স্থাপন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft conceptual design report submit করেছে।

SCADA System বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে:

1) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিতরণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ৪টি বড় শহর সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এর আওতাধীন উপকেন্দ্রসমূহ SCADA System-এর আওতায় আসবে।
2) SCADA এর মাধ্যমে বিউবোর জোন এবং সার্কেল ভিত্তিক বিদ্যুতের চাহিদা জানা যাবে।
3) কেন্দ্রীয় সার্ভারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ এর চাহিদা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হবে।
4) কেন্দ্রীয়ভাবে ফিডার এবং উপকেন্দ্র অপারেশন করা যাবে।
5) স্বয়ংক্রিয়ভাবে SAIDI এবং SAIFI-এর মান নির্নয় করা যাবে।
6) বিউবোর মোট বিদ্যুৎ এর চাহিদা এবং সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

7) ভবিষ্যতে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।
8) Demand Side Management-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ এর প্রকৃত তথ্য জানা যাবে।
9) নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে সহায়ক হবে।

2.6. Underground Cable প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট এর আওতায় সিলেট শহরের কিছু এলাকায় পাইলট ভিত্তিতে Underground Cable Network স্থাপন করা হয়েছে। যা ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা তৈরীর জন্য Underground Cable Network স্থাপন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন ৪টি বড় শহর সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এ Underground Cable Distribution Network System স্থাপন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রাক্কলন ও Preparation of Detailed Design & Detail Project Report (DPR) প্রস্তুতকরণ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত ৪ টি শহরে পর্যায়ক্রমে Underground Cable Network স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে, সিলেট বিতরণ অঞ্চলের Survey Report Submit করেছে এবং তা বিউবোতে চলমান GIS Mapping প্রজেক্ট এর সাথে Integrtion পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Underground Cable Distribution Network System স্থাপন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রাক্কলন ও Preparation of Detailed Design & Detail Project Report (DPR) প্রস্তুতকরণ কাজটি সমাপ্ত হলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে:

1) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিতরণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ৪টি বড় শহর সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এ আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন সহজ হবে।
2) বিউবোর উক্ত ৪টি শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য Route নির্ধারণ করা সহজ হবে।
3) পরবর্তীতে প্রতিটি উক্ত ৪টি শহরে আলাদাভাবে Underground Cable Network স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নে কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে তা জানা যাবে।
4) বিদ্যমান ওভারহেড বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং প্রস্তাবিত আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক এর Route জানা যাবে।
5) উক্ত ৪ টি শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করলে তারবিহীন নগরী তথা আধুনিক শহরে পরিনত হবে এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পারে।
6) নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে।
7) GIS সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ Underground Cable Network এর Cable route, গ্রাহক ট্রান্সফরমার, পোল এবং লাইন এর সম্পূর্ণ বিবরণী GIS Mapping এর আওতায় আনা হচ্ছে ফলে চার জোনের Distribution Network automation এর আওতায় আছে। ফলে Distribution Network এর Outage planning করা সহজ হবে।

অর্থাৎ, বিতরণ লাইন ওভারহেড হওয়ায় ঝড়বৃষ্টি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হলে নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

2.7. গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন :

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরে গ্রাহক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে নতুন সংযোগ, বিলিং, মিটারিং সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এছাড়া, অনলাইনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা যায়। এক্ষেত্রে Single Phase গ্রাহক ১-৭ দিনের মধ্যে এবং three phase গ্রাহক ২৮ দিনের মধ্যে সংযোগ প্রদান করা হয়। যদি সংযোগ প্রদান করা না হয় তাহলে পত্র মারফত গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

বিল পরিশোধের কার্যক্রমঃ গ্রাহক সেবা কেন্দ্র, সংলগ্ন ব্যাংক/বুথ/নির্ধারিত ব্যাংক/রবি/গ্রামীণ ফোন/বিকাশের মাধ্যমে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারে। গ্রাহক বিউবো'র website থেকে চলতি মাসের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করে পরিশোধ করতে পারে।

2.8. ই-নথি কার্যক্রম :

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের দপ্তরসমূহ ২০১৭ সালে ই-নথি সিস্টেমের আওতাভুক্ত হয়। প্রধান কার্যালয়ের আওতায় ১২২টি দপ্তর ই-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সফলভাবে চলমান রয়েছে।

উপরোক্ত দপ্তরসমূহ ছাড়াও বিউবো'র বিতরণ অঞ্চল ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ মিলে ২১৯টি দপ্তর রয়েছে। উক্ত দপ্তরসমূহের অর্গানোগ্রাম ইতোপূর্বে এটুআইতে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪টি বিতরণ অঞ্চলের ১২৫টি দপ্তর এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১০টি প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর এটুআই এর ট্রেনিং সার্ভারে সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও বিউবো'র ই-ফাইলিং চালুকৃত দপ্তরসমূহে ই-নথি'র মাধ্যমে দপ্তরের সকল কার্যক্রম সফলভাবে চলমান আছে। ই-ফাইলিং ব্যবহারের ফলে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে, দাপ্তরিক চিঠি, নোট অনুমোদন ও প্রেরণে সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে এবং পেপার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

2.9. করোনা সংক্রমণ মোকাবেলা :

মহামারি করোনা ভাইরাসের তান্ডবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন সংকটাপন্ন তখন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মীরা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রেখেছেন। এক্ষেত্রে বিউবো সরকারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতিমালা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হেক্সাসল, পিপিএ ইত্যাদি সরবরাহসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে।

2.1. বিউবো'র মানব সম্পদ উন্নয়ন :

গৃহীত বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিচালনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত, মানসম্পন্ন ও গ্রাহকের ক্রয়সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিউবো মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বৎসরে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা ১০০ ঘন্টায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী অন্যথায় সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বর্তমানে বিউবো'র ৭টি আন্তর্জাতিক মানের Training Center রয়েছে যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের ঝিলঞ্জাতে বর্তমান Training Center-এর নিকটে একটি আন্তর্জাতিক মানের Training Center স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩. শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাব

বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের এক সমন্বিত শক্তি রূপে স্বাধীনতার পর কার্যক্রম শুরু করে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণের সেবায় নিয়োজিত বিউবো'র নেতৃত্বে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট থেকে আজ সাড়ে ২৫ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। একই সাথে বিউবো'তে যুক্ত হয়েছে বহুমুখী গ্রাহক সেবা।

3.1. আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রভাব :

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির এই আধুনিক যুগে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়াও বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর মানব সম্পদের উন্নয়ন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যুৎ একান্ত প্রয়োজন। নিরবিচ্ছিন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমেই সভ্যতা ও আধুনিকায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচন করে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলতে হলে GDP প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা ও বর্ধিত হার বজায় রেখে উন্নতির চাকা সচল রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ GDP প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অর্জনে বিদ্যুতের গুণগত মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের কাংখিত উৎকর্ষ, উন্নয়ন ও পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে এবং তদানুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

উক্ত পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং গ্রাম এলাকায় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য নিরবিচ্ছিন বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এছাড়াও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত পরিকল্পনায় **২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা** পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম করা হয়েছিল।

3.2. জ্বালানি সরবরাহ মেটানোর জন্য Fuel Diversified Plan প্রণয়নঃ

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল প্রায় ৫৪৫৩ মেগাওয়াট যা চাহিতার তুলনার অপ্রতুল ছিল। ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানি গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতা সহ লোড-শেডিং এর জর্জরিত তৎকালীন বিদ্যুৎ খাত সংকটে নিমজ্জিত ছিল। এ প্রেক্ষিতে সরকার Fuel Diversify করে PSMP 2010 প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় **জ্বালানি নিরাপত্তা** বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানিকৃত কয়লা, পারমাণবিক শক্তি, তরল জ্বালানি এবং দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতার কারণে পাশ্ববর্তী দেশ হতে **বিদ্যুৎ আমদানি (power import)** এবং **নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা** সংযোজিত হয়েছিল।

বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতির চলমান ধারায় উক্ত পরিকল্পনা হালনাগাদকরণের পরবর্তীতে PSMP 2016 প্রণীত হয়। উক্ত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সাল থেকে অদ্যবধি ১৭,৪০৬ ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে।

3.3. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিতে অবদানঃ

২০০৯ সালে স্থাপিত ক্ষমতা ৫,৪৫৩ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াট গ্রীডে যুক্ত স্থাপিত ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে এবং দেশের মানুষ শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ খাতের এ বিশাল অর্জন জাতীয় অর্থনীতিতে অনস্বীকার্য যা নিম্নোক্ত সারণীর GDP at current market price এবং GDP -তে Electricity এর অবদান সংক্রান্ত তথ্য থেকে সুস্পষ্ট :

সারণী- ১২: **Gross Domestic Product (GDP) at Current Market Prices**

কোটি টাকায়

Sector/ Sub-sector	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
Electricity	12168	13834	15061	18447	20370	22728	25216	25840	27836
GDP at current mkt price	1198923	1343674	1515802	1732864	1975815	2250479	2542483	2739332	3011065
Growth %	**13.62**	**12.07**	**12.81**	**14.32**	**14.02**	**13.90**	**12.98**	**7.74**	**9.92**

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS); *Provisional

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতি ইউনিট (কিলোওয়াটঘন্টা) বিদ্যুৎ উৎপাদন করতঃ দেশের জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হলে জাতীয় অর্থনিতিতে প্রভাব পড়ে প্রায় ৪.৫ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ প্রতি বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইলফলক অর্জনের সমন্বিত কারণে সামগ্রিক অর্থনীতি সহ কর্মসংস্থান, দারিদ্র দূরীকরণ এবং সেচ কাজে নিরবিচ্ছিন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং **হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়** হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন করেছে।

প্রায় ১৭ কোটি মানুষের দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে আজ **দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং অবিসংবাদিতভাবে ব্যাপক **আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে**। বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের ফলে শিল্প কারখানাসমূহে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৈরী-পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত রপ্তানি খাতে বড় ধরণের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে সম্ভব হয়েছে। সেসাথে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজ হয়েছে, জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমেছে এবং নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

শুরুতে ৬০-এর দশক থেকে পরবর্তী ৫০ বছরে যে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল, বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা আর কোভিড অতিমারির মধ্যেও প্রায় সমপরিমাণ নতুন বিদ্যুৎ ক্ষমতা জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার উৎকর্ষের প্রমাণ মেলে।

দেশের আর্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাত আরো অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

ভূমিকা: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, **'নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে'**। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রসারে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ভাবনার অনন্য সুফল। সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, হাওর-বাওর ও দ্বীপ-চরাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের কাজ মোটেও সহজ ছিল না। কিন্তু বাপবিবো বিতরণ ব্যবস্থায় নতুন নতুন পদ্ধতি-কৌশল প্রয়োগ ও নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ শতভাগ বিদ্যুতায়নে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০২১ সালের মধ্যে **'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'** পৌঁছে দেয়ার ঐতিহাসিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে বাপবিবো প্রকল্প গ্রহণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নে যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ পল্লী বিদ্যুতের ২০০৮ সালের গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বর্তমানে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ এবং বিদ্যুতায়নের হার ২৭% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে। ফলে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এটি এখন আর স্লোগান নয়। দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়িত। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৮০ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় টেকসই, গুণগতমান সম্পন্ন, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে দেশের সবচেয়ে বড় ও সর্বাধুনিক আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে নির্মিত পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একইসাথে দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিসরূপ এবং মুজিববর্ষের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২' প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিচিতি: পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ২০১৩ সালের "পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন-২০১৩" অনুসারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে এটি পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাটি ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সমগ্র পল্লী অঞ্চলে ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইতোমধ্যেই পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে যথাযথ ব্যবস্থাপনা, গুণগত সেবা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমবায় ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ধারণা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রায় একই সময়ে চালু হলেও কোথাও লক্ষণীয় কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি। তবে বাংলাদেশে এ ধারণা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সকল জনগণের বিদ্যুৎ সরবরাহ এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% গ্রামাঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে আরইবির ভূমিকা: দেশের মোট ৪ কোটি ২১ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বাপবিবো'র সংযোগ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ (৭৮.৩৮%)। ৪৬২টি উপজেলায় ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গ্রিডভুক্ত এলাকার ৪৬১ উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ আগস্ট-২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ অফগ্রিডভুক্ত ১০৫৯টি গ্রামে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজও নভেম্বর-২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুর্গম পাহাড় ও বিচ্ছিন্ন সব চরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ সুবিধা। গ্রিড-সুবিধা না থাকায় এসব এলাকায় কোথাও নদী পারাপার লাইন এবং কোথাও সাগর-নদীর তলদেশ দিয়ে টানা হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল। কোথাও কোথাও তা করা যায়নি। তাই বসানো হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ (সোলার হোম সিস্টেম)। আর এভাবেই দেশের প্রতিটি জনপদে পৌঁছানো হয়েছে বিদ্যুৎ-সুবিধা। দেশের মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৯২। এর মধ্যে ৪৬২টি উপজেলায় বিদ্যুৎ সেবা দিচ্ছে আরইবি। বিদ্যুৎ সরবরাহের গ্রিড নেই, এমন ১ হাজার ৫৯টি গ্রামে আরইবি বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। ফলে বিচ্ছিন্ন এসব গ্রামে দুই লাখের বেশি পরিবার বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। নদী পারাপার লাইন তৈরি করতে হয়েছে ৯০টি জায়গায়। টানা হয়েছে ১৮২ কিলোমিটার সাবমেরিন ক্যাবল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত সময়ের মধ্যেই শতভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বিচ্ছিন্ন চরে বিদ্যুৎ-সুবিধা পেয়ে ছেলেমেয়েদের রাতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা বিস্তৃত হয়েছে। আর এসব কারণেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। **(তথ্যসূত্র: আরইবি ও দৈনিক প্রথম আলো ও ২১-০৩-২০২২)।** অফগ্রিড/দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন, ৮৮,১৭০টি সোলার হোম সিস্টেম ও রুফটপ সিস্টেম এবং ২৬৯টি নেট মিটারিং স্থাপন করা হয়েছে এবং একইসাথে ২,০০০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এটি দেশে গ্রিন এনার্জি সুবিধার সম্প্রসারণেও মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।

বাপবিবো প্রতিষ্ঠা থেকে ৩০ বছরে (১৯৭৮-২০০৮) এবং বিগত ১৩ বছরের (২০০৯-২০২২) অর্জন চিত্র

বিবরণ	১৯৭৮-২০০৮ (৩০ বছর)	২০০৯-২০২২ (১৩ বছর)	মোট সম্পন্ন	জাতীয় হিসেবে (%)

গ্রাহক সংযোগ	৭৪ লক্ষ (প্রতি বছরে ২.৪৭ লক্ষ)	২ কোটি ৫৬ লক্ষ (প্রতি বছরে ১৯.৭ লক্ষ) ৮ গুণ	৩ কোটি ৩০ লক্ষ	৭৮.৩৮%
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী	২৭% (প্রতি বছরে ০.৯%)	7৩% (প্রতি বছরে ৫.৬%) ৬ গুণ	১০০%	-
লাইন নির্মাণ (কিলোমিটার)	২ লক্ষ ১৭ হাজার (প্রতি বছরে ৭.২৩ হাজার)	৩ লক্ষ ৬ হাজার (প্রতি বছরে ২৩.৫ হাজার) ৩.২৫ গুণ	৫ লক্ষ 2৩ হাজার	৮৪%
উপকেন্দ্র নির্মাণ (এমভিএ)	4650 (প্রতি বছরে 155 এমভিএ)	11৬১৫ (প্রতি বছরে ৮৯৩ এমভিএ) ৫.৭৩ গুণ	1৬২৬৫	-
বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট)	2 হাজার (প্রতি বছরে ৬7 মেঃওঃ)	5 হাজার ৮শত (প্রতি বছরে 48৩ মেঃওঃ) ৭.২ গুণ	7 হাজার ৮শত	৫৬%
সিস্টেম লস	18%	৯.৬৭%	৮.৩৩% হ্রাস	-
বিতরণ ট্রান্সফরমার	3 লক্ষ ৯৮ হাজার টি (5840 এমভিএ) (প্রতি বছরে 1৯5 এমভিএ)	৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টি (1৬160 এমভিএ) (প্রতি বছরে ১৩৪৭ এমভিএ) ৭ গুণ	13 লক্ষ ৬৬ হাজার টি (২২০০০ এমভিএ)	-

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে আর্থসামাজিক প্রভাব:

গ্রামাঞ্চলে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ২,৫১,২৮৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৩,৬৩,০৮৫টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রায় ২,৪০,০০০টি ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এবং ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিধি বেড়েছে। কয়েক বছর আগেও গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। সেখানে এখন ছোট আকারে ধানকল থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগির খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কারখানা, তাঁতশিল্প, খামার, যন্ত্রচালিত যানে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া পাঠদান সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে মানুষের আয়ের উৎস ও পরিধি সম্প্রসারণের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকায় নানা ধরনের কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, মুরগি ও গরুর খামার, মৎস চাষ, বরফ কল/হিমাগার, তাঁত শিল্প, চাল/তেল কল ইত্যাদি স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া, গ্রাম বাংলায় নানা ধরনের কলকারখানা ও শিল্প স্থাপন হচ্ছে। ফলে এ সকল খাতে ব্যাপক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন ও তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান-চাল উৎপাদন, খাদ্য শষ্য উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের উন্নয়নে আরইবির অবদানের ক্ষেত্রকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়: (১) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ;

(২) সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ এবং

(৩) মানব উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ।

(১) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ

শিল্প কারখানা সম্প্রসারণ ও দক্ষতা উন্নয়ন/বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ: পল্লী বিদ্যুতের আওতায় দেশে ১৩০,৯৬৫ টি শিল্প সংযোগ আছে (মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ২৭%)। এছাড়া, দেড় লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, প্রায় ১৪ হাজার পাওয়ার লুম, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাঁসমুরগীর খামার, মৎসখামার, দুগ্ধ খামার ইত্যাদিতে বিভিন্ন সংযোগ দিয়ে দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা এনেছে।

অর্থনৈতিক জোন ও আইটি শিল্প পার্কে বিদ্যুৎ সরবরাহ: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে ১০০টি অর্থনৈতিক জোন ও ২৮টি আইটি শিল্প পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অধিকাংশই পল্লী বিদ্যুতের ভৌগলিক এলাকায় অবস্থিত। প্রতিটি অর্থনৈতিক জোন ও আইটি শিল্প পার্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাপবিবো কর্তৃক ১২টি অর্থনৈতিক জোন ও ২টি হাইটেক সিটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি: গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মুখ্য নিয়ামক হল কৃষি। পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী পল্লী বিদ্যুৎ কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে দেশের মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী সহজলভ্য করেছে। উন্নতমানের কৃষিযন্ত্রসহ বিদ্যুৎ চালিত পরিবেশবান্ধব সেচযন্ত্র ব্যবহারের ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ১৯৮০ সালের তুলনায় কৃষি উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জনের ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে তা বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। ০৯ জুলাই, ২০১৮ খ্রি. এ প্রকাশিত FAO এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সারাবিশ্বে এখন প্রথম কাতারে: চাল উৎপাদনে ৪র্থ (বর্তমানে ৩য়), মাছ ৩য় (মিঠা পানির মাছ), মাছ ৪র্থ (প্রাকৃতিক মাছ), আলু ৭ম, সবজি ৩য়। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্রাম বাংলায় সম্প্রসারণের ফলে

পোল্ট্রি এবং কৃষি খামারে উৎপাদন জনগণের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদান: বর্তমানে ৩,৮৭,৩৯১টি সেচ সংযোগের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৫৬.১২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন শস্যের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সেচ নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও পতিত না রাখার আহবান জানিয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড শুধু সেচ মৌসুম নয় বরং সারা বছর সেচ সংযোগ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

শষ্য নিবিড়তা বৃদ্ধি/খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: বাংলাদেশ একসময় খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। সেখানে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে ধান উৎপাদনে ১৯৯৯ সালের তুলনায় বর্তমানে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক ৩.৫৩ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে ধানের চাহিদা বার্ষিক ৩.৫১ মেট্রিক টন (সূত্র: Grain Report Number BG:1903)। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে চাষীরা অঞ্চলভেদে একই জমিতে একাধিক শষ্য চাষ করছে (পেয়ারা, মাল্টা, কলা, আমড়া, সবজি, ভুট্টা ইত্যাদি) ফলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হচ্ছে। দেশে খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন কৃষি পণ্য এখন বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে (আম, নারকেল, সুপারী, ভুট্টা ইত্যাদি)। 1980 সালের তুলনায় কৃষি উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে তা বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। United State Department of Agriculture (USD) এর 2018 সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী 2017-2018 অর্থ বছরে বাংলাদেশে 3 কোটি 26 লক্ষ টন চাল উৎপাদন হয়েছে। উক্ত সময়ে 10 লক্ষ 50 হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস: সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ২,৯১৪.২২ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধণ প্রকল্প ও ১টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প। সংস্থা ভিত্তিক সেচ পাম্পের প্রবৃদ্ধির তথ্যের তুলনা মূলক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে মোট সেচ সংযোগের ৮৩.৪২% বাপবিবো কর্তৃক স্থাপিত। ২০২১ সালের লক্ষ্য মাত্রার ৮৭.৪৫% সেচ পাম্প বাপবিবো কর্তৃক সংযোগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত সেচের ৮৩.৯৭% আরইবি কর্তৃক প্রদত্ত। ২০২১ সালে সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার (মেগাওয়াট) ৮২.৪৩% বাপবিবো কর্তৃক ব্যবহার হবে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বর্তমানে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে পল্লী এলাকায় সেচ সংযোগ নিয়ে চাষীরা শুষ্ক মৌসুমেও সেচের পানি নিয়ে একই জমিতে দুই বা ততোধিক ফসল চাষ করছে। এতে করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি জোরদার হচ্ছে। সেচ নীতিমালা সহজ করে ৩,৮৭,৩৯১টি সংযোগের মাধ্যমে ৫৬.১২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসার ফলে ফসল উৎপাদন বেড়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় সাধারণ জনগণ তথ্য প্রযুক্তির নানাবিধ সুফল ভোগ করছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আওতায় স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর দ্রুততম সময়ে ১১,৮৮২ টি পরিবারকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৫,৫৭০ টি পরিবারকে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যার উপকারভোগী প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু। এছাড়া, ভূমিহীন ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সরকারী কাযক্রম "একটি বাড়ি একটি খামার" এর বাড়িসমূহের পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে তাদের জীবনযাত্রা আধুনিকায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

(২) সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ:

স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন: পল্লীর জনগোষ্ঠির অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য সরকার প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। পল্লী অঞ্চলের নিম্নবিত্ত লোকজন এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকেন। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এসব কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে । কমিউনিটি ক্লিনিকে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা সুলভ ও সহজতর হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা শহর থেকে গ্রামমুখী হচ্ছে। গ্রামে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে আধুনিক হাসপাতাল, ক্লিনিক গড়ে উঠায় চিকিৎসা সেবা শহর থেকে গ্রামমুখী হচ্ছে।

শিক্ষার উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গণমুখী কার্যক্রমের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে গেছে বিপ্লব। দেশের প্রায় ৫৬,১৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২,৫১,২৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কারণে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে দীর্ঘদিন দেশের শিক্ষাতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের নিকট অনলাইন পাঠ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। বিদ্যুৎ সুবিধার

ফলশ্রুতিতে পল্লী জনপদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।

চিকিৎসা সেবায় পল্লী বিদ্যুৎ: পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত অসহায়, গরিব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোতেই আরইবি'র উদ্যোগে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে তথা গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি ১৯৯৩টি হাসপাতালেও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ চিকিৎসা সেবা সুলভ ও সহজতর হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাপবিবো: উন্নয়নের চালিকাশক্তি বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে বিদ্যুৎ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্যারামিটার পর্যালোচনা করলে এই অগ্রগতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাপবিবো এবং এর অধীন ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলছে অফিসের নানাবিধ কার্যক্রম। ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে এমন কিছু কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১) ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল বিলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা;
২) বিদ্যুৎ বিলের তথ্য গ্রাহকদের এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো;
৩) ইন্টিগ্রেটেড সেন্ট্রালাইজড বিলিং সিস্টেম (ICBS) বাস্তবায়ন চলমান;
৪) প্রি-পেইড গ্রাহকদের এসএমএস (3rd Party Vending) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল রিচার্জ করণ;
৫) বাপবিবো/সকল পবিস এ ই-নথি বাস্তবায়ন;
৬) সারাদেশের ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইন সিস্টেম বাস্তবায়ন;
৭) ইলেক্ট্রনিক মিটার রিডিং সিস্টেম (EMRS) বাস্তবায়ন;
৮) ট্রান্সফর্মার মেইনটেনেন্স এন্ড লোড ম্যানেজমেন্ট (TMLM) সফটওয়্যার বাস্তবায়ন;
৯) স্টোর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা;
১০) পে-রোল সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেতন ও ভাতাদি প্রক্রিয়াকরণ;
১১) বাপবিবোসহ সকল সমিতির জন্য ওয়েবসাইট বাস্তবায়ন;
১২) বাপবিবো ও ৮০টি সমিতি কর্তৃক ফেসবুক পেইজ খোলা;
১৩) অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (My PBS) বাস্তবায়ন চলমান;
১৪) পাওয়ার সেলের সহায়তায় ইআরপি বাস্তবায়ন;
১৫) ৮০ টি সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য MIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১৬) অনলাইন পদ্ধতিতে (e-GP) মালামাল ক্রয় সম্পাদন;
১৭) চাকুরির আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার এবং
১৮) Smart Fault Locator System বাস্তবায়ন চলমান।

জীবনযাত্রায় সাংস্কৃতিক সচেতনতা: বিদ্যুৎ সুবিধার কারণে পল্লীর জনগণের মনোজগতে পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সচেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ পুরাতন ধ্যান ধারণা ত্যাগ করে আধুনিক ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হচ্ছে। বিদ্যুতায়নের কারণে পল্লী এলাকার জনগণের রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ প্রসারিত হওয়ায় তাদের গণতান্ত্রিক ভাবনা, অধিকারবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণে পল্লীর জনগণের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে আরইবি'র উদ্ভাবনী উদ্যোগ: গ্রাহকদের টেকসই এবং গুণগত সেবা নিশ্চিত করতে বাপবিবো বহুমুখী উদ্ভাবনী এবং অগ্রগামী উদ্যোগ প্রবর্তন করেছে; যেমন: "আলোর ফেরিওয়ালা", "উঠান বৈঠক", "দুর্যোগে আলোর গেরিলা" এবং "বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি"। দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত সেবা **'আলোর ফেরিওয়ালা'** কার্যক্রমের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংযোগ প্রদান; অতিমারি পরিস্থিতিতে বৃষ্টি-ঘূর্ণিঝড়েও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে **'দুর্যোগে আলোর গেরিলা'** কার্যক্রম এবং গ্রাহকের দুয়ারে গিয়ে সমস্যা-অভিযোগ সমাধানে **'উঠান বৈঠক'** ব্যাপক জনসমাদৃত। করোনা সংক্রমণ, ঝড়, অতি বর্ষণ, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে "বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি" কাজে করছে। পল্লী জনপদে দ্রুত বিদ্যুৎ সুবিধা প্রসারের ফলে ঘরে ঘরে শুধু আলোর ঝলকানি নয় গণমানুষের জীবনকেও বর্ণীল-আলোকময় করেছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন: বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ভৌগলিক এলাকা অবস্থিত সকল পর্যটন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এক্সপ্রেস ফিডার, ডুয়েল সোর্স ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে; যাতে পর্যটকগণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহে সকল বিনোদন নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারেন।

আশ্রায়ন প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রামে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় "বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না"। এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন আশ্রায়ন প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম নির্মিত হচ্ছে। এতে গ্রামে কৃষি জমিতে যত্রতত্র বাড়িঘর নির্মাণের প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক এ সকল আশ্রায়ন এবং গুচ্ছগ্রামে বিনা মূল্যে ওয়্যারিং সামগ্রী প্রদান/স্থাপন করে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করছে। গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

অফগ্রিড এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ: পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগোলিক এলাকা ৪৬২টি উপজেলার মধ্যে (পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ) ১০৫৯টি গ্রাম দ্বীপাঞ্চল/চরাঞ্চল/প্রত্যন্ত এলাকায় সুষম উন্নয়নের স্বার্থে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে নদী/চর অতিক্রম করে ১০৩০টি গ্রামের প্রায় ২.৪৫ লক্ষ পরিবারে গ্রিড লাইনের আওতায় আনা হয়েছে। অতি দুর্গম চরাঞ্চল ও বন্যাপ্রবণ এলাকার ২৯টি গ্রামের ৫,৭১৭টি পরিবারে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য দেশের একমাত্র জনবিচ্ছিন্ন উপজেলা পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ১০ এমভিএ ক্ষমতার ০১টি ৩৩/১১ কেভি সাবষ্টেশন নির্মাণ করে গ্রীডের সাথে সংযোগ করা হয়েছে এবং রাঙ্গাবালী উপজেলা আজ আর কোন বিচ্ছিন্ন জনপদ নয়। বরং সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির দ্বার খুলে গেছে। শুরু হয়েছে নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নতুন কর্মযজ্ঞ। রাঙ্গাবালীর মানুষের মনের অন্ধকার ঘুচে যেয়ে লেগেছে আলোর ঝলকানী। বাপবিবো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অফগ্রিড এলাকা বিশেষত হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, বনভূমি, উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল ইত্যাদি এলাকায় নদীর তলদেশে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করে দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে সেখানকার মানুষের জীবনে আধুনিকতার প্রথম স্পর্শ দিয়েছে। শুরু হয়েছে অফগ্রিডভুক্ত ঐসব অঞ্চলে নতুন কর্মউদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য, বদলে যাচ্ছে তাদের জীবনমান, উন্নত হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন পরিকল্পনা। বিদ্যুতের এক অভাবনীয় উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে আজ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। যে বিদ্যুৎ ছিল তাদের বংশপরম্পরায় লালিত স্বপ্ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য নেতৃত্বে তা আজ বাস্তব। এক নতুন ভোরের আলোর স্পর্শে একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকাসহ সকল দেশবাসী।

জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা: বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৭ নং অভীষ্টের আলোকে বাপবিবো সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। ফলে বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের পাশাপাশি সিস্টেম লস ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভূমিকা রাখছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজেল ও কেরোসিনের ব্যবহার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। ফলে কার্বন ও সালফার দূষণের মত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে গ্রামের পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজে পানির ব্যাপক স্বল্পতা দেখা দেয়। বাপবিবো'র নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণের ফলে কৃত্রিম সেচের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুতায়নের ফলে দেশের চর, হাওড়-বাওড় ও উপকূলীয় প্রত্যন্ত দ্বীপে পৌঁছে যাচ্ছে নাগরিক সুবিধা। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় পর্যায় থেকেই কৌশলগত সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গুণগত বিদ্যুৎ সরবরাহ: গ্রাহক হয়রানি রোধ ও গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে বাপবিবো কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৩,১০,৫৬৮টি প্রি-প্রেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রি-পেমেন্ট মিটারসমূহ আরও আধুনিকায়ন করে অন-লাইন স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার এর স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত করার জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে দুই কোটি স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ২ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে এবং ৮৬ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ক্রয়ের জন্য ০৩টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। বাপবিবো কর্তৃক বিগত ৫ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার প্রায় ১০০%।

(৩) মানব উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুৎ:

দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে পল্লী বিদ্যুতের ভূমিকা: গত ১৩ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় দেশে যে অভাবনীয় সফলতা এসেছে তা মূলত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিক সাফল্যের ফসল। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি সমতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ৪ কোটি ২১ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে আরইবির গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ (৭৮.৩৮%)। দেশে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৬% পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় (per capita income) ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯২৮ মার্কিন ডলার এর তুলনায় বর্তমানে ২,৫৫৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ৪-১১-২০২১ খ্রি.)।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যুতায়ন: কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য ৫৬,১৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২,৫১,২৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধার জন্য পল্লীর জনগোষ্ঠীর মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি সমগ্র দুনিয়ার সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা

বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া) দেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও হালনাগাদ থাকার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অনাচার প্রভৃতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অংশ নিয়ে পল্লী বিদ্যুৎ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: বিদ্যুতের প্রভাবে নারীর কর্মের গতিশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আয় ও সঞ্চয়ের স্বাধীনতা, ঋণের সঠিক ব্যবহার, লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ক জ্ঞান, গৃহস্থালি কাজের পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, আইনগত বিষয়ে সচেতনতা (উদাহরণস্বরূপ, মেয়েদের ১৮ ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর না হলে বিয়ে না দেয়া), যৌতুকের কু-প্রভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন: নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গ্রামে বসবাসকারী নারীরা বিদ্যুতায়নের বিশেষ সুবিধাভোগী; তারা এখন দিবা-রাত্রি যে কোনো সময় কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সরকারি বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। নব্বইয়ের দশকের পশ্চাৎপদতার তুলনায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থার কোন কোন পদে নারীদের নিয়োগের জন্য ১০০% পদ সংরক্ষণ করে চলছে। সমিতির কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনা পর্ষদে বিভিন্ন শ্রেণি পেশা হতে ৩ জন মনোনীত মহিলা পরিচালক নিয়োজিত আছেন। তারা নিয়মিতভাবে সমিতির বোর্ড সভায় অংশগ্রহণ করে এবং বোর্ডসভায় নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের অধিক দুর্যোগ প্রবণ ও নিম্ন আয়ের ০৫টি জেলার (গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ভোলা, ঠাকুরগাঁও ও সুনামগঞ্জ) মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরিকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের দক্ষ, নিরাপদ ও উৎপাদনশীল ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে **'গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি'** শীর্ষক প্রকল্পের ২১০০ জন প্রান্তিক গ্রাহককে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৪৩% নারী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকল্প এলাকায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরিকরণ, দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন: বিদ্যুতায়নের ফলে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে এবং জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য এসেছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শ্রেণি বৈষম্য, দারিদ্র্যের হার, মাথাপিছু আয়, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, সহজলভ্য ও মানসম্মত শিক্ষা, রোগ বালাইয়ের প্রকোপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে মানুষের জীবনমানকে উন্নত করেছে। অধিকন্তু, শিক্ষার অধিকার, মানবাধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, আইনের সুরক্ষা ও আইনের শাসন, চিন্তার স্বাধীনতা এবং ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিবেচনায় জীবনযাত্রার মানেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উপসংহার: এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের পার্থক্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। কৃষি ছাড়াও অকৃষি খাত যেমন: গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ পরিবহন ও যোগাযোগ এবং গ্রামীণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পারিবারিক আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে - যা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। ভবিষ্যতে নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য আরইবি কর্তৃক ১৫টি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। গৃহীতব্য ১৫টি প্রকল্পের সাহায্যে বাপবিবো'র বিদ্যমান আউটডোর সাব-স্টেশনগুলোকে সংস্কার ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ইনডোর সাব-স্টেশনে রূপান্তরিত করবে; ওভারহেড বিতরণ ব্যবস্থাকে ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক বিতরণ নেটওয়ার্কে রূপান্তর করবে; বিতরণ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন করবে; বিতরণ নেটওয়ার্ক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের জন্য GIS এর সাথে SCADA সিস্টেম ও এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ইনস্টল করা এবং মিটার যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন করা হবে এবং গ্রামীণ জীবনমান উন্নত ও নারীর ক্ষমতায়ন করা হবে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৭০৩ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫৪ মার্কিন ডলার এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার, শিক্ষার প্রসার, ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তার, শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসার, শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কৃষি সেচ প্রসারের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দারিদ্র বিমোচন, নারী পুরুষের বৈষম্য রোধ, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা, সামগ্রিক আয়বৃদ্ধি, নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর অভীষ্ট-০৭ ("সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা") অর্জনের জন্য সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কাজকে ত্বরান্বিত করবে; ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করতে সরকারের সাথে একত্রে করতে পারবে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হবার লক্ষ্যে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাচ্ছে বাপবিবো। বর্তমানে বিশ্ব দেখছে এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। শতভাগ

বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুজিব থেকে মুজিব কন্যা'র আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেই বদলে যাওয়া বাংলাদেশেরই অগ্রপথিক।

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

ডিপিডিসি'র পরিচিতি

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি। ডিপিডিসি গঠনের পূর্বের ইতিহাস যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখা যায় তখন রাজধানী ঢাকায় 'ডেসা' নামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার ফলশ্রুতিতে ডিপিডিসি'র জন্ম হয়। বর্তমানে ডিপিডিসি দেশের অন্যমত বৃহৎ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি। যা ২০০৫ সালের ২৫ অক্টোবর কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত হয়। ২০০৫ থেকে ব্যবসা করার অনুমতি পেলেও ডিপিডিসি অপারেশন শুরু করে ১৪ মে ২০০৭ থেকে। ডেসা থেকে সকল সম্পদ ও দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে ১ জুলাই ২০০৮ থেকে কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে অপারেশন শুরু করে। সে হিসেবেই ১ জুলাই ২০২০ ডিপিডিসি'র এক যুগ পেরিয়ে দুই যুগের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হবে গ্রাহক বান্ধব ও আধুনিক। বর্তমানে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিউবিশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) যে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় সরকারের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে।

ডিপিডিসি ৬,৫৫,৯০৮ জন গ্রাহক নিয়ে তার অপারেশন শুরু করে এবং এক যুগ পেরিয়ে বর্তমানে গ্রাহকের সংখ্যা ১৫,৫৫,৪৩৯ (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) এ পৌঁছেছে। "নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ - উৎফুল্ল গ্রাহক" – শ্লোগানকে সামনে রেখে সব গ্রাহকদের জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, গ্রাহকের প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহকের পরিবর্তিত চাহিদা পুরণের জন্য উদ্যোগ এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করেছে ডিপিডিসি। গ্রাহককে যত্নের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করা, সমাজের জন্য সামাজিক মূল্যবোধ দৃঢ় করা এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই ডিপিডিসির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গ্রাহক সন্তুষ্টিই কোম্পনির অস্তিত্বের মূলভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে সর্বক্ষেত্রে সততা ও শুদ্ধাচার অনুসরণ করে সেবাকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীতকরণ করার মূল্যবোধ নিয়ে ডিপিডিসি'র প্রতিটি কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

ডিপিডিসি'র রূপকল্প (Vision)

তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রাহকগণের সন্তষ্টি অর্জন ও দেশের সেরা বিদ্যুৎ সংস্থা হওয়া।

ডিপিডিসি'র অভিলক্ষ্য (Mission)

- নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ডিপিডিসি'র সর্বস্তরের পরিচালনা পদ্ধতি ডাটা-কেন্দ্রিক বিগ ডাটা মানসিকতায় বিবর্তন করা।
- উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন এর প্রতিটি ডিভাইস এবং মিটারিং এর সর্বক্ষেত্রে টু-ওয়ে কমিউনিকেশনসহ ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রি-ট্রেইনিং ও ফ্রেস রিক্রুইটমেন্ট করা। উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন এর প্রতিটি ডিভাইস এবং মিটারিং এর সর্বক্ষেত্রে টু-ওয়ে কমিউনিকেশনসহ ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রি-ট্রেইনিং ও ফ্রেস রিক্রুইটমেন্ট করা।
- দেশের ও কোম্পানির প্রচলিত আইন ও বিধি প্রতিপালন এবং নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সকল স্টেইকহোল্ডারের কাছে ডিপিডিসি-কে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা।

এক নজরে ডিপিডিসি

কোম্পানির নাম		ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	
নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়		বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
প্রধান কার্যালয়		বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০	
নিবন্ধনের তারিখ		২৫ অক্টোবর, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ	
বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ		১ জুলাই, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ	
বিতরণ এলাকার আয়তন		২৫০ বর্গ কিলোমিটার (প্রায়)	
ভৌগলিক এলাকা		উত্তরে: শ্যামলী, শের-এ-বাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, রামপুরা ব্রিজ থেকে বালু নদী; দক্ষিণে: বুড়িগঙ্গা নদী; পূর্বে: বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিমে: গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে তুরাগ নদী ও বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এবং নারায়ণগঞ্জ শহর।	
মূলধন (প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা মূল্যে)।		অনুমোদিত মূলধন ১০,০০০.০০ কোটি টাকা	
		পরিশোধিত মূলধন ৫,০৩৩.৪৪ কোটি টাকা	
সম্পদ (কোটি টাকা)	স্থায়ী ও চলতি	১৬,৩৩৭.৫৪	৪,১২৭.৫৭
	মোট	২০,৪৬৫.১১	
মূলধন ও দায় (কোটি টাকা)	মূলধন	১২,৫১২.৬০	
	দীর্ঘমেয়াদি ও চলতি দায়	৫,৬৯৭.৯৫	২,২৫৪.৫৬
	মোট	২০,৪৬৫.১১	
সরকারি কোষাগারে অবদান (কোটি টাকা)		১,০১৬.২৫	
মোট আমদানিকৃত ও বিক্রিত ইউনিট (মি. কি.ও.ঘ)		৯,৭৪৫.৫৪	৯,০৯৩.৭২
সিস্টেম লসের হার		৬.৬৯%	
কর পরবর্তী মুনাফা (কোটি টাকা)		১০৭.৬৪	
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন (কি.মি.)		২৪৮.৬৫	
৩৩ কেভি বিতরণ লাইন (কি.মি.)		৪৮৪.৩৮৫	
১১ কেভি ও ১১/০.৪ কেভি বিতরণ লাইন (কি.মি.)		৩,৫৩৫.০৯৭	
০.৪ কেভি বিতরণ লাইন (কি.মি.)		১,৫৬৬.২০৬	
মোট বিতরণ (কি.মি.)		৫,৫৮৫.৬৯৩	
উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা (এমভিএ)	১৩২/৩৩ কেভি	১৭ টি	৩৪৮৮
	১৩২/১১ কেভি	০১ টি	৭০
	৩৩/১১ কেভি	৬০ টি	৩৯১৩
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা (২৫.০৫.২০২১)		১,৬৩৬.৮০ মেগাওয়াট	
১১ কেভি ফিডারের সংখ্যা		৭৪২ টি	
ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	বিতরণ	২০,৯২৯ টি	
	পাওয়ার	১৮৪ টি	
মোট গ্রাহক সংখ্যা (৩০ জুন, ২০২১ খ্রি:)		১৪,৮৬,০৫৪	
গ্রাহক বৃদ্ধি সংখ্যা ও হার	সংখ্যা	১,১৮,৯১৭	৮.৭%
জনবল: অনুমোদিত পদ		৫,৭৩৪ জন	

ডিপিডিসি’র সাম্প্রতিক অর্জনঃ

ডিপিডিসি বিগত প্রায় ১৪ (চৌদ্দ) বছরব্যাপী সময় ধরে ঢাকা মহানগর ও নারায়নগঞ্জ এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ করছে। এ সময়ে আধুনিক প্রযুক্তি, নানারকম উদ্ভাবনী কর্মকান্ড ও ডিপিডিসি’র এমপ্লয়ীদের উদ্যমী ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ডিপিডিসি ইতোমধ্যে দেশী ও বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA)-২০২০/২১ আসরে ডিপিডিসি’র IoT Based Automatic Power Interruption Monitoring System শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্প পাবলিক সেক্টর – ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ক্যাটাগরিতে ‘উইনার’ পদক অর্জন করেছে। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিভাগের “ইনোভেশন শো-কেসিং-২০২১” প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জন, “বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২০”-এ চ্যাম্পিয়নসহ মোট চারটি ক্যাটাগরিতে পদক অর্জন, জিআইএস-এর ক্ষেত্রে অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থা ESRI কর্তৃক “Special Achievement in GIS (SAG)” পুরস্কার লাভ করেছে।

ডিপিডিসি’র এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA) অর্জন

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (অ্যাপিকটা)-২০২০/২১ আসরে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে চারটি পুরস্কার অর্জন করেছে। দুইটি ক্যাটাগরিতে উইনার এবং দুইটি ক্যাটাগরিতে মেরিট পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশের প্রকল্পগুলো। বিজয় দিবসের প্রাক্কালে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মালয়েশিয়া থেকে আনুস্থানিকভাবে অনলাইনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। ডিপিডিসি’র “**IoT Based Automatic Power Interruption Monitoring System**” শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্প পাবলিক সেক্টর – ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ক্যাটাগরিতে ‘উইনার’ পদক অর্জন করে।

ইনোভেশন শো-কেসিং-২০২১

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, লোড বৃদ্ধি ও ৮০ কিলোওয়াট লোড পর্যন্ত এলটিতে সংযোগ দেওয়ায় প্রতিনিয়ত ট্রান্সফারমার স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ঢাকা শহরে জায়গার সংকট দেখা দিচ্ছে। সরু রাস্তায় দুই-পোলে ট্রান্সফারমার স্থাপন করা একদিকে যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি অন্যদিকে রাস্তায় পথচারী ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আবার বাড়ির কাছাকাছি ট্রান্সফারমার স্থাপনের ফলে অগ্নিকান্ড ঘটার সম্ভবনা থাকে। এছাড়াও, দুই-পোলে ট্রান্সফারমার স্থাপনের জন্য অধিক সময় লাগায় শাটডাউন দীর্ঘায়িত হয়। ফলে গ্রাহক ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি দুই-পোলে ট্রান্সফারমার স্থাপনের খরচও বেশি।

এ সমস্যা সমাধানে ডিপিডিসি’র প্রকৌশলীগণ দীর্ঘদিন কাজ করে সিঙ্গোল পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপনের নক্সা প্রণয়ন থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের সকল কাজ সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে স্বল্প পরিসরে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১ সালে ইনোভেশন শো-কেসিং প্রতিযোগিতায় সিঙ্গোল পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপনের মডেল উপস্থাপন করে ডিপিডিসি ১ম স্থান অর্জন করে।

□□□□□: □□□□□□□□□’র

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন শো-কেসিং-২০২১ এ **“সরু ও জনাকীর্ণ জায়গায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপন”** উদ্ভাবনী’র জন্য ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) **১ম স্থান** অর্জন করে।

“ইনোভেশন শো-কেসিং-২০২১” এ ১ম স্থান অর্জন করায় ডিপিডিসি-কে অভিনন্দন জানান সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।

বেসিস (BASIS) ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২০

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) ২০১৭ সাল থেকে আইসিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি, ছাত্র, উদ্যোক্তা, এসএমই এবং প্রতিষ্ঠানের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে শুধুমাত্র ডিপিডিসি অংশগ্রহণ করে। ডিপিডিসি এবার দুইটিতে চ্যাম্পিয়নসহ মোট চারটি ক্যাটাগরিতে পদক লাভ করে। এগুলো হচ্ছে-

HEAD CATEGORY	SUB-CATEGORY	PROJECT/SOLUTION NAME	ORGANIZATION/INSTITUTION	CHAMPION, WINNERS & MERIT
1. PUBLIC SECTOR AND GOVERNMENT (HC-PSG)	Digital Governement	IoT Based Automatic Power Interruption Monitoring System	Dhaka Power Distribution Company Ltd	Champion
2. CROSS CATEGORY	Research and Development (CC-RD)	Meter Reading Snapshot Validation via Deep Learning Techniques	Dhaka Power Distribution Company Ltd.	Champion
3. TECHNOLOGY CATEGORY	Artificial Intelligence (CT-AI)	Meter Reading Snapshot Validation via Deep Learning Techniques	Dhaka Power Distribution Company Ltd	Winner
	Internet of Things (CT-IOT)	IoT Based Automatic Power Interruption Monitoring System	Dhaka Power Distribution Company Ltd.	Winner

"বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২০"-তে দুটিতে চ্যাম্পিয়নসহ মোট চারটি ক্যাটাগরীতে পদক লাভ করে ডিপিডিসি।

Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ড-২০২১

Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ড হলো জিআইএস-এর ক্ষেত্রে অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বজুড়ে Environmental Systems Research Institute (Esri) কর্তৃক প্রদত্ত একটি পুরস্কার।

ডিপিডিসি জিআইএস ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (GDMS) বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন ভোল্টেজ অর্থাৎ ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক (132 kV, 33 kV,11 kV এবং কম ভোল্টেজ) গ্রাহকের ডেটা-স্থানিক একীকরণ করেছে। সে বিবেচনায় গত ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে Annual Esri User Conference এ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডিপিডিসি স্থান করে নেওয়ায় Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়। উল্লেখ্য যে, ডিপিডিসি'ই বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র কোম্পানি হিসেবে SAG অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

ESRI (Environmental Systems Research Institute) User Conference এ ডিপিডিসিকে Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করায় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জিআইএস ম্যাপিং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অভিনন্দন জানান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Certificate of Appreciation অর্জন

ডিপিডিসি সূচনালগ্ন হতে সরকারি বিধি অনুযায়ি সিডি, ভ্যাট, এআইটি/কর্পোরেট ট্যাক্স, ডিএসএল, লাইসেন্স ফি, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর হিসেবে ৪৪১.৩৩ কোটি টাকা আদায়পূর্বক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। এর স্বীকৃতিস্বরুপ গত ১২/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর ক্যাটাগরীতে ডিপিডিসি'কে **Certificate of Appreciation** প্রদান করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ক্যাটাগরিতে ডিপিডিসি-কে প্রদত্ত Certificate of Appreciation পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রদর্শন করছেন ডিপিডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান

ICMAB Best Corporate Award-2020

পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি ক্যাটাগরিতে ডিপিডিসি ICMAB Best Corporate Award-2020 পুরস্কার অর্জন করে। গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডিপিডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে ডিপিডিসি'র ভূমিকা এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

৫০ বছর আগে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের মধ্যে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ নামের একটি নতুন দেশের জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং জর্জ হ্যারিসন যখন তাঁদের দল নিয়ে বিশ্বজুড়ে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন তখন কেউ কল্পনাও করেনি পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে লাল সবুজ পতাকার এই দেশটি হবে পৃথিবীর বুকে একটি বিস্ময়ের নাম। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্বের কাছে আজ বাংলাদেশের পরিচয় এশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক তারকা হিসেবে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। পৃথিবীর বুকে মর্যাদাবান জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে চলেছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরা সেই পরিকল্পনারই অংশ। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পায়নের ছোঁয়ায় অর্থনীতির মজবুত ভীত গড়তে প্রয়োজন বিদ্যুৎ। শিল্প নির্ভর ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাতকে দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ২০০৯ সালে যখন সারা দেশে সীমাহীন বিদ্যুৎ সংকট চলছিল, তখন বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের অসম্ভব চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী চিন্তা, স্বপ্ন ও ঘুরে দাঁড়ানোর ঘোষণায় অনেকে হয়তো খুব বেশি আশান্বিত হতে পারেনি। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন বিদ্যুৎ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইলফলক ছুঁয়েছে বাংলাদেশ; নতুন আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে দেশ। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারল। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাস্তবায়িত হয়েছে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ"। দেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। নেই লোডশেডিংয়ের ভয়াবহ সেই যন্ত্রণা। মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে যেতে এটা করা জরুরি ছিল। দেশের প্রত্যন্ত দুর্গম গ্রাম যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ কঠিন, তেমন গ্রামেও পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। প্রায় সব ধরনের নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত বহু পরিবার আজ বিদ্যুৎ সংযোগের বদৌলতে তাদের জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করছে। চারপাশ পানিতে পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ঘরেও জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। সৌর বিদ্যুৎ সুবিধায় তাদের ঘরে জ্বলছে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক বালব। শুধু বিলের মধ্যে নয়, দুর্গম পাহাড়ে, বিচ্ছিন্ন সব চরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা। গ্রিড-সুবিধা না থাকায় এসব এলাকায় কোথাও কোথাও নদী পারাপার লাইন এবং কোথাও সাগর নদীর তলদেশ দিয়ে টানা হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল। কোথাও আবার সেটাও করা হয়নি অবকাঠামোগত কিংবা প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতার কারণে। তাই সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ (সোলার হোম সিস্টেম)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এভাবেই দেশের প্রতিটি জনপদে পৌঁছানো হয়েছে বিদ্যুত সুবিধা।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিদ্যুৎ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে। দেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই (Key Point Installation) স্থাপনাসহ রাজধানী ঢাকা শহরের অধিকাংশ জায়গায় এবং পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত

থাকায় ডিপিডিসির দায়িত্ব এক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি। শুধু বিদ্যুৎ বিতরণ করলেই হবে না, প্রতিটি গ্রাহককে সর্বোচ্চ সেবা দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। সেবক হয়ে সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে গ্রাহকদের নিকট ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ডিপিডিসি।

ডিপিডিসি ইতোমধ্যে প্রায় ৫,৭০,০০০ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন করেছে। এছাড়াও ৮.৫ লক্ষ গ্রাহককে স্মার্ট মিটারের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বিতরণ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি, অটোমেশন এবং আধুনিকীকরণের জন্য নতুন নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

চীন সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘জি টু জি’ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও ২৬টি ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ হবে। এছাড়াও ৮টি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র ও ৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন করা হবে এবং আধুনিক SCADA সিস্টেম প্রবর্তন করা হবে। এর ফলে গ্রাহক প্রান্তে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ করা সম্ভব হবে।

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লেভেল পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘জি টু জি’ প্রকল্পের মাধ্যমে ধানমন্ডি এলাকায় এবং পাওয়ার সিস্টেম ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর গেট হতে বঙ্গভবন পর্যন্ত ভিআইপি রোডের আশেপাশের এলাকাসমূহ ও আজিমপুর হতে গাবতলী পর্যন্ত মিরপুর রোডের আশেপাশের এলাকাসমূহ ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এর মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থা হবে নিরাপদ, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হ্রাস এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

ডিপিডিসির বিতরণ নেটওয়ার্কে স্মার্ট গ্রীড এবং ডিস্ট্রিবিউশন অটোমেশন সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিতরণ ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে, সিস্টেমকে রিয়েল টাইম মনিটরিং করা যাবে, সিস্টেমের পারফরম্যান্স উন্নত হবে, সিস্টেম লস হ্রাস পাবে, বিতরণ নেটওয়ার্কে কোনো জায়গায় ফল্ট হলে দ্রুত সেটি চিহ্নিত করা যাবে। এর ফলে SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration Index) হ্রাস পাবে এবং গ্রাহক সেবা আরও উন্নত হবে।

বিদ্যুৎ খাতে ডিপিডিসিই সর্বপ্রম জিআইএস (জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম) প্রবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে সমস্ত বিতরণ নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল ম্যাপের আওতায় আনা হয়েছে এবং বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আরো নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও দ্রুত বৈদ্যুতিক ফল্ট নির্ণয় করে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ সহজে করা সম্ভব হচ্ছে। Automatic Meter Reading (AMR) ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন কেন্দ্রীয়ভাবে উচ্চচাপ গ্রাহকদের মিটার রিমোটলি মনিটরিং করাসহ মিটার রিডার ছাড়াই মিটার রিডিং গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে ডিপিডিসিই প্রম কল সেন্টার চালু করে। ১৬১১৬-এ নম্বরে কল করে গ্রাহক ২৪/৭ ডিপিডিসির বিদ্যুৎ সেবা পেতে পারেন। এসএমএস এবং ইমেইলের মাধ্যমে ডিপিডিসির গ্রাহকদের নিকট সকল বিলের তথ্য এখন মোবাইলে চলে যায়। বিল পরিশোধের জন্য এখন আর ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয় না। গ্রাহকরা এখন মোবাইল বা রিটেইলারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল দিতে পারেন বা রিচার্জ করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর এবং এজেন্টদের POS মেশিনের মাধ্যমে গ্রাহকগণ প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ করতে পারেন।

সরু ও জনাকীর্ণ জায়গায় মনো পোলে বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপনের মাধ্যমে খরচ কমানো এবং গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এই জাতীয় নানাবিধ ইনোভেটিভ ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহক সেবায় ডিপিডিসি কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম।

গ্রাহকদের জন্য অভিযোগ, পরামর্শ জানতে কাস্টমার সার্ভিস অ্যাপ চালু করা হয়েছে। গ্রাহকরা মোবাইলের এ্যাপস থেকে অভিযোগ জানাতে পারছেন এবং SMS ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জেনে নিতে পারছেন অভিযোগের বর্তমান অবস্থা। অভিযোগ নিষ্পত্তির পর গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত সেবাটি নিয়ে ফিডব্যাক দিতে পারেন।

ডিপিডিসি তার সকল তথ্য, সেবা ও কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে এবং প্রস্তুত করেছে নিজস্ব ডাটা সেন্টার। ফলে ডিপিডিসির কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। আরো দক্ষভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ডিপিডিসি তার নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অ্যাপস ও সফটওয়ার ডেভেলপ করছে। মোবাইল অ্যাপস ভিত্তিক গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, ওয়েব বেজড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, এইচআরএম, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ই-অকশন, ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের জন্য বাস্তবায়িত সমন্বিত ইআরপি সিস্টেম এবং ই-ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিপিডিসি ধীরে ধীরে একটি পেপারলেস সংস্থায় পরিণত হচ্ছে।

তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ ডিপিডিসির ডাটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ককে Malicious Attack-এর হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ডিপিডিসি সাইবার সিকিউরিটির উপরে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। সাইবার অ্যাটাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে বর্তমানে ডিপিডিসিতে Entry Level Firewall with IPS, SSL Certification for Web and Email Communication, Antivirus, Cloud based Spam Email Filter ইত্যাদি রয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালীকরণের জন্য শীঘ্রই ডিপিডিসিতে সাইবার সিকিউরিটি পলিসি প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল স্থাপন, WAF ও DDoS ইকুইপমেন্ট স্থাপন, VAPT টেস্ট ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে আরো জোরদারকরণের জন্য ডিপিডিসি ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে ডিপিডিসি কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে আরো দক্ষভাবে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে ডিপিডিসি সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। শীঘ্রই ফাইভ-জি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হবে বাংলাদেশে। এ প্রযুক্তির হাতে ধরেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজে প্রয়োজন হবে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স, ব্লকচেইন, ডিপ-লার্নিং, রোবোটিকস, বিগডেটা

অ্যানালাইসিস, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) অ্যাপ্লিকেশনের মতো নানাবিধ কাজ। ভবিষ্যতে ক্লাউড এর ব্যবহার, নেটওয়ার্ক পরিদর্শন ও সংরক্ষণ কাজে রোবট ও ড্রোনের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে ডিপিডিসি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অনাগত আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে ডিপিডিসি এখন থেকেই জোর দিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ডিপিডিসির ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমকে সম্পূর্ণভাবে কমিউনিকেশনের আওতায় এনে
ডিপিডিসিকে একটি মডার্ন ও ডিজিটাল ইউটিলিটি প্রোভাইডারে পরিণত করার জন্য AMI (Advanced Metering Infrastructure) নেটওয়ার্ক স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। AMI স্মার্ট গ্রিডের অংশ হিসাবে কাজ করবে এবং পরবর্তীতে AMI এর মাধ্যমে সকল
ভোল্টেজ লেভেলের মিটারিং ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে এই কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। AMI টেকনোলজি বাস্তবায়ন হলে গ্রাহকের মিটারের সাথে সিস্টেমের উভয়মুখী যোগাযোগ স্থাপন হবে। এর ফলে গ্রাহকরা ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে বিদ্যুতের মিটার রিচার্জ, ব্যালেন্স দেখা, বর্তমান মাসের এবং পূর্ববর্তী মাসের বিদ্যুতের কনজাম্পশন দেখা, Load Profile এর তথ্যসহ আরো অনেক তথ্য দেখতে পারবেন।

ডিপিডিসি তার বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে তার পিছনে রয়েছে গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন। সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই হচ্ছে ডিপিডিসির মূলমন্ত্র। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিপিডিসির এই সকল ডিজিটাল কার্যক্রম সুফল বয়ে আনবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় আর গ্রাহক সেবার মান হবে আরো উন্নত যা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে শতভাগ বিদ্যুতায়নে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে জাতিকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “সবার জন্য বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের ফলে আজ শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী নারায়নগঞ্জের শতভাগ জনগোষ্ঠীর সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ডিপিডিসি ১৮টি ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন, ১ টি ১৩২/১১ কেভি সাবস্টেশন এবং ৬৪টি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ করেছে। ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ১৮৮.১৮ কিলোমিটার ওভারহেড এবং ৬৭.৪৭ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপন করেছে। ১৬৩.৩৭ কিলোমিটার ওভারহেড এবং ৩২৬.৭১ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ৩৩ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপন করেছে। এছাড়াও ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি এবং ০.৪ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রায় ৫১৩৩ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপনের মাধ্যমে ২৩,১৫৭টি ডিস্ট্রিবিউশন ট্র্যান্সফর্মারের মাধ্যমে ডিপিডিসি ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে ডিপিডিসি প্রায় ৫৮৭৮.৭২৩ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের মাধ্যমে সাড়ে ১৫ (পনেরো) লক্ষাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

কারিগরি সক্ষমতা

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো নির্মাণ অপরিহার্য। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অন্যান্যগুলি চলমান আছে। ডিপিডিসি'র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রকল্প "ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" এর কাজ এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে ডিপিডিসি এলাকায় কারিগরি সক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

বিগত ৫ বছরে ডিপিডিসি'র কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির তথ্য

বিবরণ	১৬-১৭	১৭-১৮	১৮-১৯	১৯-২০	২০-২১
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন কি: মি:	২২৮	২২৮	২২৪	২৩৪	২৪৯
৩৩ কেভি বিতরণ লাইন কি: মি:	৩৯০	৩৯০	৪৩১	৪৬১	৪৮৫
১১ কেভি লাইন কি: মি:	৩১০৫	৩৩২৫	৩৪৭৭	৩৪৯৩	৩৫৩৪
০.৪ কেভি লাইন	১৩২৬	১৪২৮	১৫২৮	১৫৫৩	১৫৬৬
মোট সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন	৫০৪৯	৫৩৭১	৫৬৬০	৫৭৪১	৫৮৩৪
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২৫৯০	২৬৪৪	৩১২২	৩৬৫৪	৩৯১৩
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	৪৪	৪৪	৫০	৫৭	৬০
১৩২/৩৩ ও ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২২৯৮	২৩৭৩	২৪১৮	২৯৪৩	৩৫৫৮
১৩২/৩৩ ও ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১৪	১৪	১৪	১৬	১৮
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা (২৬/০৬/২০১৯)	১৫৩০	১৪৭৯	১৬৭০.৫০	১৬৩৩.২০	১৬৩৬.৮০
বিতরণ ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	১৭৬৯৮	১৮৯৮৬	১৯৫৮৭	২০২৭০	২০৮৬৬

বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে সর্ববৃহৎ প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং চীন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত জিটুজি (Government to Government) চুক্তির আওতায় ডিপিডিসি এলাকায় ১৪টি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি এবং ২৬টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদ্যমান ০৮টি ১৩২/৩৩ কেভি ও ০৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ৬৫৩ কি.মি. নতুন ১৩২ কেভি এবং ৭০০ কি.মি. ৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১০৫ কি.মি. ১১/০.৪ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ৫৮২ কি.মি. ১১/০.৪ কেভি ওভারহেড নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের পর ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিতরণ ক্ষমতা ১৩২ কেভি লেভেলে ৫৩৩০ এমভিএ এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ৪৬৮০ এমভিএ বৃদ্ধি পাবে। ধানমন্ডি এলাকার ওভারহেড বিতরণ ব্যবস্থা ও হাতিরঝিল এলাকার ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনকে ভূ-গর্ভস্থ ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে। এছাড়াও ০১ (এক)টি টেস্টিং ল্যাবসহ আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং সেন্টার, ০১ (এক) টি আধুনিক ম্যাকানাইজড ওয়্যারহাউজ, নতুন SCADA নির্মাণ, বিদ্যমান উপকেন্দ্র অটোমেশন ও কমিউনিকেশন ইন্টিগ্রেশন করা হবে। এ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের ফলে ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

স্মার্ট গ্রীড প্রবর্তণ

বিদ্যুৎ বিতরণে ডিপিডিসি ও গ্রাহকদের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান নেটওয়ার্ককে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তরের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজধানীর ধানমণ্ডি, আজিমপুর, গ্রিন রোড, লালমাটিয়া এবং আসাদ গেইট এলাকায় দেশের প্রথম স্মার্ট গ্রীড নির্মিত হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং বিদ্যুৎ বিচ্যুতি দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে।

ডিপিডিসিতে স্মার্ট গ্রীড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিডিসি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NKSoft Corporation, USA এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ভূগর্ভস্থ উপকেন্দ্র

রাজধানীর কাওরান বাজারে দেশের প্রথম ভূগর্ভস্থ ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে ও কারিগরি লস কমবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি পর্যায়ে ৩৬০ এমভিএ এবং ৩৩ কেভি পর্যায়ে ১৫০ এমভিএ ক্ষমতা বাড়বে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপকেন্দ্রও ভূগর্ভস্থ করা হবে।

জিআইএস ম্যাপিং

১৩২ কেভি লাইন থেকে গ্রাহক পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মানচিত্র জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্রস্তুতের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

- বিতরণ ট্রান্সফরমার, গ্রাহক, পোল এবং ফিডার সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে
- পোলে অবস্থিত ফিটিংস, ট্রান্সফরমার, কন্ডাক্টর, ভূগর্ভস্থ কেবল, এ্যারিয়াল কেবল সহ যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে
- সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিপিডিসি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের নির্ভুল মানচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানসহ অঙ্কন করা সম্ভব হচ্ছে
- ডিপিডিসি ওয়েবসাইটে Web Based GIS Map এর মাধ্যমে এক অবস্থান সেবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে, যে কোনো অভিযোগ গ্রাহক ওয়েবসাইটে করতে পারবেন। পরবর্তীতে ডিপিডিসি'র নিজস্ব সার্ভার হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনওসিএস ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোল রুমে প্রেরণ করা সম্ভব হবে
- গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কাস্টমার নাম্বার ব্যবহার করে GIS Map হতে গ্রাহকের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। ফলে সময় ও শ্রমঘণ্টা সাশ্রয় করে অধিকতর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে

- কোন ট্রান্সফরমার ওভারলোডেড হলে GIS Map এর মাধ্যমে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে
- ১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র, পাওয়ার ট্রান্সফরমার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওভারহেড ফিডারের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে

বিনিয়োগ-বান্ধব ডিপিডিসি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের বিকল্প নেই। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার বিভিন শিল্পাঞ্চল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল শিল্পাঞ্চলে নিরবচ্ছিন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভিতে ডুয়েল সোর্স নির্মাণ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত শিল্পহাব সমূহে RMU স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম

সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজতর করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫ ভাগ গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। পর্যায়ক্রমে সকল গ্রাহককে এ সিস্টেমের আওতায় আনা হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিডিসি কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভবনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ভবনের ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও নতুন সংযোগ/লোডবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহকের নিজস্ব স্থাপনার ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরে ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় নেট মিটার স্থাপন ও উৎপাদন ক্যাপাসিটি এবং সোলার সিস্টেম কার্যক্রমের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

নেট মিটার স্থাপনের তথ্য

অর্থবছর	সংখ্যা	উৎপাদন ক্যাপাসিটি (কি. ও. পিক)	মন্তব্য
২০১৮-১৯	১০০	৯০৫	প্রতিটি নেটমিটারিং সিস্টেমের সাথে অনগ্রীড ইনভার্টার থাকায় গ্রাহকের নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর সোলার সিস্টেম হতে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ডিপিডিসি'র বিতরণ নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
২০১৯-২০	১০০	৮৪৮	
২০২০-২১	৫২	৫১১	
মোট	২৫২	২২৬৪	

গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত সোলার সিস্টেম কার্যক্রমের তথ্য

অর্থবছর	সংখ্যা	উৎপাদন ক্যাপাসিটি (কি. ও. পিক)	মন্তব্য
২০১৮-১৯	২৯৭৩	২৩৬৬.৪	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নতুন সংযোগ/লোডবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিজস্ব স্থাপনার ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।
২০১৯-২০	২৯৯৩	১৬৭২.৪	
২০২০-২১	৪১৫০	৩৩৮২.২	
মোট	১০১১৬	৭৪২১	

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ

জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। সরকারের সুচিন্তিত স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনার ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি। দেশে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে সরকার সারাদেশে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করেছে। তবে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ডিপিডিসি'র গুরুত্ব একটু আলাদা এ কারণে যে, ডিপিডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো বিদ্যুৎ বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ হলো ডিপিপিসি ঢাকার বৃহৎ অংশ এবং নারায়ণগঞ্জের বৃহৎ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। আগে থেকে ঘনবসতিপূর্ণ এসব এলাকায় নতুন করে সাবস্টেশন বা উপকেন্দ্র নির্মাণ, বিতরণ লাইন উন্নয়ন, সম্প্রসারণসহ নানা ধরনের বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে কাজ করতে হয় কোম্পানিকে। এছাড়া ডিপিডিসি'র এলাকায় দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস। রয়েছে জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়, রয়েছে বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল ব্যাংক পাড়া, এছাড়া দেশের অন্যতম শিল্প নগরি নারায়ণগঞ্জে রয়েছে হাজার হাজার শিল্প কারখানা, শিল্প জোন, সিমেন্ট শিল্প, ইস্পাত শিল্প, নীট গার্মেন্ট, ডায়িং কারখানা। এসব কারণে ডিপিডিসিকে অন্যান্য বিতরণ কোম্পানিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে। দেশের অন্য বিতরণ কোম্পানিগুলোর এলাকায় বা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ চলে গেলে তারা যতটা ধীরে সংস্কার কাজ করার সুযোগ পান ডিপিডিসি এলাকায় সেই সুযোগ খুব কম। তাৎক্ষণিক সংস্কার বা বিদ্যুৎ চলে গেলে কোন কারণে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই কোম্পানিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। ফলে অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির তুলনায় ডিপিডিসির গুরুত্ব অবশ্যই একটু আলাদা করে দেখতে হবে। সেই বিবেচনায় ডিপিডিসিকে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জের বসুন্ধরা এবং মেঘনা গ্রুপের বিভিন্ন শিল্প কারখানা যেমন সিমেন্ট, চিনি, বোতলজাত পানি সহ অন্যান্য পন্যের শিল্প কারখানা প্রতিস্থিত হয়। নারায়ণগঞ্জের পাগলা, আলিকদম, ফতুল্লা, আড়াইহাজার, রুপগঞ্জে অনেক ইটখোলা আছে।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মতে নারায়ণগঞ্জে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা ২৪০৯ টি। এগুলো হল খাদ্য, পানীয় এবং তামাক ৩৭৭টি, পাট ,তুলা, বস্ত্র ও চামড়া ১৩২০ টি, কাঠ পন্য ৪৯টি, সজ্জা এবং কাগজ পন্য ৩০টি, রাসয়নিক পন্য ১০৪টি, অ-ধাতব পন্য ১৭০টি, মৌলিক ধাতু পন্য ১০১টি, গড়া ধাতু , যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ২৩০টি এবং অন্যান্য উৎপাদন -২৮টি । শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে এবং এসব শিল্প-কলকারাখানায় ডিপিডিসি'র মানসম্মত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে দারুণ ভূমিকা রাখছে। কর্মসংস্থান হচ্ছে লাখো বেকার যুবক, তরুণ, তরুণী ও কর্মক্ষম মানুষের। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ডিপিডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় মানসম্মত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল হয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। এতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বেরেছে। এভাবে ডিপিডিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিদ্যুৎ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, আর্থিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক নগর নারায়নগঞ্জ এলাকার শিল্প-কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ বিতরনে ডিপিডিসি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ডিপিডিসি বিগত প্রায় ১৪ (চৌদ্দ) বিওছর ধরে সাফল্যের সাথে রাজধানী ঢাকা ও শিল্পনগর নারায়নগঞ্জ এলাকায় বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো বিদ্যুৎখাত। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই বিদ্যুৎখাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি' এ বিষয়টি অনুধাওব করে তিনি যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার ফলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভব হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের নানা অভীষ্ট অর্জনে বিদ্যুৎখাতের অন্যতম বৃহত্তম বিতরণ সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিপিডিসি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

একথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে, গত ১৪ বছরের পথচলায় ডিপিডিসি অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক দূর এগিয়েছে। আবার একথাও সত্য যে, তাঁর করার আছে আরও অনেক কিছু। আমরা জানি যে, ডিপিডিসির বিতরণ নেটওয়ার্ক এখন গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যথেষ্ট সক্ষম। কিন্তু আগামীতে আরও বেশি বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নবভাবে সরবরাহ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে ডিপিডিসিকে। প্রি-পেইড মিটারের সম্প্রসারণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্মার্ট ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ডিপিডিসি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ একটি আধুনিক স্ক্যাডা (সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন) সিস্টেম গড়ে তোলার কাজ চলছে ডিপিডিসিতে। ভবিষ্যৎ ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক থাকবে ভূগর্ভে। ডিপিডিসির তত্ত্বাবধানে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলিং নেটওয়ার্কের কাজ চলছে। ইতোমধ্যেই ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) ১ হাজার ২৮৭ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ লাইন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। বিদ্যুতের তার মাটির নিচে পাঠাতে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) এ সংক্রান্ত দুইটি প্রকল্প চলমান। স্থাপন করা হচ্ছে অত্যাধুনিক আরএমইউ, লো-টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এবং কিয়স্ক ট্রান্সফর্মার। পাশাপাশি চলছে স্মার্ট গ্রিড বাস্তবায়নের কাজ। ঢাকা শহর হয়ে উঠবে বৈদ্যুতিক খুঁটি, পুরনো ট্রান্সফর্মার ও ঝুলন্ত তার থেকে মুক্ত। শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিপিডিসি'র লক্ষ্য একটি আধুনিক ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ডিপিডিসি

কাজ করে চলেছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়ও এগুলো আছে। আমরা চাই ডিপিডিসি এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে যাক। দেশে-বিদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক ডিপিডিসি।

ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

- **সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

বিদ্যুৎ সেক্টর এর অব্যাহত সংস্কার/পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতির পরিচালন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও গুণগতমান পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন 1994 এর আওতায় সরকারি মালিকানাধীন দেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হিসেবে ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)-র যাত্রা শুরু হয় যার অনুমোদিত মূলধন ছিল ৫.৫ বিলিয়ন টাকা। ২৪শে সেপ্টেম্বর, 1998 সালে ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (ডেসা)-র মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা হস্তান্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিচালন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার সময় গ্রাহক ছিল ৭১,১৬১ এবং লোডের চাহিদা ছিল ৯০ মেগাওয়াট। উন্নত গ্রাহকসেবা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতার ফলে এপ্রিল, 2003 সালে গুলশান এলাকা এবং মার্চ 2007 সালে টঙ্গী পৌরসভা অঞ্চল এবং পরবর্তীতে পূর্বাচল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ডেসকো-র পরিচালিত এলাকা সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, কল্যাণপুর, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, বনানী, মহাখালী, উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান, গুলশান, বারিধারা বাড্ডা, টঙ্গী এবং পূর্বাচল সহ প্রায় ২৪৫ কিলোমিটার ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এর আওতাভুক্ত এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আওতাধীন এলাকাকে ০৩ টি জোন, ০৮ টি সার্কেল এবং ২৪ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

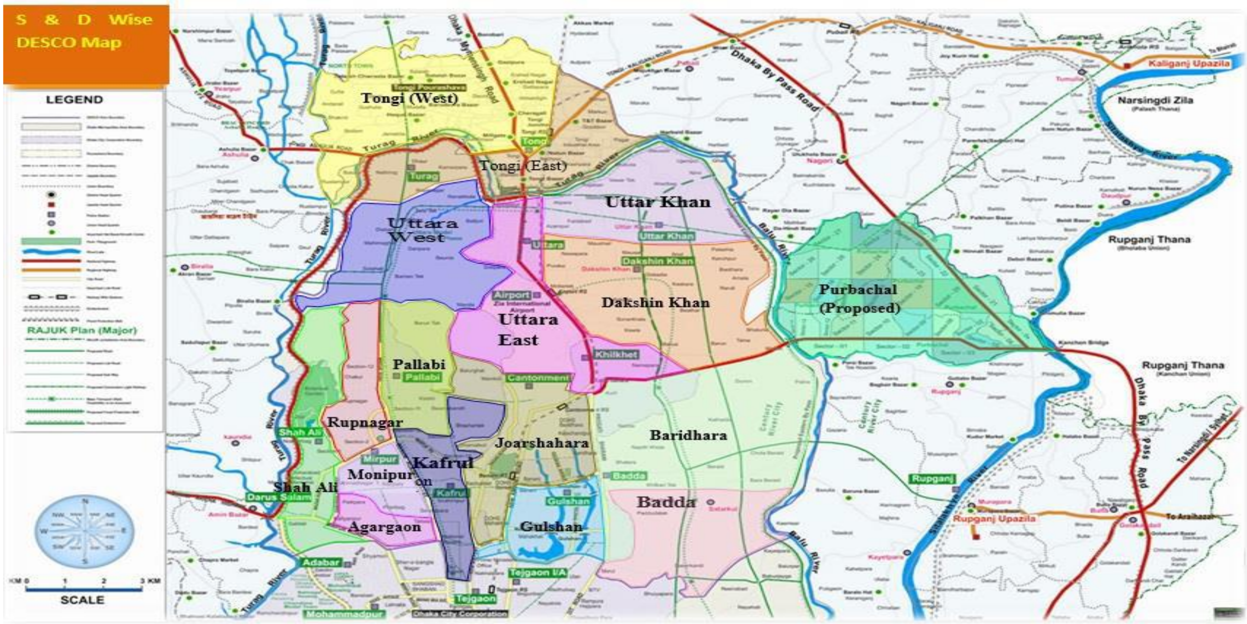

১৮ জুন, ২০০৬ সালে ডেসকো ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত হয়। যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 67.66%, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের 23.76% এবং বাকি 8.58% শেয়ার অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন। ডেসকো ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সালে বিইআরসি থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। ডেসকোর Articles of Association অনুযায়ী বর্তমানে ১২ (বার) সদস্যের বোর্ড দ্বারা ডেসকো পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল কোম্পানি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী কাওসার আমীর আলীর নেতৃত্বে ও নির্বাহী পরিচালক (এইচ.আর), নির্বাহী পরিচালক (সংগ্রহ), নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ও নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ১,৮৯২ জন নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রায় 1,216 জন অপারেশন সাপোর্ট, লাইন ও ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ, সাবস্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস নিরাপত্তা এবং অফিস সহায়ক হিসেবে অস্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মীর মাধ্যমে ডেসকো'র আওতাধীন এলাকার ১১ লক্ষের অধিক গ্রাহককে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- ডেসকো'র ভিশনঃ
  নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়ক হওয়া।
- ডেসকো'র মিশনঃ
  গ্রাহকগনের জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে সহায়তা, গ্রাহকগণের নিকট উন্নততর সেবা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনসহ শক্তিশালী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা এবং ডেসকো'র উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের আস্থা অর্জন।

➢ ডেসকো'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২. বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৩. নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা;

৪. নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

➢ ডেসকো'র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

➢ ডেসকো'র অর্জনসমূহঃ

অধিগ্রহণের পর হতেই প্রতিটি গ্রাহককে নিরবিচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং বর্ধিত গ্রাহকের চাহিদা মোকাবেলায় ডেসকো সর্বদা সচেষ্ট। এছাড়া অব্যাহত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ডেসকো-র বিতরণ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডেসকো'র ক্রমাগত উন্নয়নের ধারাবাহিক অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

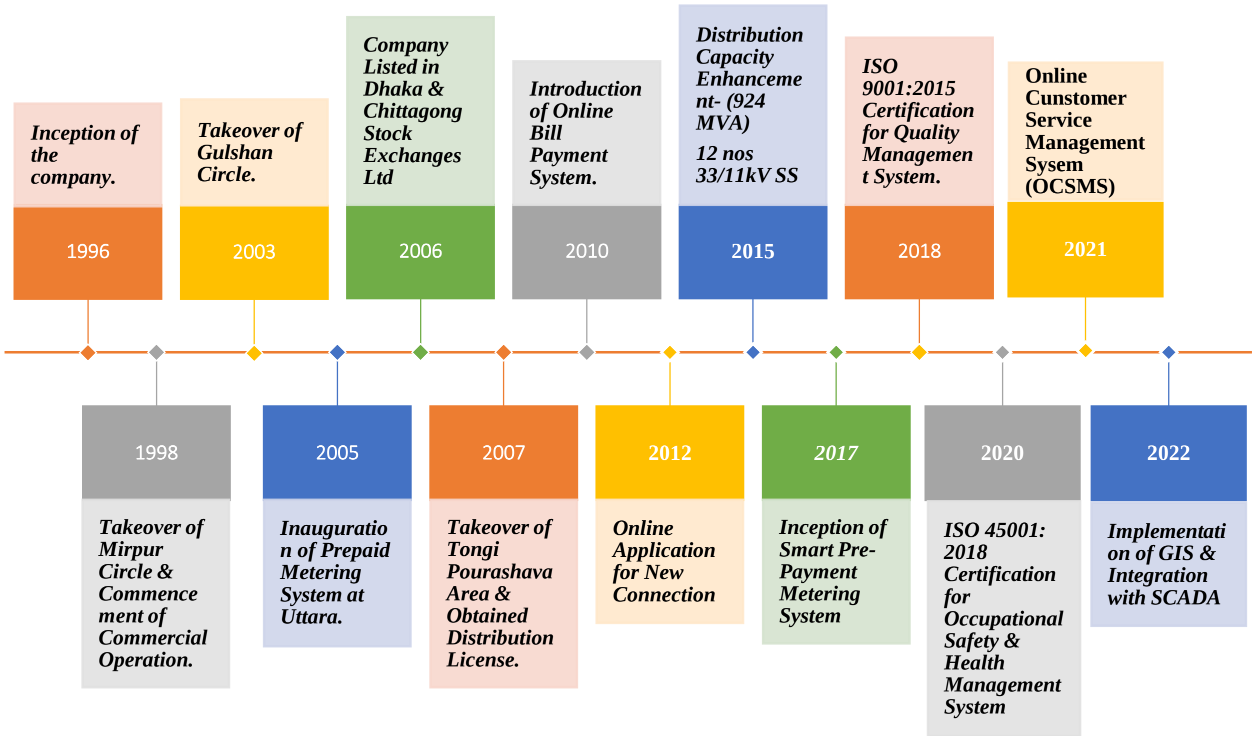

ডেসকো'র অর্জিত পুরস্কারসমূহঃ

DESCO awarded 1st Price by Power Division among the Distribution Utility

ICMAB Best Corporate Award-2019 (FY-2019-2020) SILVER AWARD

Innovation Showcasing Award 2019
By Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

Innovation Showcasing Award 2018
By Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

Best Organization Award in 4th Development Fair 2018 organized by Dhaka District Administration

Recognition for 100 percent ADP Implementation in 2017-18, by Power Division,
Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

Certificate of Appreciation

Large Taxpayers' Unit, Value Added Tax
expresses the heartiest felicitation to
Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO)
22/B, Faruk Sarani, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229
on the occasion of
VAT Day, 2021.

We acknowledge and appreciate your contribution in revenue for the people and the nation for the fiscal year 2020-2021.

12th December, 2021

Waheeda Rahman Choudhury
Commissioner
Large Taxpayers' Unit, Value Added Tax

DESCO Awarded Best VAT Paying Company
in FY 2020-21

BUREAU VERITAS Certification

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

HEAD OFFICE: 22/B, FARUK SARANI, NIKUNJA-2, DHAKA – 1229, BANGLADESH.

Standards

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Scope of certification

ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL MANAGEMENT FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT; PLANNING & IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT; OPERATION AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORKS, SUBSTATIONS AND SWITCHING STATIONS, TESTING & REPAIRING OF METERS, TRANSFORMERS AND ELECTRICAL EQUIPMENTS, MANAGEMENT OF CUSTOMER SERVICES AND COMMERCIAL ACTIVITIES IN DESCO AREA

Original cycle start date: 04 March 2020
Expiry date of previous cycle: Not Applicable
Certification Audit date: 21 January 2020
Certification cycle start date: 04 March 2020

Certificate No. IND.20.3067/IM/U Version: 1 Revision date: 04 March 2020

ISO 45001:2018 Certification for Occupational Health & Safety Management System

National Mobile Application Award 2016-Champion (Business and e-commerce Category)

Best Stall Award in Power and Energy Week 2018; Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

Best corporate award 2015 (Special Category) Awarded by Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB)

National Digital Innovation Award-2011 (e-Finance Category, Runner-up) Awarded by Ministry of Science and ICT, Govt. of People's Republic of Bangladesh and D-Net.

12th National Award for Best Published Accounts and Reports-2011 (First Prize,Service Sector Category) Awarded by Institute of Chartered Accountants of Bangladesh

ডেসকো'র বিগত ১৩ বছরের অর্জনঃ

ক্রম	বিবরণ	জুন ২০09	মার্চ ২০২২
১	গ্রাহক সংখ্যা (জন)	৪,৪৬,১২৯	11,42,242
২	প্রি-পেমেন্ট/স্মার্ট মিটার (সংখ্যা)	10,150	৬,০৭,৭১২
৩	সিস্টেম লস (%)	8.86	৫.৫৮
৪	বকেয়ার সমমাস	২.৭4	১.৪১
৮	সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৬২২	১০৬৯
৯	১১ কেভি ফিডার (সংখ্যা)	২১২	৪১১
১০	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)	৩৩৩০.০৫	৫২৩৪.৫
১১	বিতরণ উপকেন্দ্র (এমভিএ)	৭৭০/১০৭৮	২৯০০/৪০৬০

- গ্রাহক সংখ্যাঃ

সকল গ্রাহকের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ডেসকো আধুনিক উপকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট রয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ৪,৪৬,১২৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে 11,42,242 (মার্চ, ২০২২) তে দাঁড়িয়েছে।

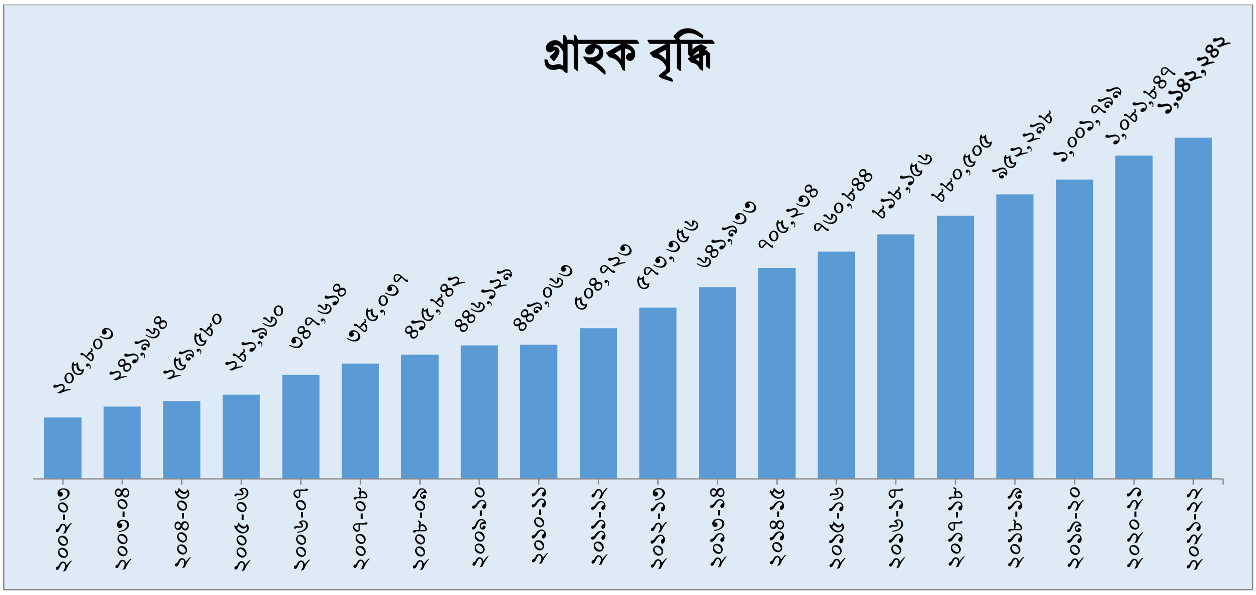

- টারিফ অনুযায়ী গ্রাহক সংখ্যাঃ

বিষয়	গ্রাহকের ধরন					
	গৃহস্থালি	সেচ	বাণিজ্যিক	শিল্প	অন্যান্য	মোট গ্রাহক
২০২১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা	৯,৮৬,৪৭১	৩৭	৭২,৬৬৩	৩,৭৭৫	১৮,৮৫২	১০,৮৫,৬১৬
মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা	৬,৬৭৬	০	১৭৪	৬	৫৪৭	১১,৪২,২৪২

- বিতরণ লাইনঃ

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা
১৩২ কেভি লাইন	৫১.৩১ সার্কিট কিঃমিঃ (ভূ-গর্ভস্থ)
৩৩ কেভি লাইন	৬১৫.৫০ সার্কিট কিঃমিঃ (ভূ-গর্ভস্থ)
১১ ও ০.৪ কেভি লাইন	৪,৬৬৫.৩০ সার্কিট কিঃমিঃ (ভূ-গর্ভস্থ ৬৬১ কিঃমিঃ)
সর্বমোট	৫,৩৩২.১১ কিঃমিঃ

- বিতরণ উপকেন্দ্রঃ

ডেসকো-র আওতাধীন মোট বিতরণ উপকেন্দ্র ৬০ টি। তন্মদ্ধে ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড রয়েছে ০৭ টি এবং ৩৩/১১ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র রয়েছে ৫৩ টি। ফলে বর্তমানে ডেসকো-র সম্মেলিত বিতরণ সক্ষমতা ২৯০০/৪০৬০ এমভিএ।

- সিস্টেম লস ও বিদ্যুৎ বিলের বকেয়াঃ

অর্থ বছর	সিস্টেম লস	বকেয়া সমমান
2010-11	8.79	2.43
2011-12	8.54	2.22
2012-13	8.44	1.95
2013-14	8.41	1.87
2014-15	8.37	1.85
2015-16	8.03	1.61
2016-17	7.24	1.69
2017-18	7.18	1.62
2018-19	7.11	1.64

2019-20	6.32	1.99
2020-21	5.58	1.30
2021-22 (মার্চ '২০22)	5.19	1.26

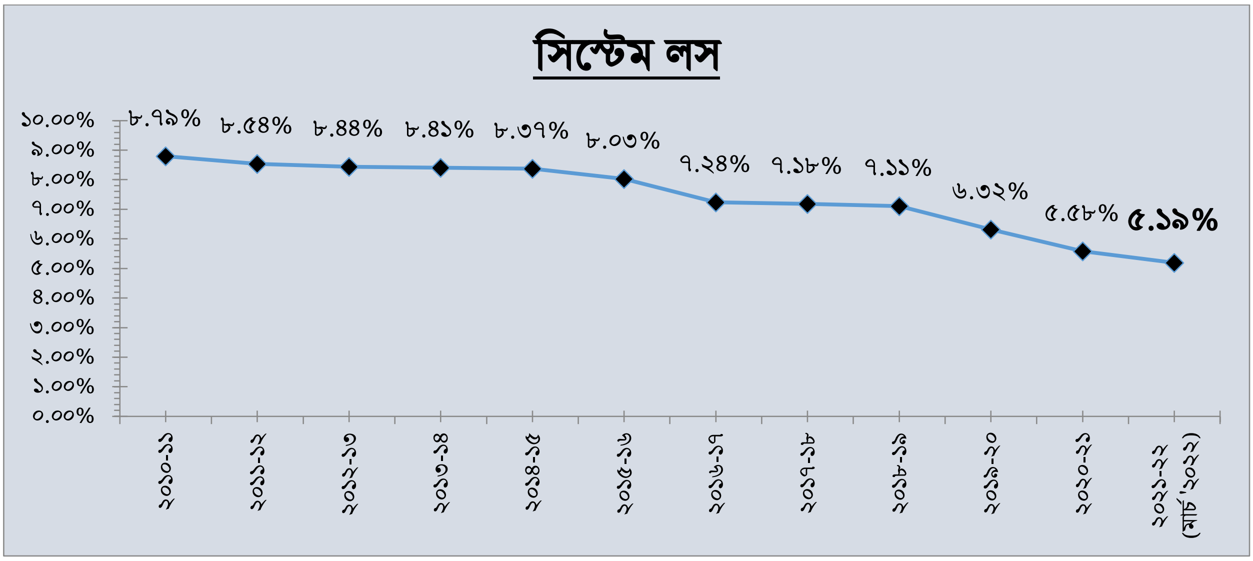

"শতভাগ বিদ্যুতায়ন" লক্ষ্যে ডেসকো-র কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিঃ

দীর্ঘ একুশ বছরের পথ পরিক্রমায় জনসেবা প্রদানে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) অনেক আগেই সরকার ঘোষিত শতভাগ বিদুতায়নের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে গেছে। অধিগ্রহনের পর থেকেই ডেসকো তার ভৌগোলিক এলাকায় লাইন নির্মাণ, বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ করে আসছে এবং সকল অধিবাসীকে আধুনিক ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ডেসকো গত পাঁচ বছর যাবত মূল্যায়নের সবকটি সূচকের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে। উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডেসকো'র বাস্তবায়িত কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরুপঃ

- **সেবার মান বৃদ্ধি :**

ক) **বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ:** বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজীকরনের লক্ষ্যে ডেসকো মার্চ ২০০৯ হতে মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।

অন-লাইনের মাধ্যমে: গ্রাহকগণ এখন ইন্টারনেট/অনলাইন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। বর্তমানে ডেসকোর ৫০ শতাংশের অধিক পরিমান গ্রাহক ৪৭ টি বানিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য অনলাইন এর পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে এ সুবিধা গ্রহণ করছেন। এই পরিসেবার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে।

মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে: গ্রাহক অ্যাপসের মাধ্যমে মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ গ্রাহকের নিজ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান ম্যাপ দেখতে পারেন। বর্তমানে পোস্টপেইড, প্রিপেইড সকল ধরনের গ্রাহক এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। এই সেবার মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা এখন গ্রাহকের হাতের মুঠোয়।

মোবাইল ফিইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে: ডেসকো'র স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের গ্রাহকগণ নেক্সাস পে, বিকাশ, রকেট, শিওর ক্যাশ, মাইক্যাশ, টি ক্যাশ এবং Credit Card এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করছেন। ডেসকো'র মোট প্রি-পেইড গ্রাহকের ৬০ ভাগ, পোস্ট-পেইড গ্রাহকের ৩৫ ভাগ এই পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করছেন।

POS ভেন্ডিং এর মাধ্যমে: সম্প্রতি ডেসকো প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের জন্য সাউথ ইস্ট ব্যাংক এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক এর সহায়তায় গ্রাহক স্থাপনার নিকবর্তী এজেন্ট এর মাধ্যমে POS ভেন্ডিং চালু হয়েছে। প্রায় ৬০০ এর অধিক এজেন্ট পয়েন্ট হতে প্রি-পেইড মিটারের গ্রাহকগণ অতি সহজে রিচার্জ সুবিধা উপভোগ করছেন। ইতোমধ্যে আরও কয়েকটি ব্যাংকের সাথে POS ভেন্ডিং এর কারিগরি ইন্টিগ্রেশন চলমান আছে।

খ) **অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন:** ডেসকো বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে (ocsms.desco.org.bd:8080) তার সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। গ্রাহকগণ বর্তমানে অনলাইন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তার ফাইলের চলমান অগ্রগতি সর্ম্পকে অবহিত হতে পারেন, পাশাপাশি ডেসকো থেকে নথির গৃহীত কার্যক্রম এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করা হচ্ছে। নতুন সংযোগের আবেদনের ক্ষেত্রে দলিলাদী জমা দেওয়া থেকে শুরু করে টাকা জমা দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

গ) **অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:** বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ডেসকো কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহক কাঙ্খিত সেবা হতে বঞ্চিত হলে অথবা বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্রে দাখিল করতে পারেন। স্থাপিত কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্রে যে কোন গ্রাহক স্ব-শরীরে, ফোন, ফ্যাক্স, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন। একইসাথে সেবার মান নিশ্চিতকল্পে গ্রাহকদের মতামত (Feedback) গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শর্টকোড (১৬১২০) ভিত্তিক (Hotline) কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয় এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে।

ডেসকো'র সকল বিওবি বিভাগে কম্পিটারাইজড এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বাণিজ্যিক অভিযোগসমূহ গ্রহণ করা হয়। এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রগুলোতে গ্রাহকদের জন্য বসার সুব্যবস্থা রয়েছে, কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে কিউ মেইনটেইন করা হয়। ফিডব্যাক ডিভাইসের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট থেকে সেবা সম্পর্কিত ফিডব্যাক গ্রহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঘ) **অনলাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ:** ডেসকোতে অনলাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালু আছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তাপত্র প্রাপ্ত হবেন। ডেসকো সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

ঙ) **Enterprise Resources Planning (ERP):** ডেসকো বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিদ্যুৎখাতে আইসিটি উন্নয়নে পরিকল্পনা "ICT Road Map for Bangladesh Power Sector" বাস্তাবায়ন করার লক্ষ্যে; সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) এর ০৪টি মডিউল ১) এইচ.আর, ২) প্রকিউরমেন্ট, ৩) ফিন্যান্স, ৪) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এর বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চ) **ওয়েব সাইট (www.desco.org.bd ও www.desco.gov.bd):** ডেসকো’র নিজস্ব ওয়েবসাইট এ সিটিজেন চার্টার ও লোড ম্যানেজমেন্ট সহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হয়। এখানে SSL এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের তথ্য বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd) ডেসকো’র গ্রাহক সেবার স্বার্থে সকল তথ্যাদি প্রদান নিশ্চিত করে।

ছ) **সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন:** ডেসকো নিজ উদ্যোগের এবং বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে (www.facebook.com/desco.org.bd)।

জ) **ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট:** ডেসকোর সকল বি ও বি বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে যে সমস্ত গ্রাহক সেবা নিতে আসেন তাদেরকে প্রদত্ত সেবা মূল্যায়নের জন্য একটি ফিডব্যাক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যা কেন্দ্রীয়ভাবে ড্যাশবোর্ডে মনিটরিং করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সেবাদানকারীর কর্মদক্ষতা যাচাই ও অভিযোগ শ্রেণিবিন্যাস করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সিস্টেমটি ফিডব্যাক এর পাশাপাশি কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসাবেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঝ) **মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ গ্রাহকগণের জন্য বিওবি-তে সুব্যবস্থাঃ** ডেসকো’র প্রতিটি বিওবি বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদানের জন্য কাউন্টার স্থাপন এবং সিনিয়র সিটিজেন এবং অসুস্থ গ্রাহকগণের জন্য বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগসমূহে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঞ) **ডেসকো’র ভ্রাম্যমাণ সেবাকেন্দ্র চালুঃ** “মুজিববর্ষ, ডেসকো’র সেবা বর্ষ”। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সকল প্রকার সেবা সর্ব সাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডেসকো বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে একটি “ভ্রাম্যমান সেবা কেন্দ্র”। ডেসকোর ৪টি জোনের অধীন মোট ১৬টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের জন্য ০৪ টি Pick-up গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি সাব জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস হতে ৪টি বিওবি বিভাগের জন্য মাসিক ভিত্তিতে রোষ্টার প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি বিওবি বিভাগ হতে ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী প্রয়োজনীয় সকল ইকুইপমেন্ট ও লিফলেট/ ডকুমেন্ট সহ উক্ত ভ্রাম্যমান গাড়ির সাথে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে ১৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ডিউটি করেন। মোবাইল সেবার মাধ্যমে নতুন সংযোগ ও পদ্ধতি পরিচালন, বাণিজ্যিক পরিচালন শাখার বিল কম-বেশী, মিটারফার্ষ্ট/নষ্ট, হিসাবের নাম পরিবর্তন ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। গত জানুয়ারী ২১ হতে এ যাবত বিভিন্ন বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২,৩১৯ টি সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৭,৮৩২ টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

- **আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা:**

ক) GIS: আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নিমিত্ত Geographical Information System (GIS) ম্যাপিং এর কার্যকম চলমান।মাঠ পর্যায়ে Asset Management বাস্তবায়ন সহ আউটেজ ম্যানেজমেন্ট, ফল্ট টলারেন্স,ত্রুটি নিরুপণসহ আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমেগ্রাহক সেবার মান সুনিশ্চিত করাসম্ভব হবে।ফিডার ভিত্তিকসার্ভে কার্যক্রম আনুমানিক ৯০শতাংশ শেষ হয়েছে।আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

খ) **স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ:** বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ঝামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডেসকো স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি বাস্তাবায়ন করেছে, এই ব্যবস্থার ফলে সম্মানিত গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহ ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত গ্রাহক ভোগান্তির অভিযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ডেসকোর আওতাধীন এলাকায় প্রায় ৬,০,৭১২ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-প্রেইড মিটারিং এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট মিটার সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ) **ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থাঃ** সরকারের ঘোষিত **‘ভিশন-২০৪১’** বাস্তবায়নে ডেসকো এলাকার Electrical Infrastructure বৃদ্ধির লক্ষ্যে মর্ডান গ্রীড সাব-ষ্টেশন নির্মাণ, ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম আপগ্রেডেশান, SCADA System, আন্ডারগ্রাউন্ড সাব-ষ্টেশন নির্মাণসহ AMI (Advance Metering Infrastructure) সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে ডেসকোতে শুরু হয়েছে।

- **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:**

ক) **মাসিক সমন্বয় সভাঃ** প্রতিমাসে ডেসকো’তে একটি করে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডেসকো’র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ডেসকো’র সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়, প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক মহোদয়, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপমহাব্যবস্থাপক মহোদয় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক মহোদয়ের উপস্থিতিতে শেষমাসের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ এবং চলতি মাসের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ডেসকো’র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নির্ধারিত হয়।

খ) **স্টোর ব্যবস্থপনা:** বর্তমানে ডেসকোতে ওয়েববেইজড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু আছে। এ পদ্ধতি চালুর ফলে সম্পদের অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং একই সাথে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। সুষ্ঠু স্টোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ) **ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা:** ক্রয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে সিপিটিইউ এর মাধ্যমে ডেসকো ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

ঘ) **গণশুনানিঃ** গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির জন্য বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগসমূহে প্রতিমাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে একবার এলাকাভিত্তিক গণশুনানির অনুষ্ঠিত হয়। গন শুনানির পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সকল বিওবি বিভাগকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

ঙ) **অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার:** বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ডেসকোতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে এসেছে। ক্রমান্বয়ে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

চ) **টেলিফোন হটলাইন ও কলসেন্টার চালুঃ** বিগত ২০/০৭/২০২০ ইং তারিখ হতে টেলিফোন হটলাইন ও ডেসকো কলসেন্টার লাইভ অপারেশন শুরু হয়েছে। সম্মানিত গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট, পোস্ট পেইড বিল, প্রি-পেইড মিটার, নতুন সংযোগের তথ্যসহ অন্যান্য জরুরী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সপ্তাহের ০৭ দিন যে কোন সময় কলসেন্টারের ১৬১২০ নম্বরে ফোন করে জেনে নিতে পারছেন।

- **প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি:**

ক) **ই-নথি ব্যবস্থাপনা:** ডেসকো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তাবায়ন করেছে। পর্যায়ক্রমে অফিস সহকারী থেকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত ই-নথির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারী/আধাসরকারী দপ্তর এর ই-নথি ব্যবহার কার্যক্রমের ক্রমতালিকায় প্রথম ০৬ (ছয়) টি সংস্থার মধ্যে ডেসকো তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

খ) **অনলাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক একটি সমন্বিত অনলাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা ডেসকো এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্প পরিচালকগণ দ্রুত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে পারছেন বিধায় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও সহজতর হয়েছে।

গ) **ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালুকরণ:** ডেসকো এবং বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা বিশেষ করে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে মাসিক সমন্বয় সভায় ডেসকো নিজ অফিস থেকেই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

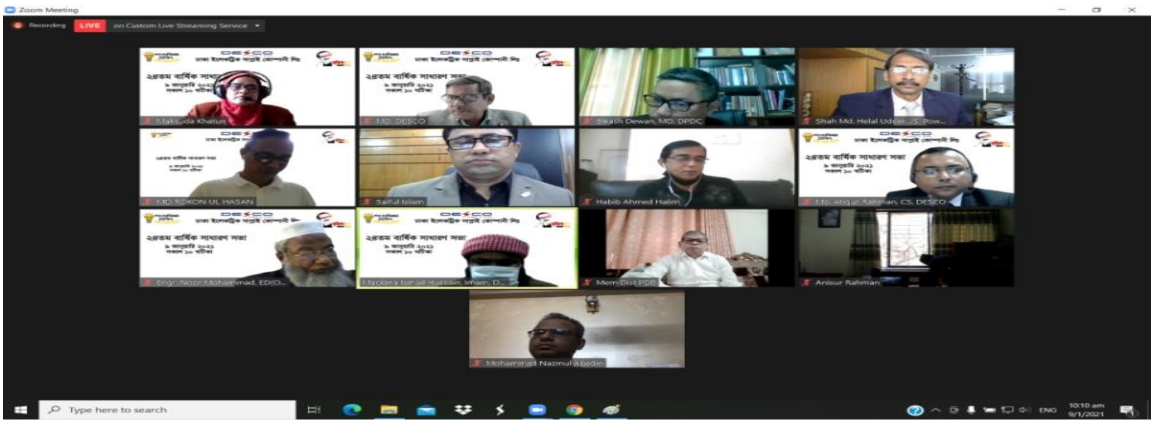

ঘ) **পিএমআইএস এন্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার চালুকরণ:** ২০০৭ থেকে প্রশাসন বিভাগে পিএমআইএস এন্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর সফটওয়্যার চালু আছে। ডেসকো সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত মোবাইল ট্রাকিং করে তাহার জন্য নির্ধারিত ট্রেনিং সিডিউলিং করা হয়ে থাকে। এর ফলে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের যে যে বিষয়ে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেই সকল বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা অর্জন করা হয়ে থাকে।

ঙ) **এপিএ বাস্তবায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সফটওয়্যার ব্যবহার:** ডেসকো কেবিনেট ডিভিশন এর নির্দেশনার আলোকে এপিএ বাস্তবায়ন সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এপিএ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ২০21-২২ অর্থ-বছরের এপিএ প্রণয়নসহ ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক অর্জন সফটওয়্যারে এর মাধ্যমে হালনাগাদ করা হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সফটওয়্যার ডেসকোতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- **ডেসকো'র কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্যঃ**

কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছেন (জন)	**কোভিড-১৯ শনাক্ত হওয়ার পর আরোগ্য লাভ করেছেন (জন)**	**বর্তমানে হাসপাতালে আছেন (জন)**	**বর্তমানে কোয়ারেন্টিন/ আইসোলেশনে আছেন (জন)**	**মৃত্যুবরণ করেছেন (জন)**
২৭১	২৫১	০	২০	নেই

- **কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ডেসকোর গৃহীত ব্যবস্থাসমুহঃ**
  - কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে বিনামুল্যে মাস্ক, পিপিপি ,হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন
  - দর্শনার্থীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অফিসে সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ এবং সকল দপ্তরে সাবান/স্যানিটাইজার দ্বারা হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ
  - মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান
  - কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ কিট সংগ্রহ এবং দুঃস্থদের সাহায্য বাবদ ৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান
  - ০৪ (চার) টি হাসপাতালে ২০ লক্ষ টাকার N-95 মাস্ক বিতরণ (সরকারী কর্মচারী , কুর্মিটোলা জেনারেল, কুয়েত মৈত্রী ও শেখ রাসেল গ্যস্ট্রোলিভার হাসপাতাল)
  - কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে Transformer স্থাপন ও অন্যান্য সেবা প্রদান
  - কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণের ব্যবহারের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থাকরণ
  - করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রদত্ত নির্দেশনা তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন
  - প্রত্যেক অফিসে "No Mask No Entry, No Mask No Service" সম্পর্কিত স্টিকার ও স্ট্যান্ড ফেস্টুন প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও তদারকিকরণ

- ডেসকো’র চ্যালেঞ্জ সমূহঃ
  - ভূ-গর্ভস্থ নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও রাজউকের সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা
  - আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে স্বাবলম্বি হওয়া
  - ভূ-গর্ভস্থ নেটওয়ার্ক স্থাপনে অর্থের সংস্থান
  - নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রাপ্তি
  - সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থা সমূহের পুঞ্জীভূত বকেয়া বিল আদায়
  - বিহারী ক্যাম্পের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করা
  - সরকারি সংস্থায় (DNCC/GCC/WASA) প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা
  - ডেসকো এলাকায় জায়গা সমূহের মালিকানা কাগজ এবং অধিগ্রহণ
  - ডেসকো কে আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা

- **ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড এর চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যঃ**

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থের উৎস	মন্তব্য
চলমান প্রকল্প					
01	ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্ক্যাডা) সিস্টেম স্থাপন	15219.98	(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০22)	এডিবি	চলমান
02	কনস্ট্রাকশন অব 132/33/11 কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রিড সাবস্টেশন অ্যাট গুলশান ইন ঢাকা।	95097.33	(01/07/2018-31/12/2023)	জাইকা	চলমান
03	ডেসকো এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প ।	18650.25	(01/07/2018-30/06/2023)	জিওবি	চলমান
04	জিআইএস বেসড এ্যাপ্লিকেশন (মাস্টার প্ল্যান 2041 অন্তর্ভূক্ত)	3100.00	(01/05/2019-31/03/2022)	ডেসকো	চলমান
05	ডেসকো’র প্রধান কার্যালয় নির্মাণ	24500.00	(31/12/20-30/06/2023)	ডেসকো	চলমান
06	Consultancy Services for Feasibility Study for Modernize Underground Distribution Network in DESCO Area	3048.00	(31/12/20-30/06/2022)	ডেসকো	চলমান
০৭	ঢাকাস্থ ডেসকো এলাকায় বৈদ্যুতিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং ক্ষমতাবর্ধন	227247.73	(01/07/2022-৩১/১২/2025)	এডিবি	একনেকে অনুমোদন হয়েছে

	<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u> - নতুন ১৩২/33/11 কেভি উপকেন্দ্র ০৪ টি - নতুন 33/11 কেভি উপকেন্দ্র 0৪ টি - 33 কেভি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ৫০ সার্কিট কিঃমিঃ - 11 কেভি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ১১০ কিঃমিঃ - - 11/0.4 কেভি লাইন নির্মাণ ২৫০ কিঃমিঃ				
নতুন প্রকল্প (2022-2030)					
07	কনভারসন ফ্রম AIS to GIS ইন টঙ্গী Substation	4650.00	(01/07/20২2-31/12/2024)	ডেসকো	দরপত্র প্রনয়নের কাজ চলমান।
0৮	পুর্বাচল নতুন শহরে Overhead Line কে Underground Line এ রুপান্তর	583032.30	(01/07/2023-30/06/2028)	পিপিপি	পিডিপিপি বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
০৯	Expansion and Strengthening of Electrical Distribution System through Underground Network in Uttara 3rd Phase under DESCO	298537.38	(01/07/2024-30/06/2028)	পিপিপি	পিসিপি বিদ্যুৎ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে

- **নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ডেসকো কর্তৃক গৃহীত কাh©ক্রমঃ**

“পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬” অনুযায়ী নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ অহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি’ 202২ মাস পর্যন্ত ডেসকো’র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৩১,১৮৩ জন গ্রাহকের স্থাপনায় মোট 3৬.৭৭ মেগাওয়াট-পিক ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহকগণ সোলার সিস্টেম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি ব্যবহার করছেন। এছাড়া ডেসকো’র নিজস্ব ভবনসমূহে ২টি ইজি বাইক চার্জিং স্টেশন সহ মোট ২৬০ কিলোওয়াট-পিক ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যা ডেসকো’র স্থাপনা সমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থাপিত সোলার সিস্টেমকে কার্যকরী এবং আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে “নেট মিটারিং গাউড লাইন-২০১৮” এর আলোকে ইতোমধ্যে 3৭২ জন গ্রাহকের ভবনের মোট 2.৪৯ মেগাওয়াট-পিক সোলার সিস্টেম “নেট মিটারিং” এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ডেসকো’র আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং আন্যন্য সরকারী ভবন OPEX (*3য় পক্ষ কর্তৃক সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ*) মডেলে সোলার সিস্টেম স্থাপনসহ নেট মিটারিং করার কাজ চলমান আছে।

- **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):**

ডেসকো লিমিটেড এর বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের জন্য নিরাপদ, মানসম্মত, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ KPI লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ডেসকো ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে APA স্বাক্ষর করা হয়।

বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস কমানো, নতুন সংযোগ প্রদান, প্রি-পেইড ও নেট মিটার স্থাপন, SAIDI, SAIFI, পাওয়ার ফ্যাক্টর, গণশুনানী, Collection Bill Ratio, Quick Ratio ইত্যাদি বিষয়ে KPI অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী কার্যসম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল দপ্তরের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে APA Team মাসিক সভায় মিলিত হয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে ডেসকো লিমিটেড এর পারফরমেন্স উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১9-20 অর্থবছরে APA বাস্তবায়ন হার 96.3 ভাগ এবং ২০20-2১ অর্থবছরে APA বাস্তবায়ন হার ৯5.2 ভাগ।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে নগরায়ন, কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন, ব্যবসা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখবে। তদুপরি, আর্থিক এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করতে কম্পিউটিং, কোডিং এবং মোবাইল প্রযুক্তির শক্তি ব্যবহার করা হবে, যা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হবে। ডিজিটালাইজেশন, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বীমা, সর্বজনীন পেনশন প্রকল্পের মতো নতুন প্রোগ্রাম সরবরাহ করা হবে। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ, ট্যাক্স আদায় প্রশস্তকরণ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং কর সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হবে। উন্নত পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য মৌলিক সেবা, জমির রেকর্ড, এক অবস্থানে সেবা ছাড়পত্র এবং ই-গভার্নেন্স করা হবে।

জনসেবা প্রদানে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডেসকো তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা, অফিস পরিচালন এবং গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেসকো তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তৃত করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডেসকোতে ইতিমধ্যে অনলাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরন, ERP (Enterprise Resources Plan), ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, অনলাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, এপিএ বাস্তবায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সফটওয়্যার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ডেসকো'র দক্ষ আইটি প্রকৌশলীগণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অ্যাপ এবং সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে। তথ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে Master Information Center (MIC) এর মাধ্যমে SSL (Secure Socket Layer) নিরাপত্তা, এন্ট্রিলেভল ফায়ারওয়াল, ক্লাউডবেস স্পাম মেইল ফিল্টার সমূহ চালু করছে। ষ্টোর ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। সরকারের ঘোষিত ভিশন বাস্তবায়নে ডেসকো এলাকার Electrical Infrastructure বৃদ্ধির লক্ষ্যে মর্ডান গ্রীড সাব-ষ্টেশন নির্মাণ, ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম আপগ্রেডেশান, SCADA System, আন্ডারগ্রাউন্ড সাব-ষ্টেশন নির্মাণসহ AMI (Advance Metering Infrastructure) সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে ডেসকোতে শুরু হয়েছে। এরই সফলতা হিসাবে গত অর্থ বছরে ডেসকোর সিস্টেম লস নেমে এসেছে 5.58% যা আগামী দিনে ৪.৫০% এ নেমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তাছাড়া বিসিক শিল্প নগরী এবং টঙ্গী শিল্প এলাকা ডেসকোর আওতাভুক্ত হওয়ায় টঙ্গী কে "পরিকল্পিত শিল্প এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। টঙ্গী এলাকার গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষে এবং উক্ত এলাকায় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি , গ্যাস সংযোগ বন্ধের কারণে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে বিদ্যুৎ ছাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ডেসকো ২০৪১ সাল পর্যন্ত টঙ্গী শিল্প এলাকার প্রক্কেপিত মোট লোড ১১৫৬ মেঃ ওঃ নিরূপণ করেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং বর্ণিত এলাকায় ওভার হেড ও ভূগর্ভস্ত লাইন নির্মাণের জন্য আশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ডেসকোর নিজস্ব অর্থায়নে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। উক্ত প্রকল্প সমূহ শেষ হলে উক্ত এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ আরও শক্তিশালী হবে, ডেসকো কর্তৃক টঙ্গী শিল্প গ্রাহকদের নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পায়নের ছোঁয়ায় অর্থনীতির মজবুত ভিত গড়তে দেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। সাধারনত প্রতি ১.৫% Electricity Growth এর জন্য ১.00% GDP Growth হয়। বিদ্যুৎ এর ছোঁয়ায় দেশব্যাপী শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় যা দেশে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক। তাই, শিল্পনির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎখাতকে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। করোনার প্রকোপে সমগ্র বাংলাদেশ যখন স্থবির হওয়ার আশঙ্কায়, তখনও জরুরী সেবাখাত হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। অতএব বিদ্যুৎ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে পালন করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্লাইমেট ইস্যু/ কার্বন ইমিশন কে বিবেচনায় রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি গোলসমূহ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে বিনির্মাণের জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ থেকে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট উৎপাদন হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় **বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' প্রদান করেছে।** এ অর্জন আমাদের সকলের গর্ব।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো; স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এসে সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে উন্নত সেই বাংলাদেশের দিকে। মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ‘রূপকল্প ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়নের পর এখন পরবর্তী লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০৪১’। ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ এখন আর প্রতিশ্রুতি নয়। বিদ্যুৎ এখন পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় লোডশেডিং এখন এক রূপকথার গল্প।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো লিঃ)

১। ওজোপাডিকো’র পটভূমি

আধুনিক জীবন যাপন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকোলিঃ) বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলসহ মোট ২১টি জেলা শহর এবং ২০টি উপজেলা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উন্নয়ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ সেক্টরকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ‘কোম্পানি আইন ১৯৯৪’ এর আওতায় ০৪ নভেম্বর ২০০২ তারিখে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সংক্ষেপে ওজোপাডিকো গঠিত হয়। পরবর্তীতে সকল প্রক্রিয়া শেষে গত ০১ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে স্বাধীনভাবে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

২। ওজোপাডিকো’র ভিশন

ওজোপাডিকো এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুণগত মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে কাংখিত আর্থিক, সামাজিক ও জনকল্যাণ সাধন করে ওজোপাডিকোলিঃ বাংলাদেশের একটি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হবে।

৩। ওজোপাডিকো’র মিশন

- পেশাগত সেবার উৎকর্ষতার মাধ্যমে যথাযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ২০২১ সালের মধ্যে ওজোপাডিকো এলাকার ২১ টি জেলা ও ২০ টি উপজেলা শহরের সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনা।
- বিশেষ দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের উন্নত, গুণগত মানসম্পন্ন ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- প্রয়োজন মাফিক পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের উন্নতি সাধন করা।
- সফল বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় বৃদ্ধি, ব্যয় এবং সিস্টেম লস হ্রাস নিশ্চিত করণ।

৪। ওজোপাডিকো’র ভৌগোলিক এলাকা ও একনজরে অর্জন

1	ভৌগোলিক এলাকা	খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল।
২	পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেলের	খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী।
৩	ইএসইউ এর সংখ্যা	৪৮ টি
৪	ভৌগোলিক আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	৪১৯০.২০ বর্গ কিলোমিটার
৫	মোট গ্রাহক সংখ্যা (মার্চ-২০২২ পর্যন্ত)	১৪,১২,৩৭০ জন

৬	প্রি-পেইড গ্রাহক (মার্চ-২০২২ পর্যন্ত)	৩,৮৯,৯৪২ জন
৭	সিস্টেম লস (মার্চ/২২ পর্যন্ত)	৭.০২%
৮	**বিতরন উপকেন্দ্র ও লাইন**	
	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	৭২ টি, ১৭৯৩.৪৫ এমভিএ
	৩৩ কেভি লাইন	১,৮৮৪.১০ কিঃ মিঃ
	১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন	১০,৫১০.০০ কিঃ মিঃ
	মোট	১২,৩৯৪.১০ কিঃ মিঃ
৯	১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মার	৯৮৩২ টি, ১৮২৩.৩৫৫ এমভিএ
১০	সর্বোচ্চ চাহিদা	অফপিক - ৬৪০.০ মেঃ ওঃ এবং পিক - ৬৬৭.০ মেঃ ওঃ।
২১	সোলার স্থাপনা	নিজস্ব স্থাপনা- ১১৪ টি - ৩২.৪১২ কিঃ ওঃ পিক, গ্রাহক পর্যায়ে- ৩০৬৩ টি- ৯৯৩.৪৪০ কিঃ ওঃ পিক
১২	নেট মিটার স্থাপনের সংখ্যা	২৩৬ টি, ১১০০.১১ কিঃ ওঃ পিক

খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে ওজোপাডিকো'র ভুমিকা/কার্যক্রমঃ

গ্রিড এলাকাঃ

বিগত ৩ বছরে ৮০০.০ কিঃমিঃ নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং ২৫৩.০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনসহ আনুসাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ওজোপাডিকো'র আওতাধীন ২১ টি জেলার সদর উপজেলা এবং ২০ টি উপজেলা সদরসহ মোট ৪১ টি উপজেলার মধ্যে গ্রিড এলাকার ৪০ টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়িত জেলা/উপজেলার তালিকা নিম্নরুপ:

ক্রম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
1.	খুলনা	খুলনা সদর
2.		ফুলতলা
3.	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর
4.		মংলা
5.	যশোর	যশোর সদর
6.	নড়াইল	নড়াইল সদর
7.	মাগুরা	মাগুরা সদর
8.	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
9.	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
10.		কুমারখালী
11.		ভেড়ামারা
12.	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
13.		আলমডাঙ্গা
14.	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
15.		কালীগঞ্জ
16.		কোটচাদপুর
17.		মহেশপুর
18.		শৈলকুপা
19.	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
20.	শরিয়তপুর	শরিয়তপুর সদর

ক্রম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
21.	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
22.		ভাঙ্গা
23.		মধুখালী
24.		সদরপুর
25.	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
26.		পাংশা
27.		গোয়ালন্দ
28.	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর
29.	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
30.	বরিশাল	বরিশাল সদর
31.	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর
32.		নলছিটি
33.		কাঠালিয়া
34.	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর
35.		ভান্ডারিয়া
36.	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর
37.	ভোলা	ভোলা সদর
38.		বোরহানউদ্দীন
39.		চরফ্যাশন
40.	বরগুনা	বরগুনা সদর

অফগ্রিড এলাকাঃ

ওজোপাডিকো'র আওতাধীন শুধুমাত্র মনপুরা উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়নি। মনপুরা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও অফ-গ্রীড এলাকা। বর্তমানে ওজোপাডিকো'র নিজস্ব জেনারেশন, ৩ টি সোলার মিনি গ্রীড এবং সোলার হোম সিস্টেম এর মাধ্যমে 42.22% জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় ১১,৮৩৫ (এগার হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ) জন অবিদ্যুতায়িত আছে।

- বর্তমানে ৩(তিন)টি জেনারেটরের (১৬৫০ কেভিএ) মাধ্যমে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা হতে রাত ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

- শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে Western Renewable Energy (Pvt.) Limited (WREL) কর্তৃক IPP মডেলে ০৩ মেঃওঃ (AC) সোলার-ব্যাটারি-ডিজেল হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত PPA & IA প্রস্তুত করা হয়েছে। যা আইন মন্ত্রণালসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।

- জাতীয় গ্রীড হতে মনপুরা দ্বীপে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে DETAILS FEASIBILITY STUDY এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) এর সাথে গত ০৪/০১/২০২২ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। IWM প্রথম Inception Report দাখিল করেছে।

- মনপুরা শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিতরণ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে ৪৬১ (চারশত একষট্টি) কোটি টাকার খসড়া ডিপিপি প্রস্তুত পূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। যার পিইসি সভা আগামী ১৭/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

- ১৪৭৩ টি পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও মনপুরা দ্বীপে অবস্থিত ৩(তিন)টি মিনি-গ্রিড হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয়পূর্বক আওতাধীন গ্রাহকগণকে গ্রিড এলাকার গ্রাহকের ন্যায় BERC কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

<u>গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ</u>

অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং অপ্রতিরোধ্য গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সব সময়েই, সব দেশেই, সব জনপদে। দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহঃ

- আমাদের বাংলাদেশে মানুষের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে।

- বর্তমানে ছোট বড় সব ধরনের চালকল থেকে শুরু করে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থাকরণ, হাঁস মুরগির খামার, যন্ত্রচালিত যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহারের ফলে উদ্যোক্তাগণ লাভবান হচ্ছে।

- স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ শেষে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জীবনমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে। বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করায় কলকারখানায় ভরে উঠবে ওজোপাডিকো'র আওতাধীন এলাকা। শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য-সেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে।

- বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোক্তারা যুক্ত হওয়ায় এ খাতে একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এখাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

- শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে আশানুরুপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্পাঞ্চলসমূহের শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- খুলনা এলাকার চিংড়ি শিল্পসহ রপ্তানিখাতে যে বড় ধরণের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিল্প-হাব এলাকার রপ্তানিমুখী শিল্পে লোড শেডিং মুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

- এছাড়াও বিদ্যুতের অতিরিক্ত যোগান অর্থনীতির অন্যান্য খাতে যেমন- বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেবা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করেছে। ফলে বৈশ্বিক মন্দা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও জাতীয় প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশে বহাল রেখে উন্নত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

- ❖ পদ্মা সেতু চালু হলে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের ভাগ্য বদলে যাবে। এর ফলে মোংলা বন্দরের সঙ্গে রাজধানীসহ সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব সুবিধা সৃষ্টি হবে। এছাড়াও খান জাহান আলী বিমানবন্দর, খুলনা-মোংলা রেললাইন নির্মিত হলে মোংলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিদ্যুৎ প্রদানের ফলে মোংলা বন্দর এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

পদ্মাসেতু নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর পায়রা বন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বড় ভূমিকা রাখবে। উক্ত এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে শুধু বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য নয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও বেস্ট ডেস্টিনেশন হবে পটুয়াখালী।

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড

"বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে।"

-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান (জুলাই, ১৯৭৫)

যেকোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার নাগরিকগণ। রাষ্ট্র তার নাগরিকগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে যে সকল সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে তার মধ্যে বিদ্যুৎ অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও নাগরিকের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগত দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২য় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৬।

(ক) নেসকো'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জনঃ

পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প – ২০২১ এর আওতায় "ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" ও "সবার জন্য বিদ্যুৎ" এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ খাতের পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ক্ষেত্রের জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করতে ১লা অক্টোবর, ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রচলিত আইন কাঠামোর মধ্যে নেসকো লিঃ এর সামগ্রিক পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালক দ্বারা বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী, নেসকো লিঃ এর কৌশলগত কার্যক্রম একটি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকগণ।

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান। নেসকো লিঃ উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার আওতাধীন ৩৯ টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলের প্রায় ১৮ লক্ষ গ্রাহক গণকে ৫৫ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ, অধিকতর উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্জন:

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে ধারণ করে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের সমৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যক্ষভাবে অভিভাবকত্ব করছেন গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হয়ে। তাঁরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দেশের চলমান অগ্রযাত্রায় সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এই বিভাগের আওতাধীন উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলো। নেসকো লিমিটেডও এই কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশের উত্তরবঙ্গের নেসকো'র আওতাধীন এলাকার ১৮ লক্ষাধিক গ্রাহককে ৫৫ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎসেবা দিয়ে চলেছে

নেসকো। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি। বিদ্যুৎসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটির অর্জনসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপাত্তের মধ্য দিয়েও নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়।

গ্রাহক সংখ্যা:

নেসকো লিমিটেড উত্তরবঙ্গের ২ বিভাগের ১৬ জেলার একটি বৃহৎ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে দায়িত্বরত। আওতাধীন এই এলাকায় জনসংখ্যা সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সার্বিকভাবে গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রতিকূলতার কারণে চিরায়ত কাল থেকে কৃষিনির্ভর এই জনগোষ্ঠীর জন্য সেচও হয়ে উঠেছে অনিবার্য। এসকল কারণে গ্রাহক সংখ্যার যে উর্ধগতি, নিম্নের ছকের মাধ্যমে তা স্পষ্টতই পরীলক্ষিত হয়।

<u>ছক-১: নেসকো লিমিটেড এর গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক</u>

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	গ্রাহকসংখ্যা
১	২০১৬-১৭	১২,৯৩,২৫৬
২	২০১৭-১৮	১৩,৭৮,২৫৮
৩	২০১৮-১৯	১৪,৭৭,৮৮৬
৪	২০১৯-২০	১৫,৬৮,৯৮২
৫	২০২০-২১	১৬,৮৯,২৯৫
৬	২০২১-২২	১৮,০০,১০০

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন:

বিদ্যুৎব্যবস্থাপনা এবং এর কাঠামোর গুণগত মান সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা সরবরাহ করতে অত্যন্ত জরুরি। উন্নত দেশ হবার জন্য যেই সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ একটি রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া প্রয়োজন তার জন্য উন্নত বিদ্যুৎ কাঠামো ও উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সেলক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে চলমান এই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে নেসকো লিমিটেডও গৌরবের সাথে সামিল হয়েছে।

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নেসকো লিমিটেডের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং নেসকো এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়, যা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ
- বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ
- বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনাপনায় জিআইএস প্রযুক্তি আনয়ন
- গ্রাহকপর্যায়ে স্মার্ট মিটার স্থাপন ইত্যাদি।

এসকল অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ:

বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলত উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের একটি নিবিড় সমন্বয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বিদ্যুৎ বিতরণ কাঠামোর ক্ষমতা ও গুণগত মানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি অবকাঠামো হলো ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র। এই উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ও কার্যকারিতার উপর গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে বিধায় নেসকো লিমিটেড ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। নেসকো লিমিটেড এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েও অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে নেসকো লিমিটেড চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে বেশ কিছু ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেসকো বিভিন্ন পর্যায়ে আরও কিছু উপকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে সামগ্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় যুক্ত হবে।

<u>ছক-২: নেসকো লিমিটেড এর উপকেন্দ্র সক্ষমতা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক</u>

বৎসর	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (সম্ভাব্য

								সমাপ্তিকাল বিবেচনায়)
মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা	58	58	63	63	64	78	88	93
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ ফোর্সড কুলিং)	860 / 1146	860 / 1146	890 / 1185	890 / 1185	920 / 1224	1203 / 1600	1272 / 1692	1586 / 2109
নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ ফোর্সড কুলিং)	466 / 620	466/ 620	486 / 646	486 / 646	486 / 646	784 / 1043	994 / 1322	1179 / 1568
মোট ক্ষমতা (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ফোর্সড কুলিং)	1326 / 1766	1326/ 1766	1376 / 1831	1376 / 1831	1406 / 1870	1987 / 2343	2266 / 3014	2765 / 3677

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ:

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থেকে গ্রাহক আঙিনা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ যেকোনো বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটির জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। গ্রাহকগণের বিচ্ছিন্নভাবে জনবসতি স্থাপন ও অনুমোদিত সড়কের বাইরে মাঠ এবং জনবসতির মধ্য দিয়ে নাগরিকদের এলোমেলো ভাবে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে যেকোনো বিচ্ছিন্ন জনবসতিকেও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের মাধ্যমে যুক্ত করা প্রয়োজন। সেসকল দিক বিবেচনায় রেখে নানামুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেছে নেসকো লিঃ। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আধুনিক ও মানসম্মত বিতরণ লাইনের পরিমাণ বৃদ্ধির চিত্র নিম্নের ছকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছক-৩: নেসকো লিমিটেড এর বিতরণ লাইন বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল বিবেচনায়)
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল (কিঃমিঃ)	8,721	10,498	10,840	11,713	12,458	12,655	15,386	15,494
নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল (কিঃমিঃ)	6,060	7,294	7,531	8,137	8,655	8,792	10,689	10,764
মোট (কিঃমিঃ)	14,781	17,792	18,371	19,850	21,113	21,447	26,075	26,258

বিতরণ ট্রান্সফর্মার:

যেকোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ট্রান্সফর্মার একটি জরুরি, সংবেদনশীল ও অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম যা অনেকক্ষেত্রেই গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ চাহিদার তারতম্যের কারণে ওভারলোড ও আন্ডারলোড হতে পারে। একদিকে ট্রান্সফর্মার আন্ডারলোড ও আনব্যালান্সড লোড যেমন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিপন্থী, অন্যদিকে ট্রান্সফর্মার ওভারলোড ট্রান্সফর্মার পোড়া ও নষ্ট হওয়া এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অন্যতম কারণ। উভয় দিক বিবেচনা করে বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নেসকো লিমিটেড এর আওতাধীন এলাকায় অত্যন্ত উর্ধমুখী কনজিউমার গ্রোথ থাকায় এবং বিদ্যুতের চাহিদাও অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ক্রয় দপ্তর হতে বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিতরণ ট্রান্সফর্মারের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তর হতে ট্রান্সফর্মারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য নেসকো লিমিটেডের আওতায় তিনটি রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ট্রান্সফর্মার সক্ষমতার বছরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলো।

ছক-৪: নেসকো লিমিটেড এর বিতরণ ট্রান্সফর্মার বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	2016		2021		2023	
	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল	4,113	7,57,400	6,454	12,69,400	8,525	16,56,600

নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল	2,761	4,83,400	3,494	6,34,800	6,252	12,27,900
সর্বমোট	6,874	12,40,800	9,948	19,04,200	14,777	28,84,500

বিদ্যুৎ চাহিদা:

নাগরিকের জীবনযাত্রার মান এবং কর্মচাঞ্চল্যের একটি বড় নির্দেশক বিদ্যুতের ব্যবহার। সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে নাগরিকজীবনে বর্তমানে যেমন বেড়েছে জীবনযাপনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একই সাথে বেড়েছে বিদ্যুতের চাহিদা। উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ হয়ে দাড়িয়েছে সেচের অন্যতম সমাধান। আর এই বৃহৎ জনপদে এই সবকিছুর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। নেসকো অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নীচের তথ্যছকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো।

ছক-৫: নেসকো লিমিটেড এর বিদ্যুৎচাহিদা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	2016	2017	2018	2019	2020	২০২১	২০২২
চাহিদা (মেগাওয়াট)	580	630	685	747	796	৮৫৬	৯২২
চাহিদা বৃদ্ধির হার (%)		8.62%	8.73%	9.05%	6.56%	৭.৫৪%	৭.৭১%

জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার:

জিআইএস প্রযুক্তি একটি আধুনিক ও গ্রাহকবান্ধব প্রযুক্তি যা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে। নেসকো লিমিটেড এর আওতাধীন এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে একটি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পটি নেসকো লিমিটেড এর সকল গ্রাহক, লাইন ও উপকেন্দ্রসহ সামগ্রিক সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে তা স্ক্যাডা ইন্টিগ্রেশন ও স্মার্ট গ্রিড বাস্তবায়নের জন্যও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যা ভবিষ্যতেও শতভাগ ও উন্নত বিদ্যুৎসেবা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম/ স্ক্যাডা:

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নাগরিকের জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি অন্যতম ধাপ। স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (SCADA ও DAS) বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় স্ক্যাডা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এলক্ষ্যে নেসকো ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা সম্প্রতি একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে।

গ্রাহক আঙিনায় স্মার্ট মিটার স্থাপন:

বিদ্যুৎ সেবা যেমন সকলের জীবনযাপনের জন্য আবশ্যক, ঠিক তেমনি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যও এটি প্রভাবক। এজন্য বিদ্যুৎ সেবা শতভাগ গ্রাহককে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সেবার প্রদানের উপায়টিকেও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেলক্ষ্যে গ্রাহকগণকে স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসার নীতিগত উদ্যোগ রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের। এরই ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মতো নেসকো লিমিটেডও সকল গ্রাহককে স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য তৎপর রয়েছে। ইতোমধ্যে, "নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প এর মধ্যে প্রায় লক্ষ স্মার্ট মিটার গ্রাহক আঙিনায় স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন বাকি মিটারগুলো খুব শীঘ্রই স্থাপন করা সম্পন্ন হবে। নেসকো এর অবশিষ্ট ১২ লক্ষ গ্রাহকগণকেও এই সুবিধার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আরও একটি প্রকল্পের উদ্যোগ একনেক এ অনুমোদনের লক্ষ্যে অপেক্ষমান রয়েছে।

রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লস:

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর জন্য সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব আদায় অত্যন্ত জরুরি ও চ্যালেঞ্জিং এবং একই সাথে তা রাষ্ট্রীয় সম্পদের সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। নেসকো লিমিটেড এই চ্যালেন্জ মোকাবিলায় সাফল্যের দাবীদার। এ সংক্রান্ত তথ্য নিচের ছকে প্রদান করা হলো।

ছক-৬: নেসকো লিমিটেড এর সিস্টেম লস ও রাজস্ব আদায় নির্দেশক তথ্যছক

সময়	২০১৬	বর্তমান
সিস্টেম লস	১১.৯১	১০.৪৮
কালেকশন/বিল রেশিও	৯৬.৪৯	৯৯.৪৫

(খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে নেসকোর ভূমিকাঃ

"শেখ হাসিনা'র উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। দেশের প্রতিটি ঘরে আজ পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। নদী-পাহাড়-দীপ-সমতল মিলে যে বাংলাদেশ, তার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি খুব সহজ ছিল না। নানামুখী কর্মকান্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে তা আজ প্রকাশিত সত্য। শতভাগ বিদ্যুতায়নের এই যাত্রায় নেসকো লিঃ কে বেশ কিছু বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় যা মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- দেশের রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের সমতল ভূখন্ডের বিদ্যুৎহীন এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহকৃত এলাকায় স্ট্যান্ডার্ড ও নিরাপদ বিদ্যুৎ লাইন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র স্থাপন।
- রংপুর অঞ্চলে বাংলাদেশের ছিটমহল সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত পদ্মা- তিস্তা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত অফগ্রীড ১২ টি চরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যুৎ বিভাগ, নেসকো'র পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহ সকল বিদ্যুৎ কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেসকো লিমিটেড তার কার্যপরিধির সকল ঘরে পৌঁছে দিয়েছে বিদ্যুৎ সেবা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নেসকো লিমিটেডের চলমান দুইটি প্রকল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সিএসআর (Corporate Social Responsibilities) এর আওতায় গৃহীত একটি উদ্যোগ। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমেই মূলত নেসকো লিমিটেড তার শতভাগ বিদ্যুতায়ন দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

"রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প" এবং "রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প":

প্রকল্প দুইটি রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকোর আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র স্থাপন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎহীন সকল গ্রাহক আঙিনায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিয়েছে। প্রকল্প দুইটির আওতায় ইতোমধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৯০৬ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন নির্মাণ, ৬৭৩ টি বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন এবং রংপুর বিভাগে ২৪৬৪.৩৬ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন ও ৮৬৩ টি বিতরণ ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি রংপুর বিভাগের আওতায় বাংলাদেশের ছিটমহল সমূহে বিদ্যুৎসেবাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে।

অফগ্রীড চরাঞ্চলে বিনামূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ:

নেসকো লিমিটেড তার সম্মানিত গ্রাহকগণকে মানসম্মত বিদ্যুৎসেবা দিতে যেমন তৎপর, ঠিক তেমনি এর আওতাধীন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নেও অত্যন্ত আন্তরিক। সেই আন্তরিকতা থেকেই নেসকো লিঃ মুজিব বর্ষের মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পদ্মা ও তিস্তা নদীর তীরবর্তী দুর্গম অফগ্রীড চরসমূহে সম্পূর্ন নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত ১৩,৯৫২ টি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোলার হোম সিস্টেম প্রদান ও স্থাপন করে দিয়েছে। তন্মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে পদ্মা তীরবর্তী চর আসাড়িয়াদহ-৩৩০২ টি, চর আলাতুলি-১৩০৬ টি, চর মাঝারদিয়ার-১১৩৭ টি, চর খিদিরপুর-৪৯৫ টি এবং রংপুর অঞ্চলের রংপুরের তিস্তা তীরবর্তী চর ভোটমারী-২২৪১ টি, চর দেওয়াবাড়ি-১৫৮২ টি, চর পাটিচাপাড়া-৯৭৭ টি, চর সিন্দুরনা-৭৭৩ টি, চর সানাইজান-৫০৩ টি, চর সিংগিমাড়ি- ১১৫ টি, চর গাড্ডিমারী-৮২ টি ও চর ডিমলা ট্যাপাখড়িবাড়িতে- ১২৯৯ টি পরিবার নেসকো লিমিটেড এর মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম সুবিধা পেয়েছে।

চিত্র: চরাঞ্চলে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় নেসকো কর্তৃক সরবরাহ, বিতরণ ও স্থাপনকৃত সোলার হোমসিস্টেম প্রাপ্তিতে সুবিধাভোগী মানুষদের স্বস্তি প্রকাশের কিছু স্থিরচিত্র।

এই বিদ্যুৎ সেবা তাদের জীবনব্যবস্থায় আধুনিকতা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও স্বাস্থক্ষেত্রে ভূমিকার রাখার পাশাপাশি চরাঞ্চলের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

(গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ

বিদ্যুৎ, যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অপরিহার্য একটি উপাদান। শিল্প, কলকারখানা, কৃষিকাজ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক জীবনযাত্রা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে উন্নয়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন বিদ্যুৎ।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত এবং মাথাপিছু উৎপাদন ঘন্টায় ২০০৯ সালে ২২০ কিলোওয়াট থেকে আজ ২০২২ সালে ৫৬০ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইলফলকে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে গর্ব করতে পারে। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে যেতে এটা করা জরুরি ছিল। দেশের প্রত্যন্ত দুর্গম গ্রাম যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ কঠিন, তেমন গ্রামেও পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। প্রায় সব ধরনের নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত বহু পরিবার আজ বিদ্যুৎ সংযোগের বদৌলতে তাদের জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করছে। চারপাশ পানিতে পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ঘরেও জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। সৌরবিদ্যুৎ সুবিধায় তাদের ঘরে জ্বলছে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক বাল্ব। শুধু বিলের মধ্যে নয়, দুর্গম পাহাড়ে, বিচ্ছিন্ন সব চরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা। গ্রিড-সুবিধা না থাকায় এসব এলাকায় কোথায় কোথায়ও নদী পারাপার লাইন এবং কোথাও সাগর নদীর তলদেশ দিয়ে টানা হয়েছে সাবমেরিন কেবল। কোথাও আবার সেটাও করা হয়নি অবকাঠামোগত কিংবা প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতার কারণে। তাই সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুতের (সোলার হোম সিস্টেম) ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এভাবেই দেশের প্রতিটি জনপদে পৌঁছানো হয়েছে বিদ্যুৎ সুবিধা।

বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ বিতরণে অর্থাৎ গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' সিস্টেম আপগ্রেডেশন, প্রি-পেইড মিটারসহ স্মার্ট মিটার, স্মার্ট গ্রিড স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচি অন্যতম।

দেশের প্রতিটি দ্বার প্রান্তে বিদ্যুতায়নের ফলে -

- খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে।
- শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও উল্লেখিত সময়ে আশানুরুপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- ❖ পোশাক শিল্পসহ রপ্তানি খাতে যে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পোশাক শিল্পসহ রপ্তানি মুখী শিল্পে লোড শেডিং সীমিত রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।
- ❖ এ ছাড়াও বিদ্যুতের অতিরিক্ত যোগান অর্থনীতির অন্যান্য খাত যেমন বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেবা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের পরিমাণ সম্প্রসারিত হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করেছে। ফলে বৈশ্বিক মন্দা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের ওপরে বহাল রেখে উন্নত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

গত ১৩ বছরে সরকার বিদ্যুৎ খাতে যেসব উন্নয়ন করেছে তার মধ্যে রয়েছে- ৫ হাজার ২১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ। এছাড়া মোট ৩ লাখ ৬১ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন গ্রাহকের সংযোগ সাড়ে তিন কোটি। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ ভাগ থেকে ১০০ শতাংশে পৌঁছেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট থেকে প্রায় ৫৬০ কিলোওয়াটে গিয়ে ঠেকেছে। পাশাপাশি সিস্টেম লস ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে। এর বাইরে ৪৬ লাখ ৭৭ হাজার প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আরও এক কোটি প্রিপেইড মিটার প্রস্তুত। সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সোলার হোম স্থাপন করা হয়েছে ৬০ লাখ।
২০১৬ সালে 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' শীর্ষক কর্মসূচি শুরু হয়। । সব মিলে বেঁধে দেওয়া সময় ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনযাপন, শিক্ষাব্যবস্থা- সবকিছুতেই নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের জনপদগুলো জেগে উঠেছে নতুনভাবে। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব এলাকার মানুষ। যেখানে মানুষ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা কল্পনা করতে পারত না, এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে নানা গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার শুরু করেছে তারা। ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের শোরুম খুলে বসছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সামগ্রীর নতুন বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে দেশজুড়ে। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সেবার আওতায় আসার মাধ্যমে সেখানকার জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। গ্রামের মধ্যে বরফকল, রাইস মিল ক্ষুদ্রশিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। যেখানে গ্রামের নারী-পুরুষদের জন্য নতুন বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যজীবীরা আগে সাগর কিংবা নদী থেকে মাছ ধরে তা সংরক্ষণের সুযোগ না পেয়ে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতেন, এখন স্থানীয়ভাবে বরফকল চালু হওয়ায় মাছ সংরক্ষণের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না। গ্রামের হাটবাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটেছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন করে গতির সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই অনেকের ধারণা।

যুগ যুগ ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দ্বীপ সন্দ্বীপ। সেখানকার অধিবাসীরা কোনো দিন বিদ্যুৎ সংযোগ পাবেন- ভাবতে পারতেন না। কারণ, সাগর-পরিবেষ্টিত ওই দ্বীপে বৈদ্যুতিক লাইন টেনে বিদ্যুৎ নেওয়ার কথা ভাবা হলেও কঠিন এ কাজটি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিনের সেই অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছে এরই মধ্যে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮ সালে সাগরের তলদেশে ১৬ কিলোমিটার সাবমেরিন কেবল স্থাপন শুরু করে ২০২০ সালের নভেম্বরে সন্দ্বীপে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। এর ফলে চারদিকে অথৈ সাগর-পরিবেষ্টিত এই দ্বীপের জনজীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং দারুণ গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সব সময়ই, সব দেশেই, সব জনপদে। আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। কৃষির বাইরে অন্য কোনো পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না তাদের। সেখানে বর্তমানে ছোট-বড় সব ধরনের ধানকল থেকে শুরু করে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থাকরণ, হাঁস-মুরগির খামার, যন্ত্রচালিত যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোক্তারা যুক্ত হওয়ায় এ খাতে একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। জবাবদিহি বেড়েছে।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দেয় সরকার। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭, বর্তমানে তা বেড়ে ১৪৮টি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৪ হাজার ৯৪২ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার ৫১৪ মেগাওয়াট। উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। একই সময় সঞ্চালন লাইন বেড়েছে ৫ হাজার ২১৩ কিলোমিটার, বিতরণ লাইন বেড়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার কিলোমিটার। নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ৩ কোটি ১৩ লাখ। এর মধ্যে সেচ সংযোগ দ্বিগুণ হয়েছে, যা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখছে নিঃসন্দেহে। অতি সম্প্রতি চালু হওয়া পায়রার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে। ফলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গেল নতুন করে। গত ১১ বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলেও বিদ্যুৎ খাতের ঘাটতি মেটানো যাচ্ছে না। সরকার এ

খাতে গত বছর ২০২১ সালে ১১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে আরো বেগবান করবে।

দেশের অর্থনীতির গতিকে সচল এবং বেগবান রাখতে হলে বিদ্যুৎ একটি অন্যতম শক্তিশালী নিয়ামক- এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনেক সময় অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যে কারণে জ্বালানি সাশ্রয়ী উৎপাদন ব্যবস্থায় সহনীয় মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণের কাজটিও করতে হবে দক্ষভাবে। বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হলেও মানুষের আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যুতের মূল্য ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করছে বাংলাদেশ সরকার ।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ননীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও তিনটি সূচকেরেই মানদন্ডে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সাহসী এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের এ রূপান্তরের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বসভায় আপন মহিমায় স্থান করে নেয়া একজন বিচক্ষণ সফল রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গৌরবের। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই উন্নয়নের সকল ধাপ অতিক্রম করে বাংলাদেশ একদিন দ্রুত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে শামিল হবে এক কাতারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গত দুই মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে নেয়া হয়েছে মহাপরিকল্পনা। সারাদেশে শতভাগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতে বিদ্যুৎ খাতে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। আওয়ামী লীগ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। সেটা আজ বাস্তব। দেশে এখন ১০০% মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যা অচিন্তনীয়। সবই সম্ভব হয়েছে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের নেত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগেই স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর বিদ্যুৎ পায় ছিটমহলবাসী। ছিটমহলের ৩০৮ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের ফলে ১১ হাজার ৮৮২টি পরিবার বিদ্যুৎ পেয়েছে। সম্প্রতি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপও বিদ্যুতের আলোয় হয়েছে আলোকিত।

বিদ্যুৎ খাতে মাত্র ১২ বছরে যে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটেছে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। পাল্টে যাচ্ছে দুর্গম চর কিংবা প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষের জীবনযাত্রাও। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম দেশ যেখানে শতভাগ মানুষের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত এবং পাকিস্তানের মতো প্রভাবশালী দেশগুলোকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ।

শুধু দেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিই নয়, বরং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুবিধার সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে। বাংলাদেশে ১৫টি ছোট-বড় প্রকল্পে সৌদি আরব বিনিয়োগে আগ্রহী। সৌদি প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন দেশে ৭টি প্রকল্পে প্রায় ১.৬৮৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়াও সৌদি জ্বালানি সংস্থা এসিডব্লিউএ পাওয়ার বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ৭৩০ মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনপূর্বক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিয়ে বর্তমান সরকার সারাদেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান বৃদ্ধিসহ সারাবিশ্বের সামনে দেশের গৌরব নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এখন শুধু প্রয়োজন বিদ্যুতের শতভাগ কার্যকর ব্যবহার এবং সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
অচিরেই দেশে বিদ্যুৎচালিত মেট্রোরেল চালু হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের ব্যবস্থা সরকার করবে। বিদ্যুৎচালিত গাড়ি উৎপাদন হবে দেশে। রেল খাতকে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎচালিত খাতে নিয়ে আসাসহ এরকম ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের মতে ২০০৯ সালে কাজ শুরুর পর সরকার সফলভাবেই ২০ হাজার ২৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ১১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল। তবে এরই মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণও বাস্তবায়নাধীন। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় চলে আসায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত দেশ। ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পূর্ণাঙ্গ সুবিধা পাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হবে।

“বিদ্যুতের আলো আজ জ্বলছে ঘরে ঘরে
সমৃদ্ধির বিজয় আলো- সোনার বাংলা জুড়ে”

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে 'সরকারের রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সফল হয়েছে সরকারের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করেছে সংশ্লিষ্ট সকলে। দেশ এগিয়ে যাবে, একই সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আসবে কাঙ্খিত অগ্রগতি। বিদ্যুতে শিল্পকারখানার চাকা ঘুরবে, গণ-মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, দেশ হবে স্বনির্ভর-এ প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ সেদিনের প্রতীক্ষায় দূর দিগন্তে আশার স্বপ্ন চারষ করছে।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)

দেশের বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় বিশ্বমানের সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১শে নভেম্বর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পিজিসিবি দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত সঞ্চালন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি সারা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০, ২৩০ ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে।

পিজিসিবি কার্যক্রমঃ

সমগ্র দেশের সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালন, সংরক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিজিসিবি নিম্নোক্ত প্রধানতম কার্যাবলী সমূহ সম্পাদন করে থাকেঃ

- জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার (গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন) স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- আন্তর্জাতিক/আন্তঃদেশীয় সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা।
- বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কে বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- National Load Dispatch Center (NLDC) হতে উৎপাদন কেন্দ্র সমূহ এবং বিতরণ সংস্থা সমূহের মধ্যে সার্বক্ষণিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য, মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জাতীয় গ্রিডের শৃঙ্খলা আনয়নে BERC প্রণীত বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিসিটি গ্রিড কোড মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পরিচালনার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।
- জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার নিজস্ব যোগাযোগের জন্য একটি পৃথক অপটিক্যাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

- ❖ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) সিস্টেমের মাধ্যমে পিজিসিবির নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে সংযুক্ত সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্রিড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও শিল্প গ্রাহকদের তথ্য মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ এর জন্য NLDC এর সাথে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।
- ❖ সমগ্র দেশে পিজিসিবি'র স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে রেভিনিউ অর্জনের পাশাপাশি কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSR) পালনের অংশ হিসেবে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার সমূহকে স্বল্প মূল্যে উক্ত ক্যাপাসিটির একাংশ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।
- ❖ ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র-এর পাশাপাশি উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ-এর গ্রিড সংযোগের ডিজাইন অনুমোদন ও কমিশনিং কার্যক্রম।
- ❖ জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনার জন্য লোড ফোরকাস্টিং, জেনারেশন শিডিউলিং ও আউটেজ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ।

সঞ্চালন খাতের অর্জনসমূহঃ

সঞ্চালন খাতের দায়িত্ব পিজিসিবির নিকট হস্তান্তরের পর সারা দেশের মানুষের নিকট নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত বর্তমান সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে পিজিসিবির উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে মোট ৭,১৯২ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের সঞ্চালন লাইন এবং মোট ৪৭,১৩০ এমভিএ সক্ষমতার গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে সঞ্চালন লাইনের সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১৩,৫১৮ সার্কিট কিলোমিটার-এ এবং গ্রিড উপকেন্দ্রের সক্ষমতা মোট ৫৫,৭৮৭ এমভিএ-তে উন্নীত হয়েছে যার মধ্যে ১,৩৯৭ সার্কিট কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন রয়েছে যা জাতীয় সঞ্চালন নেটওয়ার্কের অন্যতম মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে মোট ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি HVDC (High Voltage Direct Current) Back-to-Back স্টেশন রয়েছে। এছাড়াও ১৩২ কেভি লেভেলে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ১,৫৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে সারা দেশের সঞ্চালন খাতের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

- ৪০০ কেভি আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র (বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র) : ১ টি (২x৫০০ মেঃ ওঃ HVDC Back to Back স্টেশন)
- মোট সঞ্চালন লাইন : ১৩,৫১৮ সার্কিট কিলোমিটার
  - ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ১,৩৯৭ সার্কিট কিলোমিটার
  - ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৩,৭৭০ সার্কিট কিলোমিটার
  - ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৮,৩৫১ সার্কিট কিলোমিটার
- গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা : ৫৫,৭৮৭ এমভিএ
  - ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৫ টি (৫,৩৩০ এমভিএ)
  - ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৩ টি (১,৯৫০ এমভিএ)
  - ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ৩০ টি (১৫,৯৭৫ এমভিএ)
  - ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৪ টি (১,১৯০ এমভিএ)
  - ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ১৬৪ টি (৩১,৩৪২ এমভিএ)

গত ১৩ বছরে সঞ্চালন খাতের অগ্রগতিঃ

বর্তমান সরকার আমলে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও গত ১৩ বছরে জাতীয় গ্রিডের সক্ষমতা বাড়াতে ১৩২, ২৩০ ও ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য প্রয়োজনের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে গ্রিড উপকেন্দ্র এর সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে যার ফলে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের পথ সুগম হয়েছে। নিম্নে গত ১৩ বছরে জাতীয় গ্রিডের অবকাঠামোগত উন্নতির সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

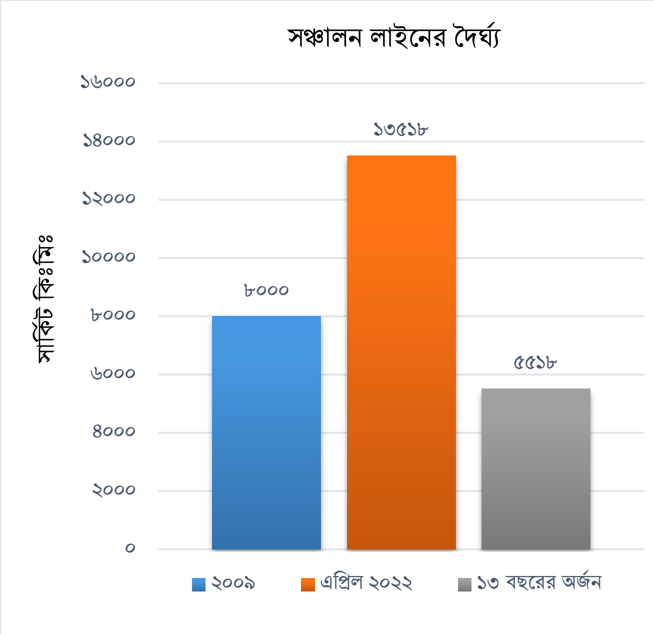

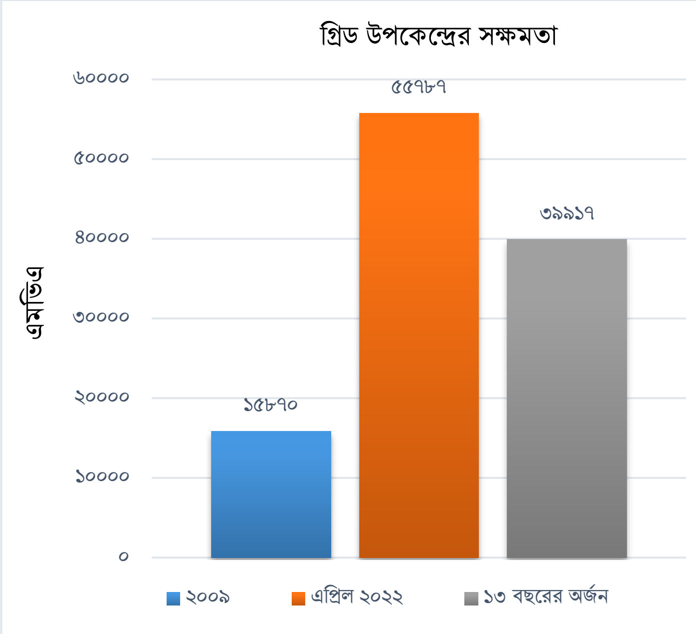

লেখচিত্রঃ গত ১৩ বছরে সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণের চিত্র।

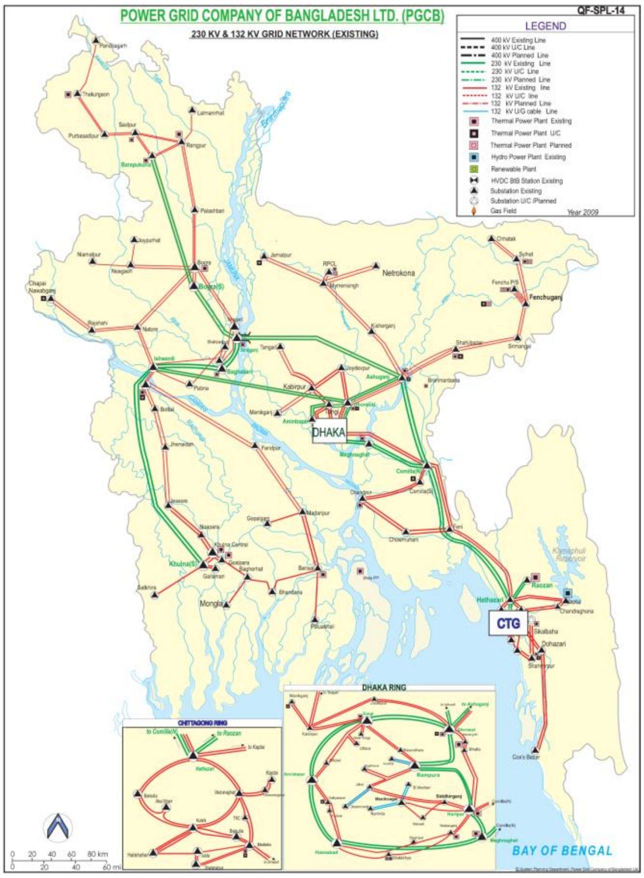

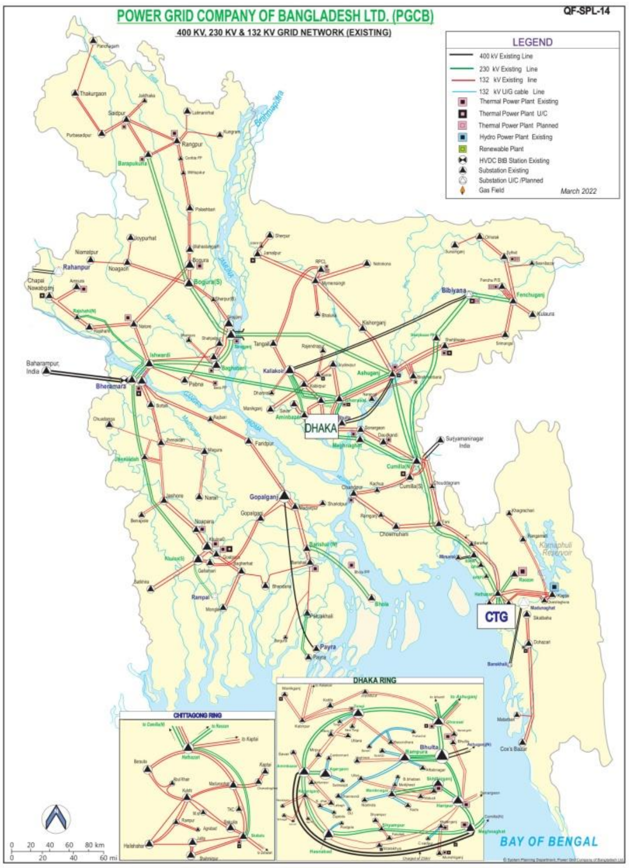

চিত্রঃ ২০০৯ ও ২০২২ সালের জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের তুলনামূলক চিত্র।

সারণি: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামোর তথ্য ও উন্নয়নের চিত্র

অর্থ-বছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৯-১০	-	২৬৪৭	৫৬৭০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭

অর্থ-বছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০১১-১২	-	২৬৪৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২১	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৫	৩০৪৫	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৫	৩১৭১	৬৩৫৯	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২১	৩১৭১	৬৩৯৭	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৬০	৩৩১৩	৬৫০৪	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৫
২০১৭-১৮	৫৬০	৩৩২৫	৬৭৯৬	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৬
২০১৮-১৯	৬৯৮	৩৩৭২	৭৩২৯	০১	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪২
২০১৯-২০	৮৬১	৩৫০০	৭৭৫৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫
২০২০-২১	৮৬১	৩৬৫৮	৮১২৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	৩০	১৫৭৮৫	১৫৩	২৮৫২৯
২০২১-২২	১৩৯৭	৩৭৭০	৮৩৫১	০১	১০০০	০৮	৭২৮০	৩৪	১৭১৬৫	১৬৪	৩১৩৪২

শতভাগ বিদ্যুতায়নে পিজিসিবির গৃহীত কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রভাবঃ

গত ১৩ বছরে সরকার কর্তৃক সঞ্চালন ব্যবস্থার দক্ষতা ও সুরক্ষা বাড়াতে পিজিসিবি কর্তৃক ২৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২১ টি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের আওতায় গোপালগঞ্জ, বিবিয়ানা, কালিয়াকৈর, আশুগঞ্জ ও ভুলতা ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ৪০০ কেভি লাইন এবং ভেড়ামারা ২X৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এইচভিডিসি স্টেশন (বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র) বর্তমান সরকার আমলেই নির্মিত হয়েছে। এছাড়া পিজিসিবি কর্তৃক ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরও ৭ টি প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শহর এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎঃ

ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের সকল বড় বড় শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে পুরাতন উপকেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বর্ধন করা হয়েছে এবং নতুন উচ্চ ভোল্টেজের উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে শহরবাসীর নিকট মানসম্মত এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পথ সুগম হয়েছে।

রাজধানী ঢাকার জন্য রিং সিস্টেম স্থাপনঃ আমিনবাজার, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, মেঘনাঘাট প্রভৃতি ২৩০ কেভি উপকেন্দ্রসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার চারপাশে ২৩০ কেভি উচ্চ ক্ষমতার সঞ্চালন লাইনের রিং কাঠামো (চিত্রে সবুজ রেখা) গঠন করা হয়েছে। উক্ত সঞ্চালন রিং ঢাকা শহর ও আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সঞ্চালন সিস্টেম দৃঢ়করণে ভূমিকা পালন করছে। ফলে ঢাকায় অবস্থিত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সহ, সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান আমিনবাজার, কালিয়াকৈর, ভুলতা ৪০০ কেভি উপকেন্দ্রের সাথে নির্মাণাধীন মেঘনাঘাট, ঢাকা (দক্ষিণ), কালিগঞ্জ ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র সংযুক্ত করে ঢাকা জেলার চারপাশে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রিং কাঠামো (চিত্রে কালো রেখা) গঠন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্মত এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

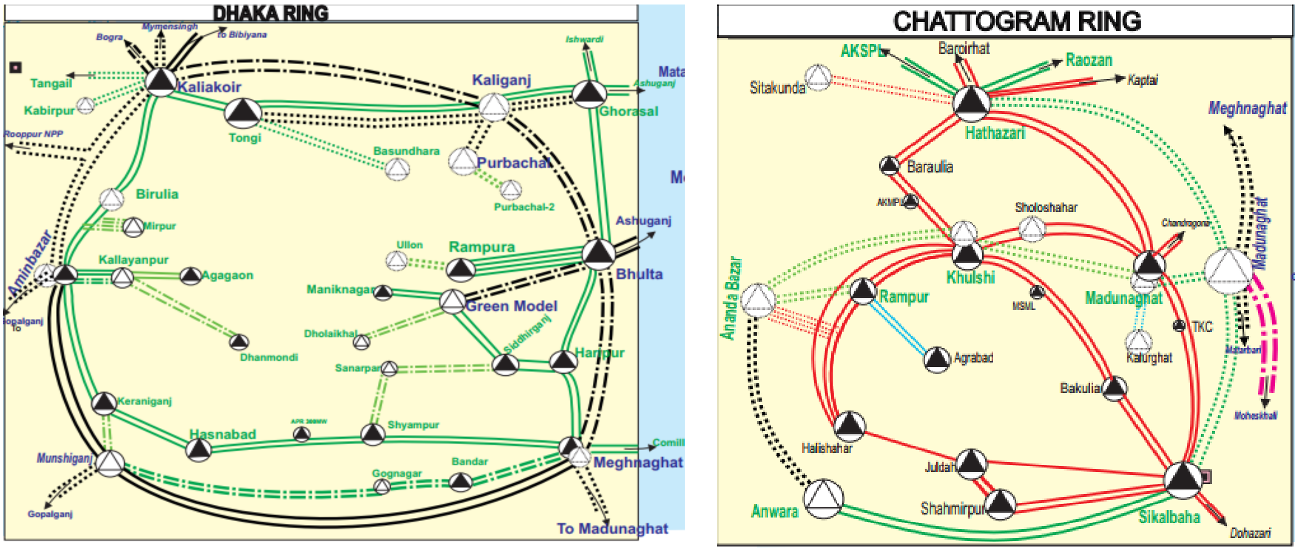

চিত্রঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম রিং সিস্টেম

বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামের জন্য রিং সিস্টেম স্থাপনঃ শিকলবাহা, মদুনাঘাট, রামপুর প্রভৃতি ১৩২ কেভি উপকেন্দ্রসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামের চারপাশে ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের রিং কাঠামো (চিত্রে লাল রেখা) গঠন করা হয়েছে। ফলে বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা সমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান হাটহাজারী, শিকলবাহা ২৩০ কেভি উপকেন্দ্রের সাথে নির্মাণাধীন আনন্দবাজার, আনোয়ারা উপকেন্দ্র সংযুক্ত করে চট্টগ্রাম জেলার চারপাশে ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রিং কাঠামো (চিত্রে সবুজ রেখা) গঠন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্মত এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

চিত্রঃ জাতীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

সকল জেলায় গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎঃ

প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণে পিজিসিবি প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। সকল জেলার মানুষকে জাতীয় গ্রিডের মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নেওয়ার লক্ষ্যে পিজিসিবি কর্তৃক দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ নিশ্চিত করা হয়েছে (শুধু বান্দরবানে গ্রিড নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে)। এই উদ্যোগটি মুজিববর্ষে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করেছে। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহেও বর্তমানে জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিগত বছরগুলোয় গ্রিড উপকেন্দ্র বিহীন যেসব জেলায় নতুন গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে সেসব জেলার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রম	উপকেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (এমভিএ)
১	সুনামগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি	৭৮
২	শরীয়তপুর ১৩২/৩৩ কেভি	২৪০
৩	কুড়িগ্রাম ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০

৪	নড়াইল ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৫	রাজবাড়ী ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৬	পঞ্চগড় ১৩২/৩৩ কেভি	১৬৪
৭	চুয়াডাঙ্গা ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৮	শেরপুর ১৩২/৩৩ কেভি	২২৫
৯	মাগুরা ১৩২/৩৩ কেভি	৮২
১০	বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
	মোট ক্ষমতা	১,৫৩৯

সকল জেলায় গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতের ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার মানুষজন নিম্নোক্ত সুবিধা ভোগ করছেঃ

- ✓ জেলাগুলো সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে গ্রিড ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করছে এবং চাহিদা মোতবেক নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।
- ✓ অত্র এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।
- ✓ স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

শিল্পায়ন বিকাশে পিজিসিবির ভূমিকাঃ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে শিল্পায়ন। বেকার সমস্যা নিরসন ও জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিল্পায়ন। আর শিল্পায়ন বিকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার একমাত্র লাইসেন্সি হিসেবে পিজিসিবি ভারি ও হালকা শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে গ্রিড হতে সরাসরি নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যাচ্ছে। জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করায় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রাপ্ত হচ্ছেঃ

- ✓ ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ সরাসরি গ্রিড থেকে উচ্চ ভোল্টেজের মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপঃ দেশের উদীয়মান রপ্তানিমুখী ইস্পাত শিল্পে সরাসরি পিজিসিবির গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে শিল্পটির ক্রমবিকাশ ঘটছে যার ফলাফল স্বরূপ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও ইস্পাত রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে।
- ✓ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেজা'র পরিচালনায় দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেপজা'র পরিচালনায় রপ্তানিমুখী শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নের এ মহাযজ্ঞে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেপজা'র আধীন এলাকায় মানসম্পন্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনঃ

পিজিসিবি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ২ টি নতুন গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

- ✓ রাঙামাটি ১৩২/৩৩ কেভি, ৮২ এমভিএ ক্ষমতার গ্রিড উপকেন্দ্রটি ০৮/১০/২০১৮ তারিখে চালু হয়েছে। এ উপকেন্দ্রটিকে প্রায় ৪৫ সার্কিট কিমি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে চন্দ্রঘোনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র তথা বিদ্যুতের জাতীয় নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ খাগড়াছড়ি ১৩২/৩৩ কেভি, ৭৮ এমভিএ ক্ষমতার গ্রিড উপকেন্দ্রটি ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে চালু হয়েছে। এ উপকেন্দ্রটিকে প্রায় ১০৫ সার্কিট কিমি ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে রাঙামাটি ১৩২/৩৩ কেভি উপকন্দ্র তথা বিদ্যুতের জাতীয় নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পন্নকরণের মাধ্যমে রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলাকে ইতোমধ্যে জাতীয় গ্রিডের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং উক্ত জেলা দুটিতে গ্রিড হতে নির্ভরযোগ্য ও নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে আলোচ্য অঞ্চলে জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বর্তমানে শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ নিম্নোক্ত সুফল ভোগ করছেঃ

- ✓ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায় নগর জীবনের সুবিধা ভোগ করতে পারছে।
- ✓ পাহাড়ী অঞ্চলে পর্যটন শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ✓ আর্থিক কর্মকান্ডের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্প বিকাশের ফলে সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে ।

এছাড়াও উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে চীন সরকারের অর্থায়নে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত 'পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান ১৩২/৩৩ কেভি, ৮২ এমভিএ ক্ষমতার গ্রিড উপকেন্দ্র এবং দোহাজারি হতে বান্দরবান পর্যন্ত প্রায় ৫০ সার্কিট কিমি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি অনুযায়ী বান্দরবান ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রটি ২০২৪ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এ উপকেন্দ্রটি চালু হলে বান্দরবান জেলাতেও জাতীয় গ্রিড হতে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে আরও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক বিদ্যুৎ সেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক বা আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানিঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ আমদানির পথটি সুগম হয়। সে ধারাবাহিকতায় নিম্নোক্ত বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছেঃ

- ✓ ০৫ অক্টোবর, ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ-ভারত প্রথম বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি উদ্বোধনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ আমদানীর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র এর কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত কার্যক্রমের ফলফল স্বরূপ বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পর্যন্ত পিজিসিবি কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের এইচভিডিসি ব্লক-১ এবং ব্লক-২ এর মাধ্যমে মোট ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবিছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে আমদানী করা হচ্ছে।
- ✓ এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করা হচ্ছে।

চিত্রঃ এইচভিডিসি ভালব হল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

চিত্রঃ বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র, কুষ্টিয়া।

অর্থাৎ বর্তমানে সর্বমোট ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত হতে আমদানি করা হচ্ছে যা চলমান বছরের মধ্যেই প্রায় ২৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। উক্ত আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানির ফলে সার্বিক ক্ষেত্রে দেশ ও দেশের মানুষজন নিম্নোক্ত সুবিধা লাভ করে চলেছেঃ

- ✓ দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ ব্যয়বহুল তরল জ্বালানীর উপর বাংলদেশের নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে বাংলদেশের জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শিল্প এলাকায় মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
- ✓ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে।
- ✓ কুমিল্লা অঞ্চলে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিজিসিবি'র Optical Ground Wire (OPGW) এর ভূমিকাঃ

- ✓ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এর সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে স্থাপিত Optical Ground Wire (OPGW) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load

Dispatching Centre (NLDC) এর Data Transfer, সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা এবং পিজিসিবির নিজস্ব Communication System এর জন্য উক্ত OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে।

- ✓ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে দূরদর্শী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ও বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। ডিজিটাল সেবা সমূহ সার্বক্ষণিক সচল রাখার জন্য নির্মিত হয়েছে টায়ার-৪ ডাটা সেন্টার। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্য প্রযুক্তিগত সেবা সমূহ সার্বক্ষণিক সচল রাখার জন্য নেপথ্যে কারিগরি ভূমিকা রেখেছে শতভাগ বিদ্যুতায়ন।
- ✓ পিজিসিবির দেশব্যপী বিস্তৃত অপটিক্যাল গ্রাউন্ড ওয়্যার (OPGW) দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করছে। পিজিসিবি তার বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য অপটিক্যাল ফাইবার টেলিকম কোম্পানি সমূহকে লিজ দেয়ার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ইণ্টারনেট ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- ✓ এছাড়াও কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (CSR) পালনের অংশ হিসেবে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষনাগার সমূহে স্বল্প মূল্যে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এর অধীনস্থ সংস্থা BdREN কে স্বল্প মূল্যে ০১ (এক) জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে ।

সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের স্বপ্নযাত্রায় পিজিসিবি'র নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

গ্রামাঞ্চলে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎঃ

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পিজিসিবি জেলা শহরের বাইরে দেশের গ্রামাঞ্চলেও উচ্চ ভোল্টেজ এর সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের শহরাঞ্চলের বাইরে নির্মিত উপকেন্দ্র সমূহ যা গ্রামাঞ্চলে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

ক্রম	উপকেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (এমভিএ)
১	নিয়ামতপুর ১৩২/৩৩ কেভি	১৮২
২	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৩	বিয়ানীবাজার ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৪	রামগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৫	শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি	৬০০
৬	রাঙ্গামাটি ১৩২/৩৩ কেভি	৮২
৭	জলঢাকা ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
৮	মহাস্থানগড় ১৩২/৩৩ কেভি	২৪০
৯	বেনাপোল ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
১০	শেরপুর(বগুড়া) ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
১১	চৌদ্দগ্রাম ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
১২	ভাঙ্গুরা ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
১৩	কচুয়া ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
১৪	মিঠাপুকুর ১৩২/৩৩ কেভি	১৫০
	মোট ক্ষমতা	২,৬০৪

এসব গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে যার ফলাফল নিম্নরূপঃ

- ✓ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকান্ডের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে। ফলে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।
- ✓ বিতরণ সংস্থাসমূহের দ্বারপ্রান্তে গ্রিড উপকেন্দ্র এর সুবিধা পৌঁছে যাওয়ায় বিতরণ সংস্থাগুলো ৩৩ কেভি বিতরণ লাইন এর দৈর্ঘ্য কমাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের সিস্টেম লসের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা এবং সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্রঃ ভেড়ামারা-বহরমপুর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন।

চিত্রঃ ৬১০ ফুট উঁচু রিভার ক্রসিং টাওয়ার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনঃ

উপকূলের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তাদের জীবনমান বৃদ্ধির জন্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহেও গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি, ৬৫০ এমভিএ এবং মাতারবাড়ী ১৩২/৩৩ কেভি, ৮২ এমভিএ গ্রিড উপকেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন লাইন পিজিসিবি কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের ফলে সরকারের শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিতের উদ্যোগ সফল হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজন নিম্নোক্ত সুফল ভোগ করছেঃ

- ✓ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী চাহিদা মোতবেক নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে।
- ✓ স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে ।
- ✓ বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের লসের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

হাওড় অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনঃ

হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মিত হয়েছে। ফলে হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলা প্রথমবারের মত সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। সুনামগঞ্জে গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের ফলে হাওড় এলাকাবাসী নিম্নোক্ত সুবিধা ভোগ করছেঃ

- ✓ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে।
- ✓ সমগ্র হাওড় অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ আর্থিক কর্মকান্ড তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা সরকারের দারিদ্রতা বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

সম্প্রতি বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোঃ

এছাড়াও বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্ককে শক্তিশালীকরণে পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বিএসআরএম-মীরসরাই ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন) বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ চ্যানেলের উপকূল রেখার ২৫ কিলোমিটার জুড়ে ফেনী নদীর মুখে অবস্থিত মীরসরাই, সীতাকুন্ড ও সোনাগাজী উপজেলা তিনটির প্রায় ৩০০০০ একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন)। বেজা কর্তৃক প্রক্ষেপিত চাহিদা অনুয়ায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বিএসএমএসএন এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ১৯৪৪ মেগাওয়াট। উক্ত চাহিদা মাফিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বিএসআরএম-মীরসরাই ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্মোক্ত সুবিধা হয়েছেঃ

- ✓ বাংলাদেশের প্রথম শিল্পনগরে উক্ত লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ✓ বিএসএমএসএন অঞ্চলে নবায়নযোগ্য সহ অন্যান্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন করা সম্ভব হবে।
- ✓ ৪০০ কেভি সঞ্চালন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বেজা এলাকায় মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে বিশেষ অবদান রাখবে।

আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ভুলতা ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

আশুগঞ্জ হতে ঢাকা'র পাশ্ববর্তী এলাকায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং বিদ্যমান আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল, ঘোড়াশাল-টঙ্গী ও আশুগঞ্জ-রামপুরা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের ওভারলোডিং সমস্যার নিরসন হয়েছে।

- ✓ এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা আরও বৃদ্ধি হয়েছে।
- ✓ বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের ভোল্টেজ লেভেল উন্নত হয়েছে।

পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

- ✓ উক্ত লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম আমদানীকৃত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন শুরু হয়েছে যা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত।
- ✓ বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী হয়েছে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ লোড সেন্টার পর্যন্ত সঞ্চালন করা সম্ভব হচ্ছে।
- ✓ নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

রাজশাহী জেলায় ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন

- ✓ রাজশাহী জেলা প্রথমবারের মত ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে রাজশাহী ও আশেপাশের অন্যান্য জেলার চাহিদা মোতবেক নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।
- ✓ রাজশাহী এলাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী হয়েছে যার মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানীকৃত বিদ্যুৎ লোড সেন্টার পর্যন্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। একইসাথে ভেড়ামারা এইচভিডিসি ষ্টেশনের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)

<u>(ক) সংস্থার পরিচিতিঃ</u>

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বিদ্যুৎ অপরিহার্য উপাদান। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎ খাত মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" স্লোগানে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর।

বিদ্যুৎ সেক্টরে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিদ্যুৎ সেক্টর রিফর্ম এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সালে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

"জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন" ইজিসিবি'র ভিশন। "দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উপায়ে পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা" ইজিসিবি'র মিশন।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালন শুরু করার মাধ্যমে ইজিসিবি কার্যক্রম শুরু করে। ইজিসিবি কর্তৃক স্থাপিত তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বর্তমানে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ইজিসিবি'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫৪ মেঃওঃ।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে ১২০ মেঃওঃ ক্ষমতা বিশিষ্ট দু'টি গ্যাস টারবাইন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ইজিসিবি'র প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিদ্ধিরগঞ্জ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট স্থাপিত হয়। এটি বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর যৌথ অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২১০ মেঃওঃ। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে।

ইজিসিবি সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ইজিসিবি'র ২য় বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা নারায়ণগঞ্জ জেলার হরিপুরে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ সরকার, ইজিসিবি এবং জাইকার অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মার্চ ২০১১ সালে এর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি গ্যাস টারবাইন ও ১ টি স্টীম টারবাইন ইউনিট আছে। পরিবেশবান্ধব এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির থার্মাল দক্ষতা প্রায় ৫৬ শতাংশ। ৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০৯ মেঃওঃ।

৩.৩.১. ইজিসিবি হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে ইজিসিবি'র ৩য় বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপিত হয়। এটি বাংলাদেশ সরকার, ইজিসিবি এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে একটি গ্যাস টারবাইন এবং একটি স্টীম টারবাইন ইউনিট আছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সিম্পল সাইকেল পয়লা মে ২০১৮ তারিখ হতে এবং কম্বাইন্ড সাইকেল ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে। অত্যাধুনিক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৩৫ মেঃওঃ।
দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা খাতের অবদান অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে শিক্ষা খাতে অবদানের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ইজিসিবি কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিদ্ধিরগঞ্জ এর ৫তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি নব নির্মিত স্কুল ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

৩.৩.২. ইজিসিবি সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ইজিসিবি কর্তৃক নির্মিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিদ্ধিরগঞ্জ

(খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে সংস্থার ভূমিকা/কার্যক্রমঃ

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুনগত মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" স্লোগানে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইজিসিবি'র আওতাধীন হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিদ্ধিরগঞ্জ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর হতে NLDC'র চাহিদা মোতাবেক পরিচালন করা হচ্ছে। ইজিসিবি কর্তৃক স্থাপিত তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বর্তমানে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ইজিসিবি'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫৪ মেঃওঃ।

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইজিসিবি বিভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল-ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা'২০০৮ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরতা কমানো ও কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণে বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইজিসিবি বৃহৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহন করেছে। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং বিদ্যুৎ চাহিদা পূরনের জন্য এবং যৌক্তিক মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত ইজিসিবি'র রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা।

ফেনী জেলার সোনাগাজীতে সৌর ও বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইজিসিবি কর্তৃক ৯৯৯.৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে প্রাথমিকভাবে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে "সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হলে তা হবে দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

একইস্থানে পর্যায়ক্রমে ১০০ মেঃওঃ ক্ষমতাবিশিষ্ট দু'টি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে, জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু'টি নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়াও এ স্থানে ২০ মেঃওঃ ক্ষমতাবিশিষ্ট বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে ফেনী এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্যেও ইজিসিবি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৪টি ৬৬০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহনের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত স্থানে কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জেলার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত হওয়ায় প্রকল্পটি হতে উভয় জেলার লোড সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পাশাপাশি Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA) কর্তৃক নির্মিতব্য বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। ফলে, রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

অপরদিকে, মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর ও গজারিয়া উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে বৃহৎ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৩.৯৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অনুযায়ী মেঘনা নদীর তীরে এই এলাকাটি একটি পাওয়ার জেনারেশন হাব হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই স্থানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান আছে।

দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় অবদান রাখার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুনগত মান উন্নয়ন, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জ্বালানী বহুমূখীকরণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, লোভোল্টেজ সমস্যা দূরীকরণ-, কারিগরী লস কমানো,অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে উপরোক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইজিসিবি দেশের বিদ্যুত খাতকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

(গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে ইজিসিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুখী, সমৃদ্ধ “সোনার বাংলা” বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইজিসিবি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে।

ইজিসিবি লিঃ এর আওতাধীন হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর হতে NLDC’র চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ইজিসিবি লিঃ এর আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ফলে নতুন নতুন পোলট্রি খামার, মৎস্য খামার, ডেইরী খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, কল-কারখানা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, ছোট-বড় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীরা কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। উল্লেখ্য, একটি জরিপে দেখা গিয়েছে বিদ্যুতায়িত শিল্পে অবিদ্যুতায়িত শিল্প অপেক্ষা ১১ গুণ বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষিখাতের বিকাশকল্পে বর্তমানে ৩.৫৩ লক্ষ সেচ গ্রাহকের মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং এতে দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন শস্যের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সেচ নীতিমালা সহজীকরণ হয়েছে। ডিজেল চালিত যন্ত্রপাতি অপেক্ষা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি অধিক কার্যকর এবং ১০ গুণ বেশি চাষাবাদ সম্ভব। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে পল্লী এলাকার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজার ব্যবস্থাপনায় উন্নতি সাধিত হয়েছে। অধিকন্তু, দেশের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য বিদেশেও রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিদ্যুৎ সুবিধা গ্রাম বাংলায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ জনমানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (লাইট, টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি) ব্যবহার করে মানুষ আধুনিক নাগরিক সুবিধাদি ভোগ করছে। ফলে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার “আমার গ্রাম -আমার শহর” বাস্তবায়নের কাজ তরান্বিত ও সহজতর হচ্ছে। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত “আশ্রয়ণ প্রকল্পের” আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন অসহায় জনগণকে পুনর্বাসিত করার জন্য ১,১৯২টি প্রকল্প-গ্রামে ৮৫,৫৭০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত অসহায়, গরিব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে তথা গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী ১৯৯৩টি হাসপাতালেও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ চিকিৎসা সেবা সুলভ ও সহজতর হচ্ছে।
গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক গ্রামে বসবাসরত জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪,৫৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ Digital Information Centre (DIC) স্থাপন করা হয়েছে। এই Digital Information Centre (DIC) গুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামের জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৫৬,১৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২,৫১,২৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কারণে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলশ্রুতিতে পল্লী জনপদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল,

ইলেকট্রনিক মিডিয়া) দেশ ও বর্হিবিশ্বের সকল বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও হালনাগাদ থাকার সুযোগের কারণে তাদের অধিকার বোধ, করণীয়, বর্জনীয় প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে; যার ফলে সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অনাচার প্রভৃতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের “সোনার বাংলা” বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনপূর্বক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে ইজিসিবি তার বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল)

কোম্পানি পরিচিতি

বিদ্যুৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি। জিডিপি-এর প্রবৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে টেকসই, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে মিশ্র জ্বালানি (গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি, পারমাণবিক শক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অংশীজন হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি গত ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোম্পানির আওতাধীন পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (১ম পর্যায়) শুভ উদ্বোধন করেন। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ দিন শুভ উদ্বোধনের সাথে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শতভাগ বিদ্যুতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিষয়ে ঘোষণা দেন। ফলে, এটি এনডব্লিউপিজিসিএল এর জন্যে একটি গৌরবের ঘটনা।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ এবং লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনকল্পে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে গত ২৮-০৮-০৭ ইং তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) গঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ ও খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প এবং ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করে। কোম্পানি ০৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ করে। বর্তমানে ০৯ (নয়) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে কোম্পানি জাতীয় গ্রীডে ৩০৬৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। অল্প সময়ে কোম্পানির আশাতীত সাফল্য সকল মহলেই প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে সরকারের সহযোগী হিসেবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমানে কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষমতা ৩৫৮২ মেঃওঃ এবং ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ক্ষমতা ২৮৫৫ মেঃওঃ। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি গঠিত হবার পর থেকেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন ও সংরক্ষণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আশা করা যায়, ২০৩০ সালের মধ্যে কোম্পানি ৯,৫০০ মেঃওঃ এর উর্ধ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। এছাড়া, কোম্পানিটি দ্রুততম সময়ে শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ দেশের নেতৃত্বশীল বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী এ. এম খোরশেদুল আলম। তাঁদের সমন্বিত গতিশীল নেতৃত্বে কোম্পানি এগিয়ে চলছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	নেট উৎপাদন ক্ষমতা	বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ
১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	২১৪	সিম্পল সাইকেল: নভেম্বর ২০১২ কম্বাইন্ড সাইকেল: জুলাই ২০১৪
২	খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	২৩০	সিম্পল সাইকেল:সেপ্টেম্বর ২০১৩ কম্বাইন্ড সাইকেল: জুন ২০১৬
৩	ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	৪১০	সিম্পল সাইকেল: মে ২০১৭ কম্বাইন্ড সাইকেল: ডিসেম্বর ২০১৭
৪	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	২২০	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৫	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	২২০	সিম্পল সাইকেল: আগস্ট ২০১৮ কম্বাইন্ড সাইকেল: জানুয়ারি ২০১৯
৬	মধুমতি ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এইচএফও	১০৫	এপ্রিল ২০১৯
৭	সিরাজগঞ্জ ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪র্থ ইউনিট) (যৌথ মালিকানা)	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	৪১৪	সিম্পল সাইকেল: অক্টোবর ২০১৮ কম্বাইন্ড সাইকেল: এপ্রিল ২০১৯
৮	পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) (যৌথ মালিকানা)	আমদানিকৃত কয়লা	১২৪৪	১ম ইউনিটঃ মে ২০২০ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২০
৯	সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেঃওঃ গ্রীড কানেক্টেড ফটোভোল্টায়িক সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	---	৬	২৯ মার্চ ২০২১
		বর্তমানে মোট উৎপাদন ক্ষমতা	**৩০৬৩**	

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সম্ভাব্য বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ
১	রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	প্রাকৃতিক গ্যাস/এইচএসডি	৮৮০	১ম ইউনিট: ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২৩
২	পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (২য় পর্যায়) (যৌথ মালিকানা)	আমদানিকৃত কয়লা	১৩২০	৩য় ইউনিট: মে ২০২৪ ৪র্থ ইউনিট: জুন ২০২৪
৩	পাবনা ৬০ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানা)	--	৬৪	ডিসেম্বর ২০২৩
৪	সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানা)	--	৬৮	ডিসেম্বর ২০২৩
৫	পায়রা ৫০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (যৌথ মালিকানা)	--	৫০	ডিসেম্বর ২০২৪
৬	পায়রা এলএনজি টু পাওয়ার প্রকল্প (১ম পর্যায়)	এলএনজি	১২০০	১ম ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৫
		মোট ক্ষমতা	**৩৫৮২**	

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সম্ভাব্য বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ
১	পায়রা এলএনজি টু পাওয়ার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	এলএনজি	১২০০	২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর, ২০২৭
২	পায়রা এলএনজি টু পাওয়ার প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এলএনজি	১২০০	৩য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর, ২০৩০
৩	নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (নিজস্ব ও যৌথ মালিকানা)	সোলার/উইন্ড	৪৫৫	পরিকল্পনাধীন
	মোট ক্ষমতা		**২৮৫৫**	

এনডব্লিউপিজিসিএল এর বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

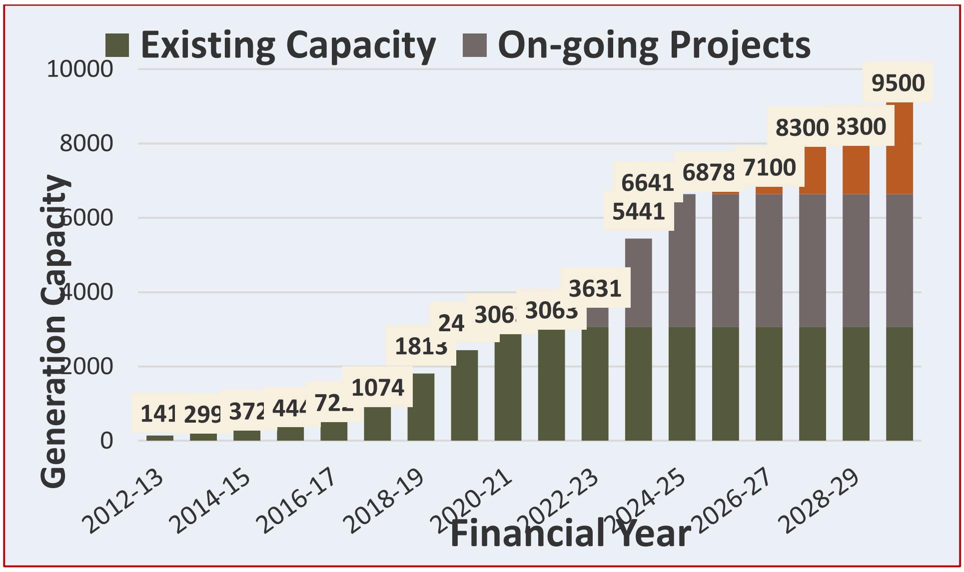

কোম্পানির অর্জনসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনডব্লিউপিজিসিএল-কে পুরস্কৃত করেন

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লাভ করে আসছে। কাজের মান, পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌঃ এ. এম. খোরশেদুল আলম এর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে কোম্পানি আর্ন্তজাতিক মানের প্রতিশ্রুতি পূরণে সমর্থ হওয়ায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ২০১৮ সালে 'ISO 9001:2015, ISO & 14001:2015 ISO 45001:2018 Certificates' অর্জন করেছে। National Power & Energy Week 2018-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে 'Fastest Growing Power Generation Organization of Bangladesh' হিসাবে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী এ. এম. খোরশেদুল আলম পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের Annual Performance Agreement (APA) এর মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল) -কে 'বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সংস্থা' ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করায় পুরস্কৃত করা হয়। অত্র পুরস্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌঃ এ. এম. খোরশেদুল আলম মহোদয়ের হাতে একটি ক্রেস্ট তুলে দেন।

'বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সংস্থা' ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করায় বিদ্যুৎ সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন প্রতিযোগিতা-২০২১ এর আওতায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌঃ এ এম খোরশেদুল আলম মহোদয়ের হাতে ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার তুলে দেন।

বিদ্যুৎ সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে থেকে সৌন্দর্যবর্ধন প্রতিযোগিতা-২০২১ এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

অতিসম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌঃ এ. এম. খোরশেদুল আলম মহোদয়ের নিকট শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন। যা কোম্পানির জন্যে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে।

Nasrul Hamid MP
State Minister
Ministry of Power, Energy & Mineral Resources
Government of the People's Republic of Bangladesh

25 April 2022

Dear Managing Director, BCPCL,

With great delight, I am extending my sincere thanks to you and everyone working at Bangladesh China Power Company (Pvt.) Limited (BCPCL) and North-West Power Generation Company Limited (NWPGCL) for the completion of the Payra 1320 MW Power Plant on time. The ultra-supercritical power plant, the first of its kind in Bangladesh and thus Bangladesh has entered as the 13th country in using *Ultra Supercritical Technology* for clean coal technology-driven power production. In this connection, I acknowledge the cooperation received from Bangladesh-China Power Company (Pvt.) Limited. The timely completion of this 2.45 Billion USD project and that too with a saving of 157 million USD is a milestone in the history of Bangladesh. The Hon'ble Prime Minister of People's Republic of Bangladesh inaugurated this power plant on 21 March 2022 being highly satisfied by the success of the company in all respects. I firmly believe that such success was possible because of your dynamic leadership and cautious due diligence in every phase of the company.

I strongly believe your contribution to this project and to the power sector is exemplary and others will follow suit.

With best wishes,

Nasrul Hamid, MP

Engr. A.M. Khurshedul Alam
Managing Director (In-Charge), BCPCL
&
Chief Executive Officer, NWPGCL

Phone: +88-02223354491, Fax: +88-02-9545464, Web: www.mpemr.gov.bd, Email: sm@mpemr.gov.bd

শতভাগ বিদ্যুতায়নে সংস্থার ভূমিকা/কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বিদ্যুৎ খাত সংস্কার নীতিমালা এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ২৮ আগস্ট ২০০৭ তারিখে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান) নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আসে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে কোম্পানির আওতায় ৯ (নয়) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। কোম্পানির সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০৬৩ মেঃওঃ। কোম্পানির আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ। শতভাগ বিদ্যুতায়নে কোম্পানির ভূমিকা বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। মিশ্র জ্বালানি (গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি) ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সরকারের আস্থা অর্জন করেছে।

এমতাবস্থায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের নিমিত্ত অত্র নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যাচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২০-এ পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) উৎপাদনে আসে। এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেঃওঃ। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন হওয়ায় প্রকল্পটি বিভিন্ন পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে। গত ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন করেন এবং এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের সর্ব প্রথম আলট্রা সুপারক্রিটিকাল প্রযুক্তিতে তৈরি পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ খাতে সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়ের। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইল-ফলক অর্জনের ঘোষণা দেন। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ২য় পর্যায়ের কাজও চলমান রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Energy Security নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং Environmental Sustainability অর্জনের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এনডব্লিউপিজিসিএল ও সিএমসি, চায়নার যৌথ উদ্যোগে Bangladesh-China Renewable Company (Pvt.) Limited (BCRECL) গঠন করা হয়েছে।

গত বছর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কপ-২৬ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতির প্রতি অঙ্গীকার করে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি দৃঢ়তার সাথে কপ-২৬ এর লিডার সামিটে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ জ্বালানি আসবে নবায়নযোগ্য উৎস হতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ আশাবাদকে বাস্তবায়িত করতে এনডব্লিউপিজিসিএল অগ্রগামী। ইতোমধ্যে কোম্পানির অধীনে সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেঃওঃ গ্রীড কানেক্টেড ফটোভোল্টায়িক সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

এছাড়া, সরকার প্রদত্ত এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এনডব্লিউপিজিসিএল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এভাবে দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নে এনডব্লিউপিজিসিএল একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সরকারের আস্থাভাজন কোম্পানি হিসেবে সুপরিচিত। ইতোমধ্যেই কোম্পানিটি দেশের অন্যতম নেতৃত্বশীল বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিগণিত হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২৫ সালের মধ্যে কোম্পানিটি ৯৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবলোকন করছেন

কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে ব্রিফ করছেন

শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাব

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা যখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, দেশের বিদ্যুৎ খাতের বেহাল দশা তখন বাংলাদেশের ২৭ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেঃ ওঃ এবংবিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৭% । সেখান থেকে মাত্র এক যুগ সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৪৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৫৬৬ মেঃ ওঃ এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত। বিদ্যুৎ ঘাটতি দেশে থেকে বাংলাদেশ এখন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে । বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের এই নজিরবিহীন সাফল্যের অংশীজন হিসাবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড তথা এর ভূমিকা ও অবদান রয়েছে । দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ১২% আসে অত্র কোম্পানি হতে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ।

দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত বহু পরিবার আজ জীবনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করছে। বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ঘরেও জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। শুধু জলাশয়ের মধ্যে নয়, দুর্গম পাহাড়ে, বিচ্ছিন্ন সব চরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা। বিদ্যুৎ জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদগুলো নতুন আশা ও উদ্দীপনায় জেগে উঠেছে। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব এলাকার মানুষ।

অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং দারুন গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা সর্বদা শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। কৃষির বাইরে অন্য কোনো পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না তাদের। সেখানে বর্তমানে ছোট বড় সব ধরনের ধানকল থেকে শুরু করে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থাকরণ, হাঁস মুরগির খামার, যন্ত্রচালিত যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য-সেবা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানে সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে সরকারের বিরাট সাফল্য দেশবাসীকে যেমন আনন্দিত ও উজ্জীবিত করেছে, তেমনি নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডকে করেছে আত্মপ্রত্যয়ী। কেননা সরকারের এ অসমান্য সাফল্যে অত্র কোম্পানি সরকারের সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে অত্র কোম্পানির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অত্র কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে আরও বেগবান করবে এবং সরকারের নির্ভরযোগ্য সৈনিক হিসেবে কোম্পানিটি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে অবিরাম দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে।

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল)

কোম্পানি পরিচিতি ও অর্জনঃ

দেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এর দপ্তর হতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) এবং ০৫ (পাঁচ) টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) আরপিসিএল এর উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরো ১২ (বার) টি পবিস অংশীদারিত্ব লাভ করায়, বর্তমানে মোট ১৭ (সতের) টি পবিস এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) আরপিসিএল এর শেয়ারহোল্ডার।

ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন

আরপিসিএল এর ভিশনঃ

নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের (জনগোষ্ঠীর) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণসহ অত্র অঞ্চলে একটি অনুকরণীয় আদর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ।

আরপিসিএল এর মিশনঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন, গুণগতমান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং পরিচালন দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।
- উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।
- এমন একটি কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা, যা এর স্টেকহোল্ডারদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
- নিরলসভাবে নতুন সুযোগের অন্বেষণ করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে এককভাবে নয় বরং সম্মিলিতভাবে কাজ করা।
- ধারাবাহিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক উৎকর্ষতা অর্জন এবং অধিকতর মুনাফা প্রদান।
- জাতি গঠনে অংশীদার হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশার অধিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন।
- সকল কর্মকান্ড এবং লেনদেন-এ আস্থা, সততা এবং স্বচ্ছতা'র (পরিচালন) নীতি সমূহ সমুন্নত রাখা।

আরপিসিএল এর কৌশল ও নীতিঃ

আমাদের জ্বালানি কৌশল ও নীতি হচ্ছে-আরও সাশ্রয়ী ও স্থিতিশীল মূল্যে জ্বালানী প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্বালানী দক্ষতার উন্নয়ন সাধন এবং আরও টেকসই, সাশ্রয়ী, সহজলভ্য/অবারিত জ্বালানী ও 'সবুজ জ্বালানী অর্থনীতি'র লক্ষ্যে 'সবুজ অর্থনীতি' এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রতিস্থাপন।

নির্মল এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে জ্বালানী অবকাঠামো স্থাপনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি আমরা পুনঃস্থাপন ও পুনবার্সন, চৌহাদ্দি উন্নয়ন এবং জ্বালানী সংরক্ষণ চর্চাসহ পরিবেশ সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খাতের নেতৃত্ব দিতে চাই।

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীল পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পদ্ধতি বিস্তারে আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকি।

আইএসও সনদঃ

মান ও সেবার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক মানদন্ড অনুসরণের স্বীকৃতিস্বরুপ রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (QMS) এর জন্য ISO 9001:2008 সনদ অর্জন করেছে। এ সনদ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) অনুমোদিত, আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান AJA Registrars Ltd. কর্তৃক নিবন্ধিত ও প্রদত্ত (AJA সার্টিফিকেট নম্বর: ১৬/১৭৯৪০; তারিখ ০৮ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ)। পরবর্তীতে ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে Quality Management (ISO 9001:2015); Environmental Management (ISO 14001:2015) ও Occupational Health and Safety Management (ISO 45001:2018) সনদ অর্জন করেছে।

শ্রেষ্ঠ অর্জনঃ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে আরপিসিএল এর ময়মনসিংহ এ অবস্থিত ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০১০, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৬ সালে সরকারী খাতে সেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পুরষ্কৃত হয়।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি খাতে কোম্পানী প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করে থাকে। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানী বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আরপিসিএল কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচক অর্জনের মাধ্যমে কর্মে উৎকর্ষ সাধনঃ

আরপিসিএল এর বিবিধ পৃথক কর্মপ্রক্রিয়া, কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি, উপ-প্রক্রিয়া সমূহ তথা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর উপকরণ সংগ্রহ, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূখ্য কর্মসম্পাদন সূচক হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সূচকসমূহকে ব্যবহার করে দূর্বল কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা নিরুপন করে সম্ভাব্য উন্নতি সাধন করে থাকে।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মূখ্য কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের সাথে প্রকৃত কর্মসম্পাদন সূচকগুলোর তুলনা করে দূর্বল কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা নিরুপন করে সম্ভাব্য উন্নতি সাধন করা হয়ে থাকে। অতঃপর তার উপর ভিত্তি করে কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন, অগ্রাধিকার প্রদান ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে আরপিসিএল এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

কোম্পানী গঠন

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এর দপ্তর হতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার স্টেশন এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

- ময়মনসিংহ ৭০ মেঃওঃ পাওয়ার স্টেশন এর ফেজ-১ (গ্যাস টারবাইন) এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু
- ১৪ এপ্রিল, ২০০১ খ্রিঃ তারিখে ময়মনসিংহ ১৪০ মেঃওঃ পাওয়ার স্টেশন এর ফেজ-২ (গ্যাস টারবাইন) এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা।

- ১৯ জুলাই, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার স্টেশন এর ফেজ-৩ (ষ্টীম টারবাইন) এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা।

যৌথ উদ্যোগে বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড নামক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

২০১০ সালে বিপিডিবি ও আরপিসিএল সম-অংশীদারিত্বে বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড নামীয় যৌথ মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী গঠিত হয়।

আরপিসিএল-গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

আরপিসিএল-গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ১২ জুলাই ২০১২ খ্রি: তারিখ হতে বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা।

রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

১০ মে ২০১৩ খ্রী: তারিখে রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা।

কড্ডা ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

বিপিডিবি ও আরপিসিএল এর যৌথ মালিকানাধীন কড্ডা ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা।

চায়না ভিত্তিক কোম্পানী নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লিঃ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী গঠন

২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লিঃ (নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল), চায়না এর এর যৌথ অংশিদারিত্বে (৫০:৫০) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) গঠন করা এবং উক্ত কোম্পানী কর্তৃক পটুয়াখালীতে ৬৬০× ২ মেঃ ওয়াট ক্ষমতার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

২৫ মে ২০১৯ খ্রি: তারিখে গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু (বিদ্যুৎ বিভাগ হতে সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রত্যেককে ১০০ মেঃওঃ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অতিব জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আরপিসিএল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করে, যা শতভাগ বিদ্যুতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে)।

চায়না ভিত্তিক কোম্পানী Shenzhen Star Instrument Co., Ltd. এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী গঠন

৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং Shenzhen Star Instrument Co., Ltd.(Star Instrument), চায়না এর যৌথ অংশিদারিত্বে (৫১:৪৯) বাংলাদেশ পাওয়ার ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি) গঠিত হয়।

কোম্পানী বর্তমানে উহার মালিকানাধীন ০৪ (চার) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৯২ মেঃওঃ এবং যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড এর কড্ডাস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে আসছে। বছরের পর বছর ধরে আরপিসিএল নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

এক নজরে আরপিসিএল এর চালু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহঃ

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানি	বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ
১.	ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ময়মনসিংহ।	২১০	গ্যাস	জুলাই ২০০০
২.	গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, কড্ডা, গাজীপুর।	৫২	এইচএফও/গ্যাস	জুলাই ২০১২
৩.	রাউজান ২৬ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, চট্টগ্রাম।	২৫	এইচএফও/গ্যাস	মে, ২০১৩
৪.	গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট, কড্ডা, গাজীপুর।	১০৫	এইচএফও	মে' ২০১৯

ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট

গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট

রাউজান ২৬ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট

গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট

আরপিসিএল কর্তৃক চলমান ও নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহঃ

বিদ্বাখস মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান ২০১৬ অনুযায়ী সরকার অত্র কোম্পানীকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করেছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আরপিসিএল কর্তৃক নির্মিতব্য প্রকল্পের নাম এবং বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	**প্রকল্পের নাম এবং অবস্থান**	**ক্ষমতা (মেঃওঃ)**	**জ্বালানির ধরণ**	**সম্ভাব্য কমিশনিং এর তারিখ**
১.	ময়মনসিংহ ৪২০ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, ময়মনসিংহ।	৪২০	গ্যাস/এইচএসডি	ডিসেম্বর ২০২৪
২.	পটুয়াখালী ১৩২০ (৬৬০X২) মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (ফেজ-১) নির্মাণ প্রকল্প।	১৩২০	কয়লা	মার্চ ২০২৪
৩.	গজারিয়া ৬০০ মেঃও এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।	৬০০	এলএনজি/ গ্যাস	জুন ২০২৭
৪.	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	১০০	সৌরশক্তি	জুন ২০২৪
৫.	গজারিয়া ৫০ মেঃও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।	৫০	সৌরশক্তি	ডিসেম্বর ২০২৪
	মোট	**২৪৯০**		

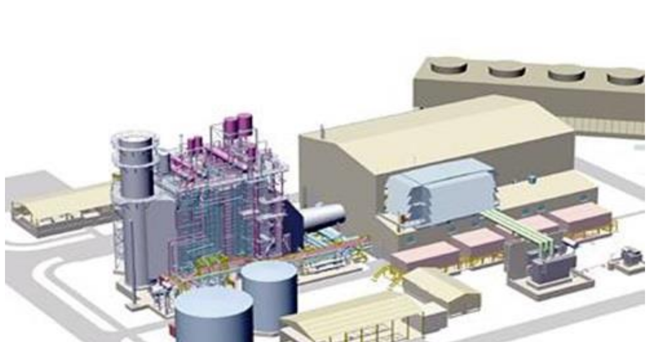

ময়মনসিংহ ৪২০ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, ময়মনসিংহ।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।

পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান ২০১৬ অনুযায়ী আরপিসিএল কর্তৃক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহঃ

বিদ্বাখস মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান ২০১৬ অনুযায়ী আরপিসিএল ২০৪১ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের জ্বালানিভিত্তিক (যেমন-সোলার, বায়ু, এলএনজি/গ্যাস এবং কয়লা) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৪,০০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

ক্রমন ০ং	প্রকল্পের নাম	অবস্থান	ক্যাপাসিটি (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
১.	পঞ্চগড় ৩০ মেঃওঃ সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প।	বোদা, পঞ্চগড়	৩০	সোলার	ডিসেম্বর-২০২৪	ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন।
২.	গাজীপুর ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প।	কড্ডা, গাজীপুর	৪৫০	গ্যাস/ এলএনজি	জুন-২০৩০	অধিগ্রহনকৃত ভূমির ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	গাজীপুর ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প।	কড্ডা, গাজীপুর	২২৫	গ্যাস/ এলএনজি	জুন-২০৩১	অধিগ্রহনকৃত ভূমির ভূমি উন্নয়ন কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগে ট্যারিফ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	গজারিয়া ৬০০ মেঃও এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প (ফেজ-২)	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।	৬০০	এলএনজি / গ্যাস	জুন-২০৩২	অধিগ্রহনকৃত ভূমির, ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৫.	মিরসরাই ১৮০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	মিরসরাই চট্টগ্রাম	১৮০০	এলএনজি	জুন-২০৩৫	বেজা হতে ৫০ একর ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৬.	১০০ মেঃওঃ বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	কলাপাড়া, পটুয়াখালী।	১০০	বায়ু	জুন-২০৩৬	সম্ভাব্যতা যাচাই চলমান রয়েছে। তবে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১০ মেঃওঃ বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।
৭.	বোয়ালখালী ৪০০ মেঃওঃ এলএনজিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (ফেজ-১)নির্মাণ প্রকল্প।	বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	৪০০	এলএনজি/ গ্যাস	জুন-২০৩৮	ভূমি অধিগ্রহন কার্যক্রম চলমান।
৮.	বোয়ালখালী ৪০০ মেঃওঃ এলএনজিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (ফেজ-২)নির্মাণ প্রকল্প।	বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	৪০০	এলএনজি/ গ্যাস	জুন-২০৪১	
মোট			৪,০০৫			

<u>আরপিসিএল এর যৌথ উদ্যোগে (Joint Venture) গঠিত কোম্পানি সমুহঃ</u>

(১) বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড (বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ)

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ও রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের (৫০:৫০) ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১০ ই নভেম্বর RJSC হতে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (বিআরপিএল) নামে নিবন্ধিত হয়। দেশে বিদ্যুৎ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে বোর্ড পরিচালক হিসেবে আরপিসিএল এর প্রতিনিধিগণ মিরসরাই ১৫০মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, শ্রীপুর ১৫০মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প এবং মাদারগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

কড্ডা ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	**মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প**

উল্লেখ্য, বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড কর্তৃক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ময়মনসিংহে ময়মনসিংহ ৪০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প নেয়া আছে।

(২) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল)

দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লিঃ (নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল), চায়না এর এর যৌথ অংশিদারিত্বে (৫০:৫০) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) গঠিত হয়। আরএনপিএল এর অধীনে চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম এবং অবস্থান	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য কমিশনিং এর তারিখ
পটুয়াখালী ১৩২০ (২×৬৬০) মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী।	১৩২০	কয়লা	মার্চ, ২০২৪ খ্রিঃ

(৩) বাংলাদেশ পাওয়ার ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি)

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং প্রি-পেমেন্ট মিটার ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং শেনজেন স্টার ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (স্টার ইন্সট্রুমেন্ট), চায়না এর এর যৌথ অংশিদারিত্বে (৫১:৪৯) বাংলাদেশ পাওয়ার ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি) গঠিত হয়। উক্ত কোম্পানির অধীনে গাজীপুর এর টঙ্গীতে একটি স্মার্ট প্রিপেইড মিটার অ্যাসেম্বলিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ২ লক্ষ Smart Pre-payment সরবরাহ করা হয়েছে এবং মিটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ট্রান্সফরমার ফ্যাক্টরী স্থাপন ও ডেসকোর আওতায় উত্তরা এলাকায় Underground প্রকল্প বাস্তবায়নে TBEA, China এর সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। চলতি ২০২২ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন ৫ (পাঁচ) টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ২ (দুই) লক্ষ এক ফেজ ও ১৪৯টি তিন ফেজ, ঢাকা ইলেকট্রিক

সাপ্লাই

পটুয়াখালী ১৩২০ (২×৬৬০) মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী।

কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো)-তে ৫০ হাজার এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো)-তে ১০ হাজার Smart Pre-payment মিটার DPM প্রক্রিয়ায় সরবরাহের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আরপিসিএল এর ভূমিকা

বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্দ্ধগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ বিতরণে অর্থাৎ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ সিস্টেম আপগ্রেডেশন, প্রি-পেইড মিটারসহ স্মার্ট মিটার, স্মার্ট গ্রিড স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচি অন্যতম। আরপিসিএল সরকারের এই সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।

বিদ্যুতের প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক (AT&C) লস হ্রাসকরণে ইলেকট্রিক ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি স্থাপন

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিডেট (আরপিসিএল), নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাসহ এই অঞ্চলের আদর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ ‘ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে শতভাগ বিদ্যুতায়নে আরপিসিএল নিজস্বভাবে এবং যৌথ উদ্যোগে (বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড, আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড ও বাংলাদেশ পাওয়ার ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড) নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট এর এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া, যৌথ উদ্যোগে (Joint Venture) গঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ইক্যুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি) এর মাধ্যমে একটি স্মার্ট প্রিপেইড মিটার অ্যাসেম্বলিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট স্থাপনপূর্বক গুনগত মানসম্পন্ন প্রি-পেইড মিটার উৎপাদন করে এবং সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আগামী কযেক বছরে সারা বাংলাদেশে স্মার্ট প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছে যা বিপুল সংখ্যক স্মার্ট প্রিপেমেন্ট মিটার উৎপাদনের একটি ক্রমবর্ধমান সুযোগে রূপান্তরিত করে। স্মার্ট গ্রিড এবং উন্নত মিটারিং অবকাঠামো ইনস্টল করা উল্লেখযোগ্যভাবে সামগ্রিক প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক (AT&C) ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে। স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি বাস্তবায়ন, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (PSMP)-2016 এবং ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ, 2021-2041-এর মতো উচ্চাভিলাষী প্রোগ্রামগুলির জন্য ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার জন্য স্মার্ট মিটার ইনস্টল করা প্রয়োজন। Aggregate System লস কমিয়ে reliable, dependable Electricity সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার প্ল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিস্তৃত গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ পরিকাঠামোর উন্নতিতে সরকারের জোরালো ভূমিকা বাংলাদেশে স্মার্ট মিটারিং সেগমেন্টের জন্য সমৃদ্ধির সুযোগ উন্মুক্ত করবে। আরপিসিএল এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিস্থিত কোম্পানী স্মার্ট প্রিপেমেন্ট মিটারের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পুঁজি করার জন্য ভাল অবস্থানে আছে।

অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন ও বিদ্যুতায়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগঃ

আমরা আমাদের দেশীয় ক্ষমতার জন্য গর্বিত এবং প্রধানমন্ত্রীর ‘স্বনির্ভর বাংলাদেশ’-এর ঘোষণাকে সমর্থন করার জন্য আরও গর্ববোধ করি। আকর্ষণীয় খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্য উদ্ভাবন, ভোক্তা সংযোগ এবং ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত যে আরপিসিএল বিশাল সুযোগগুলিকে কাজে লাগাবে এবং বিপিইএমসি-কে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বিদ্যুৎ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক হিসেবে গড়ে তুলবে। অনুকূল বিদ্যুৎ শিল্পের গতিশীলতা এবং সরকারী উদ্যোগ এবং সমর্থনে স্থিতিস্থাপকতার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে।

‘‘বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রামবাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।’’ —জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ব্রিটিশ তেল কোম্পানি ‘শেল অয়েল’-এর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ক্রয় করার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে গ্যাসক্ষেত্রগুলো দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস উদ্ভাবন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উনয়নে মূল চালিকাশক্তি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্নটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখেছিলেন অনেক আগে থেকেই। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে তিনি তার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে গেছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। ২০২০-২০২১ সাল মুজিববর্ষ হিসেবে পালন করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য সরকার একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে।

দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুতায়ন হয়েছে সব শহর, গ্রাম, চর, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। স্বাধীনতার পর ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের জনগোষ্ঠীর ৪৭ শতাংশ বিদ্যুতের সুবিধা পেয়েছিল। এরপর গত এক যুগে বাকি ৫৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। এক যুগে এ অভাবনীয় সাফল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং মুজিববর্ষ পূর্তিতে দেশের সব নাগরিককে বিদ্যুতের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সরকার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এখনো শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেনি। সন্দ্বীপে, রাঙ্গাবালি দ্বীপেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ঐ অঞ্চলের মানুষও একসময় বিশ্বাস করতে চাননি যে, তারা বিদ্যুৎ পাবেন। হাতিয়া নিঝুম দ্বীপে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যমুনা, তিস্তার অনেক দুর্গম চরাঞ্চলেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বিতরণ পর্যন্ত নিয়োজিত সবাই একটি দল হয়ে কাজ করার ফলাফল হলো- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৪ কোটি ২২ লাখের বেশি বিদ্যুৎসংযোগ রয়েছে, যার আওতায় জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এক যুগ আগে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮ লাখ। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭, বর্তমানে তা বেড়ে ১৫২টি (১০ এপ্রিল ২০২২) হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৪ হাজার ৯৪২ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার ৫৬৬ মেগাওয়াট। উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। একই সময় সঞ্চালন লাইন বেড়েছে ৫ হাজার ৪০২ কিলোমিটার, বিতরণ লাইন বেড়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার কিলোমিটার। নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লাখ। এর মধ্যে সেচ সংযোগ দ্বিগুণ হয়েছে, যা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখছে নিঃসন্দেহে। অতি সম্প্রতি চালু হওয়া পায়রার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুনভাবে যুক্ত হওয়ায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে আরো বেগবান করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল। তবে এরই মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণও বাস্তবায়নাধীন।

এসডিজি ও এমডিজি অর্জনে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ভূমিকা

শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ননীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ, ২০২১ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণে বিদ্যুতের ভূমিকা

অচিরেই দেশে বিদ্যুৎ চালিত মেট্রোরেল চালু হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের ব্যবস্থা সরকার করবে। বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি উৎপাদন হবে দেশে। রেল খাতকে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ চালিত খাতে নিয়ে আসাসহ এরকম ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় চলে আসায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত দেশ। ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পূর্ণাঙ্গ সুবিধা পাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টের নিয়ে আরপিসিএল এর ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাঃ

- সূচারুরুপে প্রকল্প বাস্তবায়ন,গুনগত,নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ পরিচালন দক্ষতা অর্জন ।
- সৃজনশীল ও প্রযুক্তি নির্ভর কোম্পানী হিসেবে গড়ে তোলা।
- কেম্পানীর শেয়ারহোল্ডার এর জন্য শেয়ার ভ্যালু সৃষ্টি করা।
- Team work এর মাধ্যমে কাজ করে নতুন সুযোগ তৈরী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।
- ধারাবাহিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে মুনাফা বৃদ্ধি করা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতি গঠনে অংশীদার হওয়া।
- সততা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে শেয়ার হোল্ডারদের প্রত্যাশাপূরণ করা।
- পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে সঠিক নৈতিকতার সাথে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

উপসংহারঃ বঙ্গবন্ধুর সুখী, সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আরপিসিএল বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনপূর্বক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিয়ে বর্তমান সরকারের সাথে আরপিসিএল সারাদেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরপিসিএল শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান বৃদ্ধিসহ সারাবিশ্বের সামনে দেশের গৌরব নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধির সগৌরব অংশীদার। এখন শুধু প্রয়োজন বিদ্যুতের শতভাগ কার্যকর ব্যবহার এবং সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ডেল্টা প্লান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ

<u>সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ</u>

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ একটি সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা সরকারের ভিশন বাস্তবায়নকল্পে ও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে নিরলস ভাবে বিদুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ও রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এর দপ্তর হতে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ নিবন্ধিত হয়।
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ এর মূল উদ্দেশ্য হল পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বিনির্মানে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (বিআরপিএল) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখছে।

ভিশনঃ

নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণ।

মিশনঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

উদ্দেশ্যঃ

কোম্পানির ভিশন ও মিশন এর আলোকে নির্ভর যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতঃ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ।

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ কর্তৃক নির্মিত গাজীপুরের কড্ডায় ১৫০ মে: ও: ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গত ১৫ আগষ্ট, ২০১৫ খ্রি: বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে অদ্যাবধি NLDC এর চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রীডে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, যার কর্মদক্ষতা প্রায় ৪৪%। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের শুরু হতে অদ্যাবধি প্রতি বছর প্রায় ৯৮% লভ্যতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে।
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ তার ভিশন মিশন অনুযায়ী দেশের বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ, টেকসই ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্রীড স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে:

১। মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

২। শ্রীপুর ১৫০ মেঃ ওঃ এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বরমা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

৩। মাদারগঞ্জ ১০০ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, কাইজারচর, জামালপুর, মাদারগঞ্জ।

৪। ময়মনসিংহ জোনে ৪০০ মে:ও: ক্ষমতার Gas/LNG ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, চর ইশ্বরদিয়া, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

অর্জনসমূহ

১। ইসিএ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ এর গাজীপুরস্থ কড্ডা ১৫০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রীডের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করে "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

২। জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মানের জন্য চীন ভিত্তিক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এম/এস সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিঃ এর সাথে ০৪-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কমিশনিং কাজ চলমান আছে যার ভৌত অগ্রগতিঃ ৯৮.৮৫% এবং আর্থিক অগ্রগতিঃ ৮৪.৯২%।

৩। ইসিএ এর অর্থায়নে নির্মিতব্য শ্রীপুর ১৫০ মেঃ ওঃ এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি বাংলাদেশ ভিত্তিক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ এর সাথে ১৪-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজিং সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার ভৌত অগ্রগতিঃ ৮.৩০% এবং আর্থিক অগ্রগতিঃ ১৪.৭০%।

৪। চীন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিআরইসি ইন্টারন্যাশনাল রিনিউএবল এনার্জি কোঃ লিঃ (সিআইআরই) এর সাথে জেভিসি গঠনের মাধ্যমে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার কাইজার চরে গ্রিড টাইড ১০০ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মানের লক্ষ্যে ভূমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ট্যারিফ ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ১,২৮০.০০ কোটি টাকা। বিপিডিবি হতে প্রকল্পের পিপিএ ও ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট (আইএ) ইস্যু করা হয়েছে যা স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পিজিসিবি কর্তৃক নির্মানতব্য ঘাটাইল ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের সাথে সংযোগ করা হবে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের সংস্থার ভূমিকা/কার্যক্রম

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ একটি সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় শতভাগ বিদ্যুতায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে আসছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করবে। এই উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়।
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ দ্বারা দেশের মানুষ বিদ্যুৎ পায় তাই শতভাগ বিদ্যুতায়নে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ এর ভূমিকা রয়েছে। বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ তার চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে শতভাগ বিদ্যুতায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আর্থিক কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, দেশে শিক্ষার হার ও সুযোগ বৃদ্ধিসহ গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাব

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলশ্রুতিতে পল্লী জনপদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া) দেশ ও বর্হিবিশ্বের সকল বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও হালনাগাদ থাকার সুযোগের কারণে তাদের অধিকার বোধ, করণীয়, বর্জনীয় প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে; যার ফলে সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অনাচার প্রভৃতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে শহর গ্রাম ব্যবধান ঘুচিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তরিত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনপূর্বক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে শতভাগ বিদ্যুতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। এক যুগ আগে দেশের বিদ্যুৎ সক্ষমতা ছিল মাত্র ৫ হাজার মেগাওয়াট। বর্তমানে তা পাঁচগুণ বেড়ে ২৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে ৫৬০ কিলোওয়াট পার আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ সেবার আওতায় এসেছে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী।

বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। যেখানে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রধানতম দিক হলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে পূর্ণ স্বনির্ভরতা অর্জন ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় প্রকল্পের ভিত্তিতে। তিনি বলেন -"এক্ষণে সংগত কারণেই আমাদের বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে হবে, নইলে আমাদের অনেক কিছুই বুঝতে কষ্ট হবে।"

গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন বলা হয়। আর গ্রামবাংলার জনপদ যদি বলা হয়, তবে তা কৃষক আর কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কৃষির বিপ্লব মানে হলো গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি তাই মূলত কৃষিনির্ভর দেশ। আর গ্রামবাংলাই হলো কৃষি অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র। তাই গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নয়নের ওপরই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এখন সবকিছুই যন্ত্রের মাধ্যমে হচ্ছে। চাষাবাদ, বীজ বপন, নিড়ানি, সার দেয়া, ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়া ও প্যাকেটিং পর্যন্ত সবই হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন ব্যয় কমছে। একই সঙ্গে ফসলের অপচয়ও কমছে। দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদন ছিল দেড় কোটি টনের মতো। এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন কোটি টনের বেশি। এ সময়ে জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি থেকে বেড়ে ১৬ কোটিরও বেশি হয়েছে। আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে অর্ধেকের বেশি।

লক্ষ করার বিষয়, আবাদি জমি এত ব্যাপকহারে কমার পরও খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে, যাতে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্যসংস্থান হচ্ছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার একেবারে কাছাকাছি এসে উপনীত হয়েছে। এ সাফল্য অর্জনের পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বা করছে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি। আর এসব প্রযুক্তির বেশির ভাগই দেশে উদ্ভাবিত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের মোট আবাদি জমির ৯০-৯২ শতাংশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। চাষাবাদের সব পর্যায়ে অর্থাৎ জমি তৈরি থেকে চাল উৎপাদন পর্যন্ত সব পর্যায় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আওতায় এলে উৎপাদন যে আরো বৃদ্ধি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করার এক অন্যতম মাধ্যম হলো বিদ্যুতের ব্যবহার। বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন সহজ ও দ্রুততর হচ্ছে। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে উপরে। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

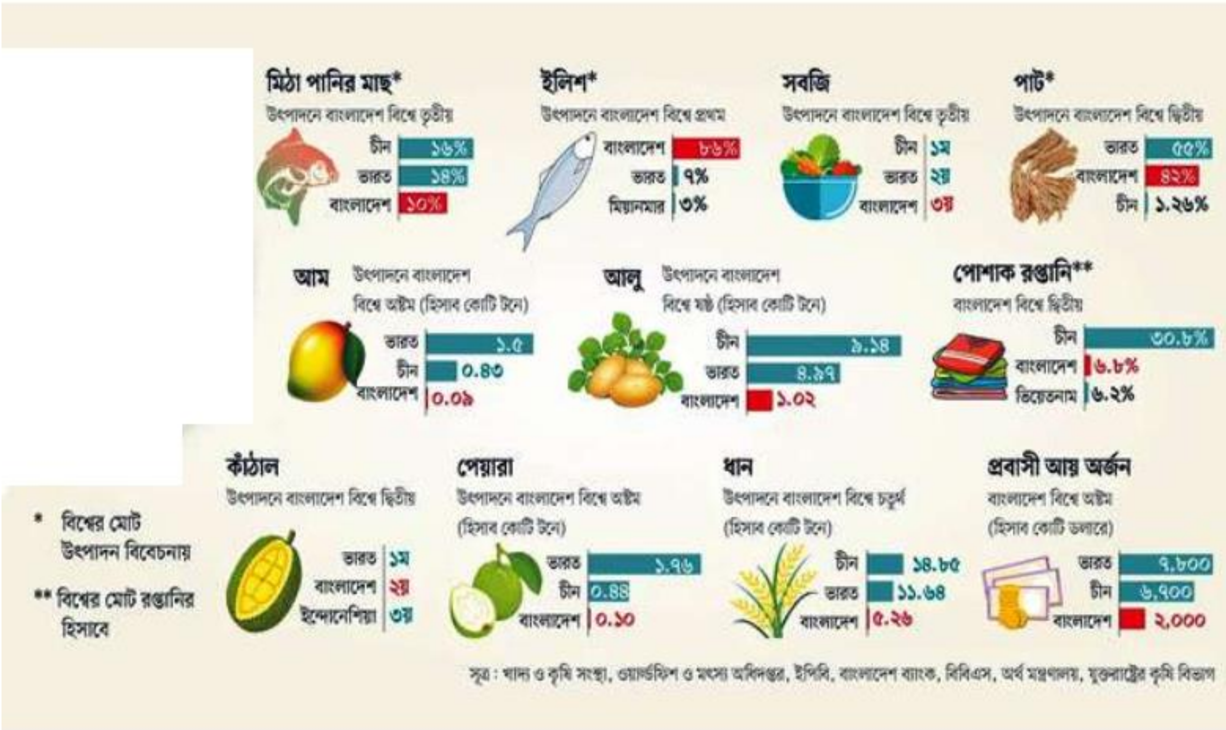

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। ২০১০ সালের পূর্বে দেশে চাল আমদানিতে প্রতি বছর প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হত। বিগত বছরগুলোতে চাল আমদানির ব্যয় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসে বর্তমানে রপ্তানির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উল্লেখিত সময়ে আশানুরুপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পোশাক শিল্প সহ রপ্তানিখাতে যে বড় ধরণের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে শতভাগ বিদ্যুতায়নের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পোশাক শিল্প সহ রপ্তানিমুখী শিল্পে লোড শেডিং সীমিত রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও বিদ্যুতের অতিরিক্ত যোগান অর্থনীতির অন্যান্য খাতে যেমন- বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেবা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করেছে। ফলে বৈশ্বিক মন্দা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও জাতীয় প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশে বহাল রেখে উন্নত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য বলতে ছিল শুধু পাট ও চামড়া। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৩৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলার। মোট রপ্তানিতে পাট ও পাটজাত পণ্যের অবদান ছিল ৮৯.৬৬%। আর চামড়া খাতের অবদান ছিল ৮.৬২%। ৮০’র দশকে রপ্তানির শীর্ষে উঠে আসে তৈরি পোষাক।সময়ের সাথে সাথে হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্পজাত পণ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, ভবন নির্মাণ সামগ্রী, সিরামিক পণ্য, গ্লাস, ঔষধ প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের কাতারে যুক্ত হয়। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে নতুন নতুন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে পণ্যের উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ দশকে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১১১ গুন। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮,৭৫৮.৩১ মিলিয়ন সার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে পোষাকশিল্প খাত থেকে আয় হয়েছে ৩১,৪৫৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান বিশ্বে তৈরি পোষাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এসকল যুগান্তকারী উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো শতভাগ বিদ্যুতায়ন।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের আলোয় আজ দুর্গম চরাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম আর পার্বত্য অঞ্চল। দেশের পুরো ভূখন্ড এখন বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। পটুয়াখালীর চর রাঙ্গাবালী, ভোলার কুকরিমুকরি ও মনপুরা, নিঝুমদ্বীপ, সন্দ্বীপ কোথাও বাদ নেই। বিভিন্ন দ্বীপে নদীর তলদেশ দিয়ে নেয়া হয়েছে সাবমেরিন কেবল। পদ্মার দুর্গম চর ও পার্বত্য অঞ্চলে দেয়া হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ। এতে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বিদ্যুতায়ন হয়েছে। বিদ্যুৎ পৌছে যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে পরিবর্তন এসেছে মানুষের জীবন যাপনে। কর্মসংস্থান ও কর্মঘণ্টা দুটোই বেড়েছে। স্থানীয় এবং বিদেশী দুই বিনিয়োগই বেড়েছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার নতুন শিল্প সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৩৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার ছিল ৯০% আর অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৪%। সেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী, দারিদ্র কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশে। আর চরম দারিদ্রের হার নেমেছে ১০.৫ শতাংশে। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়া। বিশ্বব্যাংক বলছে, দারিদ্র বিমোচনে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যাতে দুঃখী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।এ লক্ষ্য পূরণে

বাংলাদেশ আজ অনেকটাই সফল। সফলতার এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। আর এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ক্ষুধা-দারিদ্র-নিরক্ষরতামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কেননা স্বাধীনতা অর্জনের কর্মধারা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে দেশের ও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। এ দুটির সমন্বয়ই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে।বস্তুত অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া কোনো দেশ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে না। কারণ অর্থনীতিই সমাজের মূল ভিত্তি।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন কেবল মানুষের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিক চিন্তা চেতনা ও কর্মপ্রবাহের উপরও প্রভাব ফেলে। যে কারণে স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয়ে যায় অর্থনৈতিক মুক্তির যুদ্ধ।মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে শোষনমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যে সমাজে মানুষ পাবে তার মৌলিক অধিকার, অর্জিত হবে অর্থনৈতিক মুক্তি। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে গত পাঁচ দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র কমেছে উল্লেখ্যযোগ্য মাত্রায়; বেড়েছে অর্থনৈতিক সক্ষমতা। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষনা সংস্থা Center for Economic and Business Research (CEBR)'র তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪১ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। আর ২০৩৬ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৪ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে।

শতভাগ বিদ্যুতায়ন দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ৫০ বছরে বাংলাদেশের বড় অর্জন স্বল্লোন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। দারিদ্র ও ভঙ্গুর অর্থনীতির কারণে যে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে তাচ্ছিল্য করা হয়েছিল, সেই দেশটিই এখন বিশ্বসভায় উন্নয়নের এক রোল মডেল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জাতিসংঘের সকল শর্ত পূরণ করে স্বল্লোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে স্বল্লোন্নত দেশের কাতারে থাকা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সব শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। ১৬ মার্চ ২০১৮ আনুষ্ঠানিকভাবে মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। ২৪ নভেম্বর ২০২১ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UNGA) বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদন করে।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

১। বিষয়বস্তুঃ

ক) সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জন

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং তারিখে নিবন্ধিত হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই উৎপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় গ্যাসের মজুদ নিতান্তই অপ্রতুল। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে, জ্বালানি হিসেবে কয়লা তুলনামূলক ভাবে স্বল্প মূল্যের হওয়ায় সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ সরকারের মালিকানাধীন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২০১১ সালে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়। দেশের বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে প্রাধান্য দিয়ে জাপান সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Power System Master Plan (PSMP)-2016 প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল সর্বাধুনিক আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সিপিজিসিবিএল এর ভূমিকাঃ

বর্তমানে সিপিজিসিবিএল এর আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী এলাকায় ২x৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত কয়লা লোডিং-আনলোডিং জেটি নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, টাউনশীপ নির্মাণ, স্থানীয় এলাকায় বিদ্যুতায়ন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন/ সমীক্ষা (ESIA) এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সম্পাদন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ১৬ জুন ২০১৪ ইং তারিখে একটি ঋণচুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের মোট

অর্থায়নের ৮৪.৭% যা ৪৩,৯২১.০৩ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য হিসেবে জাইকা থেকে এবং অবশিষ্ট ৭,৯৩৩.৮৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার ও সিপিজিসিবিএল এর নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দক্ষ জনবল তৈরি হবে এবং দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ফলে দেশের আমদানি-রপ্তানিতে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হবে।

খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে সংস্থার ভূমিকা/কার্যক্রমঃ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) একটি নবসৃষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি। সিপিজিসিবিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনও প্রকল্প হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু না হওয়ায় দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নে সিপিজিসিবিএল এর সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু অর্জিত শতভাগ বিদ্যুতায়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং দেশের বিদ্যমান জ্বালানি পরিস্থিতি বিবেচনায় ভবিষ্যত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিপিজিসিবিএল এর চলমান ও পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও স্থানীয় গ্রামীণ জনপদের বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে চকরিয়া-মাতারবাড়ি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন, মাতারবাড়ি ১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণসহ মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিতরণ লাইন নির্মাণসহ বিনামূল্যে প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) টি বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা ইউনিয়নে শতভাগ বিদ্যুতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

<u>গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাব</u>

এক সময় মাতারবাড়ি এলাকায় ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো। বর্তমানে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে মাতারবাড়ি প্রকল্প সংলগ্ন এলাকাসমূহে বিদ্যুতের আলো পৌছানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ নির্ভর বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে এসব অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। গ্রামীণ জন-জীবনে পৌঁছে গেছে ফ্রিজ, টিভি, এলইডি লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। বিদ্যুতায়নের ফলে মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা এলাকায় মোবাইল, ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে জনগণের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাতারবাড়ি ধলঘাটা এলাকার মানুষ মূলত লবণ ও চিংড়ি চাষ নির্ভর । অত্র এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছার ফলে লবণ চাষ ও চিংড়ি চাষে বিদ্যুৎ নির্ভর কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মাধ্যমে ঐ এলাকার জীবন-জীবিকা তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

<u>২। অন্যান্য তথ্যঃ</u>

<u>মাতারবাড়ি এলাকায় নির্মিতব্য ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্থিরচিত্রঃ</u>

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম ও নির্মিত ২৭৫ মিটার উঁচু চিমনি

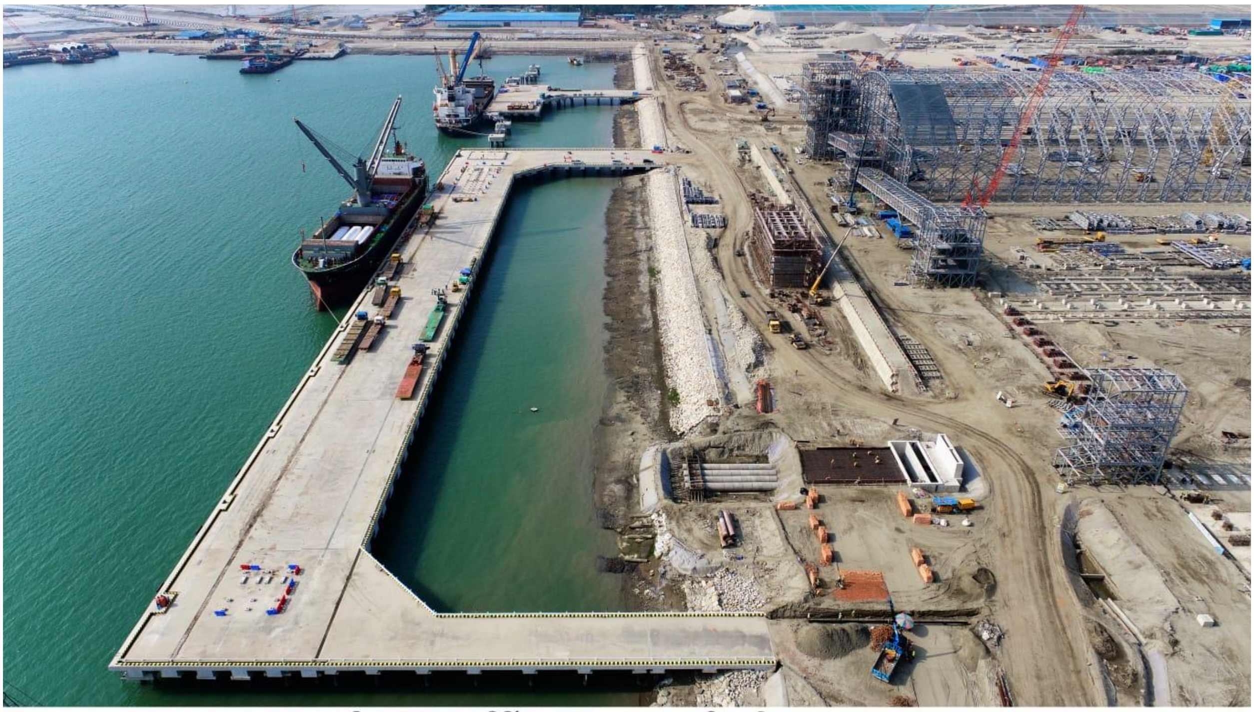

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্মিত কয়লা এবং তেল আনলোডিং জেটি

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোলইয়ার্ড নির্মাণ কার্যক্রম

পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজের সামগ্রিক চিত্র

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Water Treatment Facilities নির্মাণ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন এর স্থিরচিত্র

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎখাতের বিদ্যমান সমস্যা ও ব্যাপক ঘাটতি দূরীকরণসহ এ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী, সঠিক দিক নির্দেশনা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রদানপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করার জন্য "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" কর্মসূচী গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর অধিনস্ত সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুজিববর্ষের মধ্যেই বিদ্যুৎ বিভাগের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ পটুয়াখালীর পায়রায় সমগ্র বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন।

এপিএসসিএল এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জনঃ

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব। এর ০৬ টি ইউনিটের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৯০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎখাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ -এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। এপিএসসিএল -এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। ২২ মে ২০০৩ তারিখে বিপিডিবি এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সাময়িক বিক্রেতা চুক্তির মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কমপ্লেক্স কে (সম্পদ ও দায় সহ) এপিএসসিএল-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ০১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানীর সকল কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সহ কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন ও সংরক্ষণ), নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট টিম এর উপর ন্যাস্ত করা হয়।

কোম্পানির আর্টিক্যালস্ অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী মোট শেয়ারের ৯১.২৩% বিপিডিবি, ৮.৭৬% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ -এর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) তার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ক্রমাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পেশাদারী দক্ষতা বিকাশের জন্য এপিএসসিএল এর পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PPTC) তে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গুলি একটি কার্যকর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম এবং কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অধিকন্তু, এপিএসসিএল বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সংযুক্তির সুবিধাও দিচ্ছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন

প্রকার পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্পর্কে বিশদভাবে হাতে কলমে জানতে পারে। এপিএসসিএল শুধুমাত্র ২০১৯-২০ অর্থবছরেই ২০৯ জন শিক্ষার্থীকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সংযুক্তি এবং ১৪০ জন শিক্ষার্থীকে দিনব্যাপী পরিদর্শনের মাধ্যমে হাতে কলমে বিভিন্ন প্রকার পাওয়ার প্ল্যান্টের ধারণা প্রদান করেছে।

এপিএসসিএল এর মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করা হয় এবং গুনগত উন্নতির জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন (বিপিএমআই), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এনএপিডি) সহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও স্টাফ ও অফিসারদেরকে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষায়িত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এপিএসসিএল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সুষ্ঠু, নিরাপদ, কর্মবান্ধব কর্ম পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপারেশন ও মেইনটেনেন্স কাজের পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে কর্মীদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিসেবা এবং সুবিধা চালু রয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে অপারেশন ও মেইনটেনেন্স সার্ভিসের ওয়েব ভিত্তিক এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন; যানবাহন ব্যবস্থাপনায় Vehicle Management System সফটওয়্যার; এইচআরএম, প্রকিউরমেন্ট, ফাইন্যান্স ও Fixed Asset ইত্যাদির কৃচ্ছতা এবং সমন্বয়ের জন্য রয়েছে Enterprise Resource Planning (ERP) সিস্টেম। এছাড়া হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস), অপারেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ওআইএমএস), ডিজিটাল সার্ভিস/ই-সেবা (যানবাহন রিকুইজিশন ম্যানেজমেন্ট), Zimbra e-mail পরিসেবা, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাটেনডেন্স রিপোর্টিং সিস্টেম, ইন্টারনাল মেইলিং সিস্টেম, মেডিকেল সেন্টার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (MCIMS), ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, প্যাট্রোল গার্ড মনিটরিং সিস্টেম, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ইন্টারনেট এবং ওয়াইফাই জোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, সিসি ক্যামেরা/আইপি ক্যামেরা প্রভৃতি আইসিটি কার্যক্রম চলমান আছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও, এপিএসসিএল দেশের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে টিএফএ HGPI করতে আসতে পারেনি। যার কারনে এপিএসসিএল এর আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) ও আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) প্ল্যান্টের জন্য দুটি HGPI এবং আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট CCPP-এর জন্য একটি MI নভেম্বর ২০২০ থেকে জানুয়ারী ২০২১ এর মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এগুলো এপিএসসিএল বোর্ড, ম্যানেজমেন্ট টিম এবং আমাদের দক্ষ প্রকৌশলী ও কর্মীদের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার কারণে সম্ভব হয়েছে।

এপিএসসিএল অপ্রত্যাশিত কোভিড-১৯ সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নিরাপদ যাত্রায় রয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২৪ ঘন্টা সার্বিক সহযোগিতা ও উপযুক্ত কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ হিসাবে ঘোষনা করেছে এবং ২৬ শে মার্চ, ২০২১ তারিখে, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার অর্ধশতবর্ষ উদযাপন করেছে। মুজিববর্ষের বৈশ্বিক উদযাপনের সাথে সঙ্গতি রেখে এপিএসসিএল মুজিববর্ষে সেবা সহজিকরণ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এপিএসসিএল ইতিমধ্যেই (৩) তিনটি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে। এছাড়াও তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান -এর ভূমিকা প্রচারের পাশাপাশি এপিএসসিএল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে ৪ (চার) টি এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন স্থাপন করে ভিডিও, ছবি, বার্তা ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করছে। আমাদের মহান নেতার বিভিন্ন ছবি, বই ভিডিও, জীবন বৃত্তান্ত সম্ভলিত এপিএসসিএল স্কুলে এবং এপিএসসিএল প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকে দুটি মুজিব কর্ণার তৈরি করা হয়েছে।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে পুরো দেশ জুড়ে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পাওয়ার স্টেশন দেশের মোট চাহিদার ৮.৭৬% -এরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্টীম তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি মেঘনা নদী থেকে নেওয়া হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। উল্লেক্ষ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের বিপুল পরিমাণ পানি আশুগঞ্জ, সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩.৩.৩. শতভাগ বিদ্যুতায়নে এপিএসসিএল এর ভূমিকা ও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎখাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ইং তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ –এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ০১ মার্চ ২০০৩ইং তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয়। এপিএসসিএল –এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন (এপিএস) কমপ্লেক্স -কে এপিএসসিএল -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এপিএসসিএল এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২৪৯.২৩ কোটি টাকা। প্রাথমিক ভাবে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা। গত ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে ৬৬১.৪০ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং তারিখে স্বাক্ষরিত Final Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে অতিরিক্ত ৫৫৭.২৬ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর মোট শেয়ারের ৯১.২৩% বিপিডিবি, ৮.৭৬% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ -এর মালিকানায় রয়েছে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা যেমনঃ নদী, ভারী সরঞ্জামাদি পরিবহন সুবিধা (সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ), জ্বালানী উৎস (গ্যাস নেটওয়ার্ক) ইত্যাদি আবশ্যক সুবিধাসমূহ বিবেচনা করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার “আশুগঞ্জ” উপজেলায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি বিদেশী নির্মাণ কোম্পানির সাথে ১৯৬৬ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ‘আশুগঞ্জ’ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কাছাকাছি এবং মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বলে সে সময়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়। মেঘনা রেলসেতুর উত্তর-পূর্ব দিকের ৩১১ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে মোট ১২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহের স্থাপন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে ইউনিট দুটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। উক্ত ২টি প্রকল্পের পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্য আরও ৩টি ইউনিট স্থাপনের জন্য কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী জার্মানির মেসার্স Lahmyer International কে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা শেষে প্রতিটি ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ইউনিট (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫) স্থাপনের পক্ষে মতামত প্রদান করে। IDA, KFW (German Govt.), কুয়েত, OPEC তহবিল ও ADB এর আর্থিক সহায়তায় এই ৩টি ইউনিট স্থাপন করা হয়। উল্লেক্ষ্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হওয়ায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরঞ্জাম সমূহ ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। Turbo - জেনারেটরের অংশ সরবরাহ ও স্থাপন করে জার্মানির মেসার্স BBC (বর্তমান ABB) এবং বয়লার অংশ জাপানের IHI কোম্পানির তৈরি এবং সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ করে জাপানের মেসার্স Mitsui and Co. অন্যান্য প্রধান যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং স্থাপন করে মেসার্স BBC (জার্মানি), মেসার্স IHI (জাপান), মেসার্স KDC (কোরিয়া) এবং মেসার্স PCC (কোরিয়া)। মেসার্স Lucky International (কোরিয়া) 230KV আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ করে।

এই তিনটি ইউনিট পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ এবং মে, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে চালু করা হয়। ইউনিট ৩ ও ৪ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় ব্রিটিশ আর্থিক সহায়তায় একটি কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি গ্যাস টারবাইন এবং ৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্টীম টারবাইন নিয়ে গঠিত কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্টটির মোট ক্ষমতা ছিল ১৪৬ মেগাওয়াট । ইউনিটটির প্রধান যন্ত্রপাতি তৈরি এবং স্থাপনার কাজ করে ইংল্যান্ডের GEC কোম্পানি (বর্তমান ALSTOM,UK)। কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্টটির জিটি-১, এসটি এবং জিটি-২ ইউনিট সমূহ পর্যায়ক্রমে ১৯৮২, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ইং সালে চালু হয়।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত এপিএসসিএল নিম্ন লিখিত প্রকল্প সমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়নে অবদান রেখে চলছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু
১	আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট	৫৩	২ মার্চ, ২০১১
২	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৩	২০ এপ্রিল, ২০১৫
৩	ইউনাইটেড-আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	১৯৫	৮ মে, ২০১৬
৪	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ)	৩৮৩	১৮ জুলাই, ২০১৬
৫	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)	৩৮৬	১১ জুন, ২০১৭
৬	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট)	৪২০	২০২২ (অতিশীঘ্রই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে)

চিত্রঃ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধন এবং আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি, ইউনাইটেড আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) ও আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) প্রকল্পের (১৩০১ মেগাওয়াট) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ফলক উন্মোচন করেন।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ ০১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ৭২৮ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। শেখ হাসিনা সরকারের বলিষ্ট নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় সাফল্যের অংশ হিসেবে ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও অদক্ষ প্ল্যান্ট সমূহের অবসর প্রদানের মাধ্যমে বর্তমানে এপিএসসিএল এর ৬ (ছয়) টি পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপিত ক্ষমতা ১৩৯০ মেগাওয়াট। ২০২২ সালেই আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট) প্রকল্প হতে ৪২০ মেগাওয়াট জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। ফলে, এপিএসসিএল এর মোট স্থাপিত ক্ষমতা হবে ১৮১০ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	মোট স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১	ইউনিট-৫	প্রাকৃতিক গ্যাস	১৫০
২	আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫৩
৩	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	প্রাকৃতিক গ্যাস	২২৩
৪	ইউনাইটেড আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	১৯৫
৫	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৮৩
৬	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৮৬
		বর্তমানে মোট স্থাপিত ক্ষমতা =	**১৩৯০**
৭	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৪২০
	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট) বানিজ্যিক উৎপাদনে গেলে মোট স্থাপিত ক্ষমতা হবে =		**১৮১০**

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

পাওয়ার প্ল্যান্ট সমূহের কালের পরিক্রমায় Economic Life অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া এবং সক্ষমতা হ্রাস পাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, সক্ষমতাকে ধরে রাখা এবং সর্বোপরি জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উক্ত প্ল্যান্ট সমূহ প্রতিস্থাপন ও অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রয়োজন হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পুরানো প্ল্যান্টসমূহ যেমন GT-1, GT-2 & ST প্রতিস্থাপন করে সেখানে আশুগঞ্জ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ইউনিট ১, ২, ৩ এবং ৪ কে অবসর প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটসমূহকে প্রতিস্থাপিত করে সেখানে অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, ইউনিট ১ ও ২ অবসর প্রদান করে সেখানে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্লেসমেন্ট প্রজেক্ট) হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইউনিট ৫ আগামী ২০২৩ অবসরে গেলে ইউনিট ৩-৫ এর স্থলে একটি ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, বি-টাইপ এলাকায় ৩×৬০০ মেগাওয়াট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

এপিএসসিএল-এর অধীনে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছেঃ

১। আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) প্রকল্পঃ প্রকল্পের প্রায় ১০০% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে শীগ্রই এটি জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

২। পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পঃ ইতোমধ্যে পটুয়াখালীতে ৯২৫.৫ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

আসন্ন প্রকল্প হিসেবে এপিএসসিএল এর দুটি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে। যথাঃ

১। আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্লেসমেন্ট) প্রকল্প-যার পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরিত হয়েছে।

২। রায়পুরা ১২০ মেগাওয়াট গ্রিড টাইড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প যার পিডিপিপি পাওয়ার ডিভিশনে প্রেরিত হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান আছে।

২০৪১ সাল নাগাদ এপিএসসিএল জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বর্ধিত করার পরিকল্পনা করেছে।

এপিএসসিএল এর ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

Year	Installed Capacity (MW)	New Addition (MW)	Retirement Plan (MW)	Additional Increase (MW)	Total Generation (MW)
1	2	3	4	5=3-4	6=2+5
2021-2025	1390	420+400+120=940	150	790	2180
		Ashuganj 400 MW CCPP (East), Ashuganj 400 MW CCPP (Replacement Project), Raipura 120 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-1)	Ashuganj Unit-5		
2026-2030	2180	600+100+1200=1900	53+195=248	1652	3832
		Ashuganj 600 MW CCPP (Replacement Project, 100 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-2), Patuakhali 1200 MW CCPP (Phase-1)	Ashuganj 50 MW GEPP, United Ashuganj 200 MW Modular Power Plant		
2031-2041	3832	600+600+1200=2400	223+383=606	1794	5626
		Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-1) at B-type Area, Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-2) at B-type Area, Patuakhali 1200 MW CCPP (Phase-2)	Ashuganj 225 MW CCPP, Ashuganj 450 MW CCPP South		

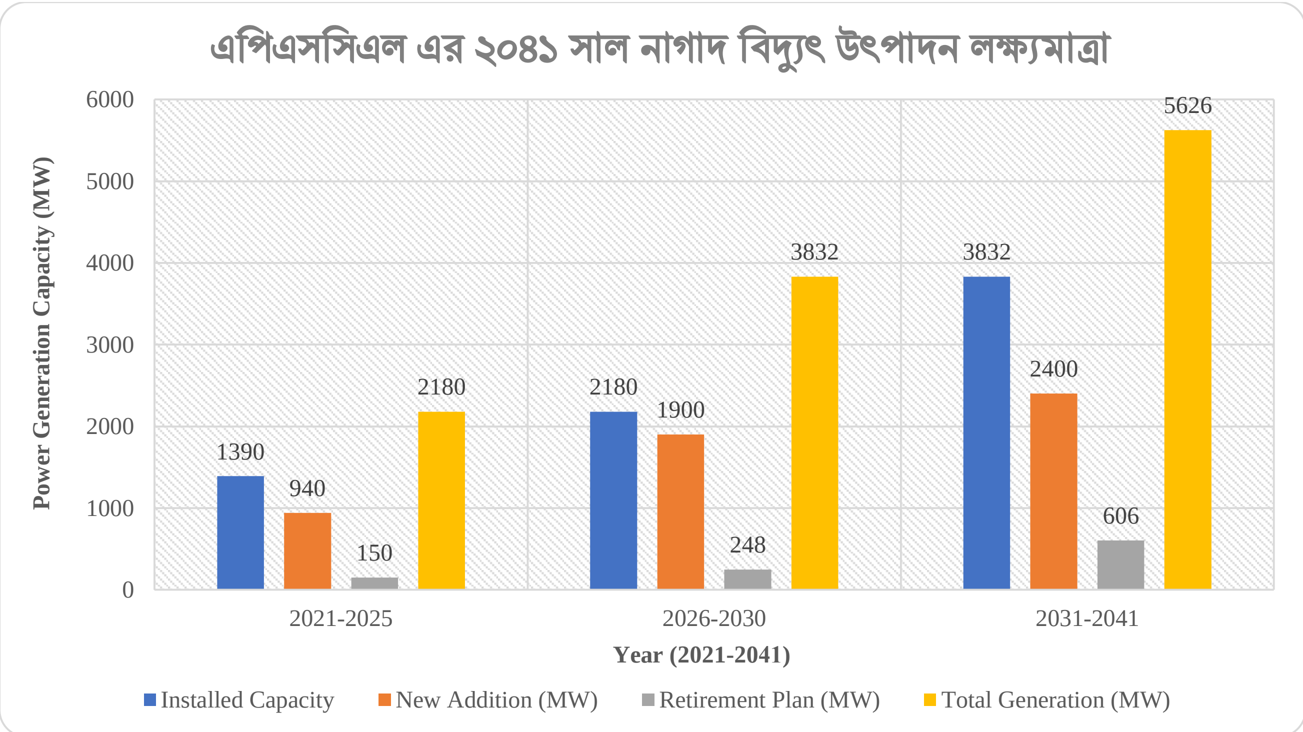

<u>এপিএসসিএল এর CSR প্রোগ্রামঃ</u>

এপিএসসিএল সমাজের দায়বদ্ধতার স্থান থেকে Corporate Social Responsibility নীতি গ্রহণ করে আসছে। ২০২০-২১ সময়কালে, এপিএসসিএল CSR কার্যক্রমের জন্য ১.২৯ কোটি টাকা (৩.০০ কোটি টাকা বাজেটের ৪৩%) ব্যয় করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার

ক্ষেত্রেও এপিএসসিএল গত বছর বেশ কিছু বড় ভূমিকা পালন করেছে। কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষিতে, এপিএসসিএল কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি অর্থায়নে বাড়ি নির্মাণ তহবিলে ১.২৫ কোটি টাকা দান করে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোকেশনাল এবং ট্রেড কোর্সের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে General Electric Works, Welding and Fabrication এর কাজ হাতে কলমে শেখার ফলে প্রায় ২০০ (এখন পর্যন্ত) কর্মহীন বেকারকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

চিত্রঃ আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

চিত্রঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট ট্রেইনিং সেন্টার

এপিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুৎকেন্দ্রেগুলোর জন্য শীতলীকরণের জন্য ও প্রসেস ওয়াটার হিসেবে মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার শেষে Effluent Treatment Plant দ্বারা বিশোধন ও ডিসচার্জ চ্যানেল দ্বারা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে নদীতে ছাড়া হয়। শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উক্ত ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি একটি স্লুইস গেট -এর সাহায্যে আশুগঞ্জ-সরাইলের এর বিশাল কৃষি জমিতে (প্রায় ৩৬,০০০ একর) ব্যবহার করা হয়। ২০১৬-২০১৭ সালে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) ও আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) এর ডিসচার্জ চ্যানেলের সাথে বিদ্যমান ডিসচার্জ চ্যানেল সংযোগ করার জন্য প্রায় ৬.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

চিত্রঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে নির্গত হওয়া ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি BADC এর অধীনে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার।

এপিএসসিএল এর অর্জনঃ

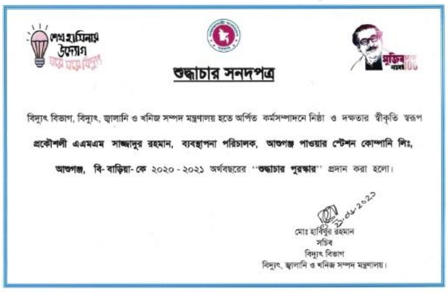

শুদ্ধাচার সনদপত্র

বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অর্পিত কর্মসম্পাদনে নিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ **প্রকৌশলী এএমএম সাজ্জাদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ, আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া-** কে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের "**শুদ্ধাচার পুরস্কার**" প্রদান করা হলো।

মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অর্পিত কর্মসম্পাদনে নিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরুপ প্রকৌশলী এএমএম সাজ্জাদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ , আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- কে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এপিএসসিএল কে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের **'শুদ্ধাচার পুরস্কার'** প্রদান করছেন।

Bureau Veritas Certification

ASHUGANJ POWER STATION COMPANY LTD. (APSCL)

Ashuganj, Brahmanbaria-3402, Bangladesh.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the Management System Standards detailed below.

Standards

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Scope of certification

"Generation of Electricity"

Original cycle start date for ISO 9001 & ISO 14001:	**09 December 2015**
Original cycle start date for ISO 45001:	**25 November 2019**
Expiry date of previous cycle for ISO 9001 & ISO 14001:	**14 September 2021**
Expiry date of previous cycle for ISO 45001:	**Not Applicable**
Recertification Audit date for ISO 9001 & ISO 14001:	**04 September 2021**
Certification Audit date for ISO 45001:	**04 September 2021**
Recertification cycle start date for ISO 9001 & ISO 14001:	**15 September 2021**
Certification cycle start date for ISO 45001:	**15 September 2021**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **14 September 2024**

Certificate No. **IND.21.2085/IM/U** Version: **1** Revision date: **15 September 2021**

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Jagdheesh N. MANIAN
Head – CERTIFICATION, South Asia
Commodities, Industry & Facilities Division

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
APSCL has achieved ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certification.

এছাড়া, এপিএসসিএল এর বিভিন্ন অর্জন ও স্বীকৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

1. Best Project Award for Exemplary Environmental Safeguards by Asian Development Bank (ADB).
2. Best Project Team Award 2016 by Asian Development Bank (ADB).
3. ICMAB Best Corporate Award - 2018.
4. APSCL SECURES SECOND POSITION IN THE ICMAB BEST CORPORATE AWARD-2017 Under POWER GENERATION Category.
5. Financing Facility Availed for Ashuganj 450MW CCPP (South).
6. The OMAC (Otherways Management Association Club) has issued " The 2015 Green Era Award" to APSCL.
7. ICMAB Award-2014.
8. Financing Facility Availed for 225MW CCPP.

9. To Mark 100000 Hours Commercial Operation of the GEC CCPP.
10. Trade Finance Award Deals of the Year 2012.
11. Best Power Unit Award.
12. Unit#3 (150 MW Capacity) of APSCL has received Best Power Unit Award in 2011.

শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রভাবঃ

সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- শহর, গ্রাম, বন্দরভেদে দেশের সকল জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে দেশের মাথাপিছু জিডিপি, শিক্ষার হার, অর্থনৈতিক সূচক-এর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার ২০০৯ সালের ২২০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা থেকে ২০২২ সালে ৫৬০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত যেখানে পল্লী অঞ্চলের মাত্র ২৭% জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করত সেখানে বর্তমানে দেশের শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ফলে নতুন নতুন পোলট্রি খামার, মৎস্য খামার, ডেইরী খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, কল-কারখানা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, ছোট-বড় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।
- গ্রামাঞ্চলে ইতোমধ্যে প্রায় ১.৮০ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা, ১৩,৫০০টি মাঝারি শিল্প কারখানা, ৩৭৫ টি বৃহৎ শিল্প কারখানায় এবং ৮ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের প্রায় ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং এতে দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন শস্যের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সেচ নীতিমালা সহজীকরণ হয়েছে।
- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত অসহায়, গরিব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোতেই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, মৃত্যু ঝুকিঁ হ্রাস পাচ্ছে তথা গ্রামীন জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী ১৯৯৩ টি হাসপাতালেও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে গ্রামীন চিকিৎসা সেবা সুলভ ও সহজতর হচ্ছে।
- সারাদেশের দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ মূল ভূখন্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী অফগ্রিড এলাকার জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে।
- গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক গ্রামে বসবাসরত জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪৫৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ Digital Information Centre (DIC) স্থাপন করা হয়েছে। আরইবি কর্তৃক এই Digital Information Centre (DIC) গুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামের জনৈগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এছাড়াও প্রায় ৫৬,১৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ ২,৫১,২৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কারণে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলশ্রুতিতে পল্লী জনপদের ব্যপক জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।
- প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ার ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া) দেশ ও বর্হিবিশ্বের সকল বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও হালনাগাদ থাকার সুযোগের কারণে তাদের অধিকার রোধ, করণীয়, বর্জণীয় প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে; যার ফলে সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অনাচার প্রভৃতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী হয়েছে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।
- গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসীদের আর্থিক কর্মকান্ডে গতি আনয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভারসাম্য এসেছে।
- দেশের সকল জনসাধারণকে একই মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বৈষম্য হ্রাস হয়েছে।
- দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা যেমন: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্রতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে গতিশীল করেছে।

উপসংহারঃ

শতভাগ বিদ্যুতায়ন বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য একটি বিরাট সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর অধীন সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরলস পরিশ্রম ও দলগত কাজের মাধ্যমেই এই কঠিন মাইলফলক অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছে। মুজিববর্ষে সফলভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে বিদ্যুৎ বিভাগ "স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২" লাভ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের শতভাগ

বিদ্যুতায়ন সাফল্যে এপিএসসিএল অংশীদারিত্বের ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে এপিএসসিএল বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের লক্ষ্যে এপিএসসিএল বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভিশন-২০৪১ এর বিদ্যুৎখাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

ভূমিকাঃ

দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুতায়ন হয়েছে সব শহর, গ্রাম, চর, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। স্বাধীনতার পর ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের জনগোষ্ঠীর ৪৭ শতাংশ বিদ্যুতের সুবিধা পেয়েছিল। এরপর গত এক যুগে বাকি ৫৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। এক যুগে এ অভাবনীয় সাফল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং মুজিববর্ষ পূর্তিতে দেশের সব নাগরিককে বিদ্যুতের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল সরকার। দেশে বর্তমানে ৪ কোটি ২১ লাখের বেশি বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, যার আওতায় জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এক যুগ আগে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮ লাখ। এই মধ্যবর্তী সময়ে ২ কোটি ১৩ লাখ বিদ্যুৎ সংযোগ বেড়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৮টি তে। দেশের যেসব স্থানে গ্রিডের বিদ্যুৎ সরাসরি পৌঁছানো যায়নি সেখানে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ এবং সোলার মিনিগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক জনগণকে সংযুক্ত করার পর এখন টেকসই, নিরবিচ্ছিন্ন এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা হবে সরকারের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গত ১২ বছরে পাঁচ গুণ বেড়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎ সহ দেশে এখন উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ৫১৪ মেগাওয়াট। আরো ১৩ হাজার ২১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন অবস্থায় আছে। শুধু সাধারণ শহর বা গ্রাম এলাকার বাইরে দুর্গম চরাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। সাগরের তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবল টেনে সংযোগ দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ লাইনের। আবার পার্বত্য অঞ্চলের যেসব স্থানে বিদ্যুতের লাইন নেওয়া দুঃসাধ্য সেখানে সোলার প্যানেল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সেবার বাইরে কেউ নেই।

এক নজরে দেশের বিদ্যুৎ খাত:

দেশে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ৫১৪ মেগাওয়াটে। একযুগে দৈনিক ২০ হাজার ৫৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। ১৩ হাজার ২১৩ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৬ লাখ ২১ হাজার কিলোমিটারের বিতরণ লাইনের মাধ্যমে দেশজুড়ে এ বিদ্যুৎ সেবা পরিচালিত হচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বাস্তবায়ন হয়েছে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ'। দেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। নেই লোডশেডিংয়ের ভয়াবহ সেই যন্ত্রণা। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইলফলক ছুঁয়েছে বাংলাদেশ।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জন

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন একটি সংযুক্ত সরকারি দপ্তর। ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ৩৬ নং ধারা ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলস এর বিধি ৪-১০ অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তরের

কার্যাবলী গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরণে দপ্তরের নাম সংশোধনপূর্বক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নামকরণ করা হয়। শিল্পকল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিত পূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাবদ সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে । বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে অত্র দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। এ অবস্থায় দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রুপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরিদর্শন শাখার বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের আবেদনপত্র অন লাইনে গ্রহণ পূর্বক অনলাইনে অনুমোদন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ডের লাইসেন্সিং কার্যক্রম ও অন লাইনে সম্পাদন করা সহজতর হয়েছে। । এতে সেবার মান উন্নয়নে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

এ নাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এ দপ্তরের ৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৩ টি পদ রয়েছে। সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুততর করণের লক্ষ্যে ও সরকাররের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন আরও ১২ টি পদ মে ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে নব সৃষ্ট ৬৯ টি পদ সহ বর্তমানে এ দপ্তরের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১৪ (এক শত চৌদ্দ) জন। তন্মধ্যে ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন কর্মচারী অর্ন্তভুক্ত আছেন। এ দপ্তরের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেয়া হলোঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৭ জন
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৭ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৪৪ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৬ জন

বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের গঠন

১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধির আওতায় প্রণীত ১৯৬১ সালের রেগুলেশনের ১ নং প্রবিধানের ক্ষমতাবলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান ও সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে সচিব এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরর্স এসোসিয়েশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর সহ প্রত্যকটি দপ্তর/সংস্থা হতে মনোনীত একজন করে সদস্য নিয়ে মোট ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক প্রকৌশলী, বৈদ্যুতিক ঠিকাদার ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট,বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্স/সার্টিফিকেট/পারমিট প্রতিবছর প্রদান ও নবায়ন করে বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড কর্তৃক সরকারের (Not Tax Revenue) কর ব্যতীত রাজস্ব আয় করে থাকে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে এ দপ্তরের ভূমিকা/কার্যক্রম

ক) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চচাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন পূর্বক অনুমোদন নবায়ন করা;

খ) এ দপ্তরের অধীনে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিত পূর্বক তাদেরকে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতি বছরে নবায়ন পূর্বক তথ্য সমূহ সংরক্ষণ করা;

গ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঘ) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

ঙ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি (ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচ গিয়ার, এলটি সুইচ গিয়ার, পিএফআই প্ল্যান্ট) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

চ) ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

ছ) উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব (Non-Tax Revenue) আয় করা।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাব

রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ Ges ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত যে যে অগ্রগতি হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত ছকে দেখানো হয়েছে।

কার্যক্রম	একক	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ইস্যুকৃত বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও ঠিকাদারী লাইসেন্স	সংখ্যা	৯১৭৯	১৫৪১১	১১২৪২	১০৫৯৩	৬৯৯৯
নবায়নকৃত বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও ঠিকাদারী লাইসেন্স	সংখ্যা	১৩৬৫৭	১৬৬৫০	১৭৬৩৩	২৩৩২৪	১৭৮৭৬
অনুমোদনকৃত বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র	সংখ্যা	৩৪৯৯	৩৫২৯	৩১৬৪	৩৩৪০	২২৫৮
নন-ট্যাক্স রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	১০.৬৯	১১.৪৫	১০.০৫	১১.৫৮	৯.৪৪

এ দপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনাt

২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের অফিসের চালু করা হবে। দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি, পরিদর্শন এর জন্য যানবাহন ক্রয় করা হবে। ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যমান জনবলকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা এবং বিদ্যুৎ খাতে দক্ষকর্মী তৈরির জন্য সকল বিদ্যুৎ কর্মীকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হবে।

উপসংহারঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় একযুগে যে গতিতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ঘটেছে তা অভাবনীয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এখনো শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেনি। সন্দ্বীপে, রাঙ্গাবালি দ্বীপে ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হাতিয়া নিঝুম দ্বীপে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যমুনা, তিস্তার অনেক দুর্গম চরাঞ্চলেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হতো গ্রাহকদের। কিন্তু সাম্প্রতিক বছর গুলোতে তা হয়নি। সকল মানুষকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনতে মাঠ পর্যায়ে কর্মীরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। যত নতুন স্থাপনা-বাড়ি-কারখানা উঠছে বা উঠবে তাতে যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ধারাবাহিকতা

রক্ষা করে শতভাগ বিদ্যুতায়নের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে সরকারের নির্দেশনা রয়েছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের পথে অনেক বাধা ছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বিতরণ পর্যন্ত নিয়োজিত সবাই একটি দল হয়ে কাজ করার ফলাফল হলো- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এ অর্জন।

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

ভূমিকা

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নত করতে বিদ্যুৎ খাতের ভূমিকা অপরিহার্য।_বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বল্পোন্নত অর্থনীতি থেকে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে স্মারক হওয়ার সাথে সাথে, দেশটি এই বছরের মধ্যে ১০০% বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। সেটা আজ বাস্তবায়িত।সম্প্রতি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপও বিদ্যুতের আলোয় হয়েছে আলোকিত। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল চার হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে ২০২২ সালে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ৫১৪ মেগাওয়াট। ২০২২-২১ অর্থবছরে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিস্টেমে মোট ৫৫২.৩৯৮ সার্কিট কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন যুক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে, সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য আগের বছরের তুলনায় ৪.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরের দৃশ্য তুলনা করলে বোঝা যায়, বিদ্যুতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম দেশ যেখানে শতভাগ মানুষের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যুত পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

স্রেডা সম্পর্কিত

বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে জ্বালানি সাশ্রয়, সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধকল্পে ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) গঠিত হয়। অতঃপর ২০১৪ সালের ২২শে মে স্রেডার কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮৮.১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের মধ্যে সৌর শক্তি সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। বায়ু বিদ্যুতের জন্য সম্ভাবনা এখানো গবেষণাধীন। বিগত পাঁচ বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অর্জন:

- জাতীয় গ্রিডে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংযোজন করার নিমিত্ত নেট মিটারিং গাইডলাইন-২০১৮ প্রণয়ন এবং গাইডলাইনের প্রথম সংশোধনী প্রকাশ সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০
- কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য ২৪৬৪ এর অধিক সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন;
- ২৮ টি সোলার মিনিগ্রিড প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ এবং সোলার টেকনলজি বিষয়ক ই-সার্ভিস চালুকরণ;
- সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০ প্রণয়নসহ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- দেশের মোট ১৮(আঠারো)টি স্থানে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত (ডাটা) সংগ্রহের কার্যক্রম চালুকরণ;
- বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে দেশের ৪টি উপকূলীয় এলাকায় সাইট স্পেসিফিক তথ্য আহরণ কার্যক্রম শুরু
- ৬০ লক্ষের অধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- নেট মিটারিং কার্যক্রম প্রসারে BGMEA, BKMEA, BEZA- সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর
- ‘ন্যাশনাল সোলার হেল্প ডেস্ক’ স্থাপন এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম চালুকরণ;
- নেট মিটারিং এর বাণিজ্যিক মডেলসহ Flyer প্রস্তুতকরণ এবং নেট মিটারিং ক্যালকুলেটর চালুকরণ;
- সোলার স্ট্রিট লাইটের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন;
- সৌর যন্ত্রাংশের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মানমাত্রা প্রকাশ;
- সিডর, আইলা দূর্গত এলাকায় সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে সোলার ড্রিংকিং ওয়াটার সিস্টেম স্থাপন;
- রুফটপ সোলারের প্রসারে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটি, ইপিসি কোম্পানি ও সম্ভাব্য উদ্দোক্তা গ্রুপের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

- দেশের ৫টি স্থানে ফ্লোটিং সোলারের সম্ভাব্যতা নিরুপণে স্টাডি সম্পন্নকরণ

Techlology	Off-grid (MW)	On-grid (MW)	Total (MW)
Solar	349.96	204.21	554.17
Wind	2	0.9	2.9
Hydro	0	230	230
Biogas to Electricity	0.69	0	0.69
Biomass to Electricity	0.4	0	0.4
Total	**353.05**	**435.11**	**788.16**

চিত্র: বর্তমানে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির দৃশ্যপট

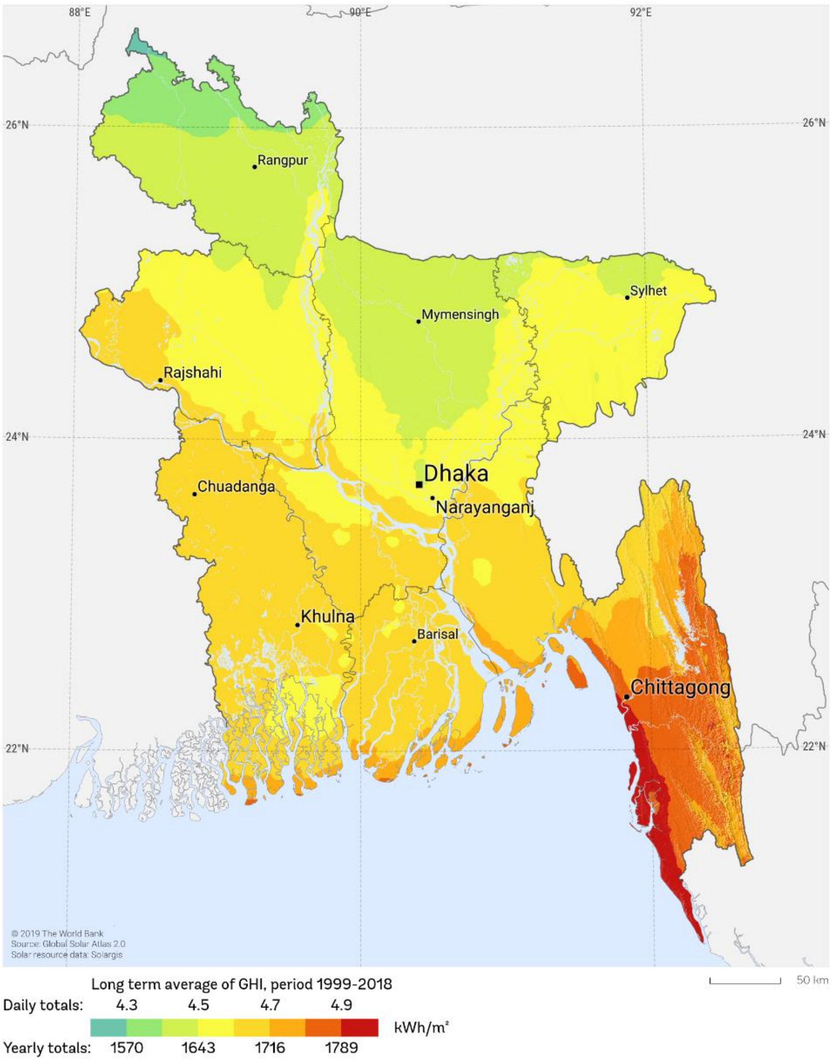

চিত্র: বাংলাদেশের সোলার রিসোর্স ম্যাপ

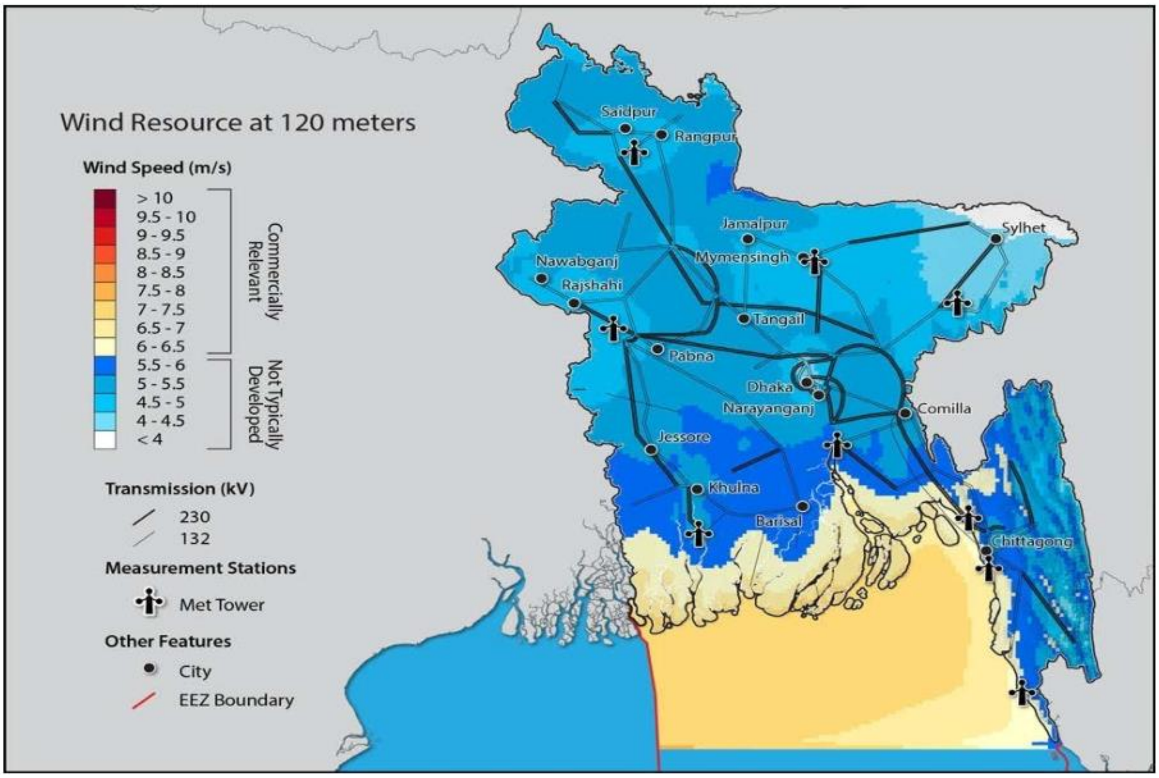

চিত্র: বাংলাদেশের উইন্ড রিসোর্স ম্যাপ

বিগত পাঁচ বছরে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ খাতে অর্জন:

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto 2030 প্রণয়ন;
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা-২০১৮ প্রণয়ন;
- ১৫ টি আবাসিক, বাণিজ্যিক ভবন ও শিল্প কলকারখানায় জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা;
- ৯ টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্প কলকারখানায় জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা;
- ১২টি পাবলিক বিল্ডিং এ জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা;
- Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্প সুদে (৪%) ঋণ প্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু। ২৩টি শিল্প কারখানায় ইতোমধ্যে এ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- “জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম” চালুকরণ;
- কলেজ ও বিশ্বদ্যিালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি;
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উন্নত প্রযুক্তির চাল কল সম্প্রসারণে Improved Rice Parboiling System স্থাপন
- “Building Energy Efficiency and Environment Rating (BEEER)” এর খসড়া প্রস্তুতকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মানমাত্রা প্রণয়নের কাজ চলমান এবং এ লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণ ও লেবেলিং প্রবিধনমালা এর খসড়া প্রস্তুতকরণ।

- বাংলাদেশে জ্বালানি দক্ষ পরিবেশ বান্ধব পরিবহন মাধ্যম হিসাবে ইলেক্ট্রিক যান EV সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক যান চার্জিং পদ্ধতি, চার্জিং স্টেশন স্থাপন, চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড, বৈদ্যুতিক সুরক্ষা স্ট্যান্ডার্ড, সার্ভিস চার্জ, ট্যারিফ কাঠামো, প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ গ্রিডের সার্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্তৃক Electric Vehicle Charging Guideline এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিদ্যুতায়ন এর প্রভাব

বর্তমানে দেশের ১০০ ভাগ বিদ্যুতায়ন, দেশের অর্থনীতি ও দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দেশের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধার ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়গের দ্বার এক নতুন উজ্জ্বল প্রান্ত দেখতে পাচ্ছে। শিল্প খাতের পাশাপাশি কৃষি খাতও এক নতুন সম্ভাবনার মুখে। শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। পাল্টে যাচ্ছে দুর্গম চর কিংবা প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষের জীবনযাত্রাও। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রভাবের সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণ, বর্তমান মেট্রো-রেল প্রকল্প যা বাংলাদেশকে উন্নয়নের ধারায় আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়াও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিদ্যুতায়নের প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। দেশের যেকোনো প্রান্তে থেকেও শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। উন্নত বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদেরকে পারদর্শী করে তুলতে আর বাধাগ্রস্থ হচ্ছে না। বিদ্যুতায়নের প্রসারের মাধ্যমে দেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইন্টারনেট সেবাকে আরও তরান্বিত করেছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ ভুমিকা রেখেছে। বিশেষ করে যেই সব দুর্গম জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অত্যন্ত দুষ্কর , দেশের সেই জায়গা গুলো হোম সোলার সিস্টেম এর মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়েছে। সোলার হোম সিস্টেম এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সরকারি কয়েকটি কর্মসূচী যেমন: সৌর সেচ, সৌর মিনি/মাইক্রো গ্রিড, সোলার পার্ক, সোলার রুফটপ, সোলার বোটিং ইত্যাদি শুরু করেছে।

চিত্র: কেইপিজেড, চট্টগ্রাম এ স্থাপিত ১৬ মে.ও. ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের সবচেয়ে বড় সোলার নেট মিটারিং সিস্টেম

শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমূহ বেশিরভাগই অর্থনৈতিক, যা আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্বৃত্ত সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের জনপদগুলো জেগে উঠেছে নতুন ভাবে। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব এলাকার মানুষ।অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সব সময়েই, সব দেশেই, সব জনপদে। বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। সেখানে বর্তমানে ছোট বড় সব ধরনের ধানকল থেকে শুরু করে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থাকরণ, হাঁস মুরগির খামার, যন্ত্রচালিত যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোক্তারা যুক্ত হওয়ায় এ খাতে একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এখাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান এবং শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন বড়-ছোট কলকারখানা থেকে শুরু করে বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর স্থাপনা এবং পূর্ণোদ্দমে সচল রাখার জন্য শতভাগ বিদ্যুতায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত বিশ্বের অন্যতম উদীয়মান অর্থনীতির দেশে।

এছাড়াও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের পর এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার সংকল্পে শতভাগ বিদ্যুতায়নের আর কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ,উন্নয়ন এবং ক্রমবিকাশের অন্যতম ক্ষেত্র 'ফ্রিল্যান্সিং' এ বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে ২য় অবস্থানে আছে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভবপর না হলে উন্নয়নের এই ধারা বজায় রাখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৪১ এর উন্নত দেশের কাতারে নাম লেখাবে। এই লক্ষ্য অর্জনে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কোনো বিকল্প নেই।

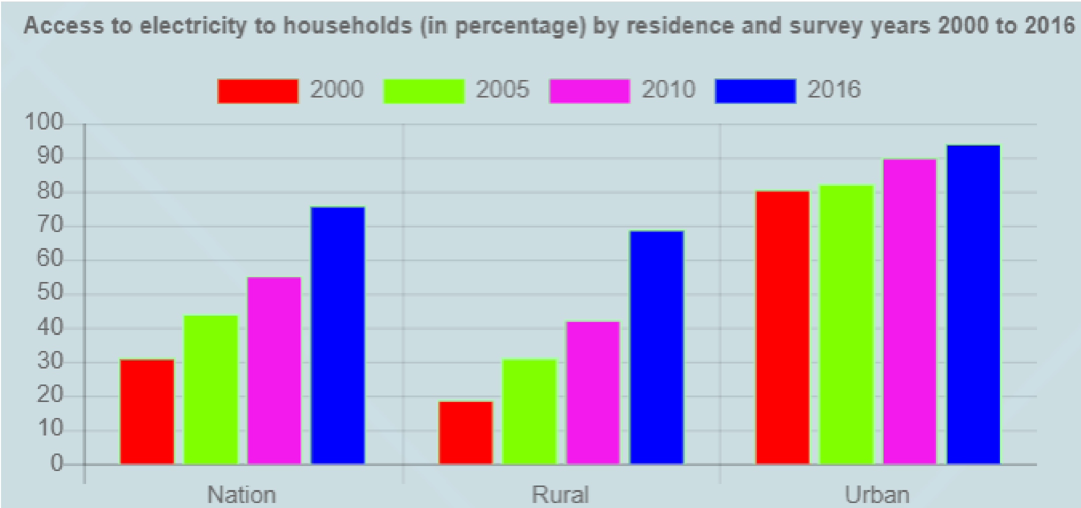

চিত্র: বিদ্যুতায়নের চিত্র (বিবিএস থেকে সংগ্রহীত)

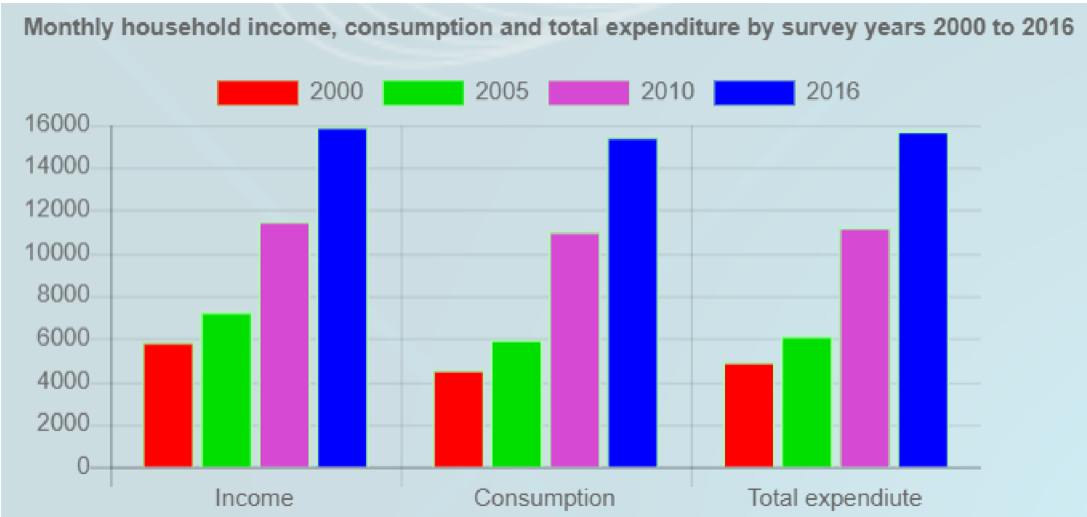

চিত্র: মাসিক আয় ও ব্যয়ের চিত্র (বিবিএস থেকে সংগ্রহীত)

সামাজিক প্রভাব

শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সামাজিক উন্নয়নও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাগুলো সমন্বিতভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, দরিদ্র হ্রাস এবং মানব জীবন উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রামের চিত্রকেও বদলে দিয়েছে –

শিশুদের পড়ার টেবিল করেছে আলোকিত, মোবাইল ফোন কীভাবে চার্জ হবে সেই উদ্বেগ দূর করেছে এবং যুবকদের পোলট্রি খামার বা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ স্থাপনে সহায়তা করেছে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন গ্রামের প্রত্যন্ততম অঞ্চলেও জীবনকে গতিশীল এবং সহজ করে তুলেছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে মানুষের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য-সেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে। ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য ও ইলেকট্রনিক হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং সেগুলোর সহায়ক পরিষেবার ব্যবসাকেও আরও প্রাণবন্ত করেছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপনও আরও সহজতর হয়ে উঠেছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক যানবাহনের উদ্যোগ ও জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

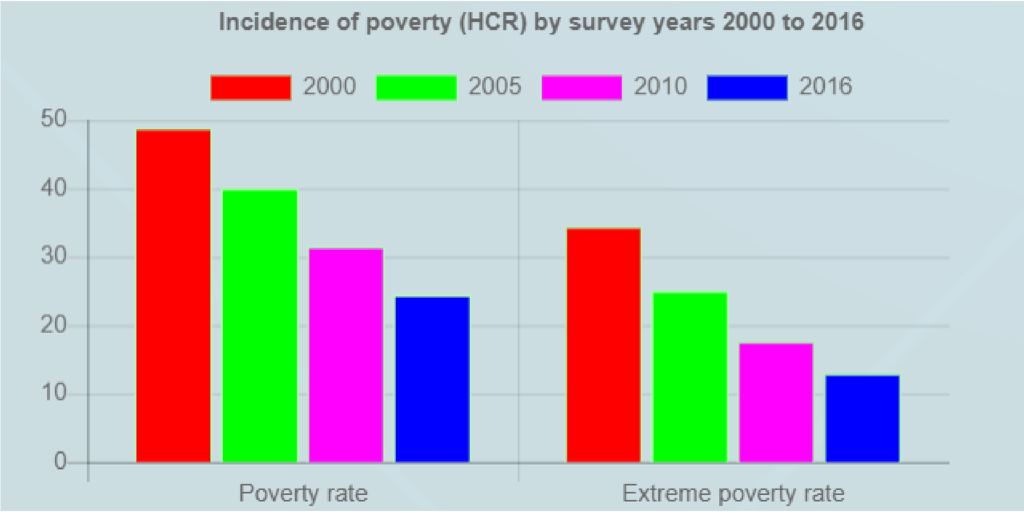

চিত্র: দারিদ্র্যতার হার (বিবিএস থেকে সংগ্রহীত)

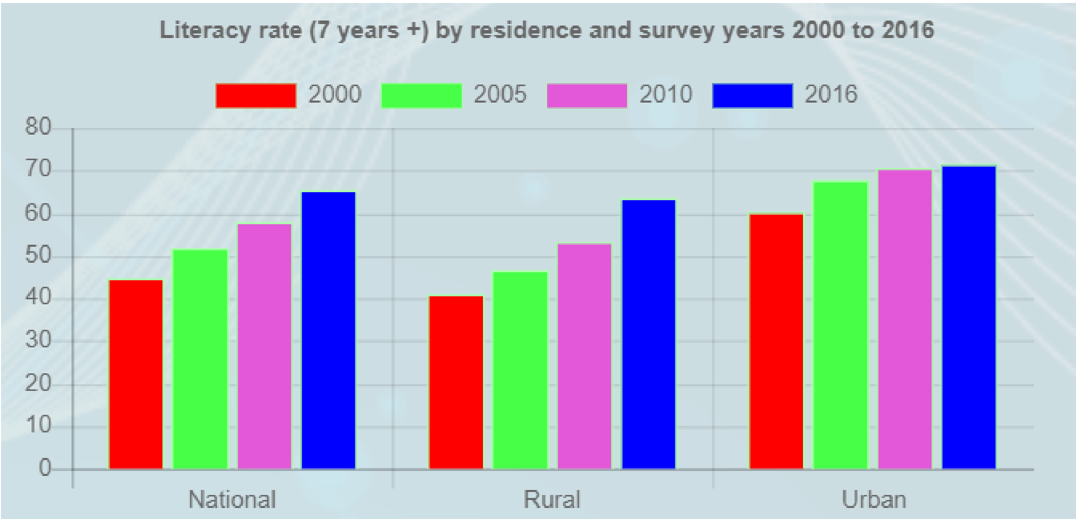

চিত্র: স্বাক্ষরতার হার (বিবিএস থেকে সংগ্রহীত)

শতভাগ বিদ্যুতায়নে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের ভূমিকা:

স্রেডার গৃহীত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক অর্থায়ন কার্যক্রমের ফলে প্রায় ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এতে ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ভার্চুয়াল উৎপাদন হচ্ছে যা শতভাগ বিদ্যুতায়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে, বলা যায় যে, শতভাগ বিদ্যুতায়ন দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতির ধারায় এক অভূতপূর্ব প্রভাবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কোন বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ হওয়ার প্রক্রিয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ চলমান বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।